উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,১৩৮.৯৭ (-৩২.১১)

নিফটি : ২৩,০৩১.৪০ (-১৩.৮৫)

আমেরিকায় মোদি

আমেরিকা পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গাবার্ডের সঙ্গে বৈঠক করলেন। বৃহস্পতিবার রাতে হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। » ৯

রাজ্যসভায় কমল

তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকে রাজ্যসভার সাংসদ পদে অভিনেতা কমল হাসানকে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১২°	২৬°	১০°	২৬°	১২°	২৬°	১৩°

বিরাটদের অধিনায়ক পাতিদার » ১৩

শিলিগুড়ি ১ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 14 February 2025 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 266

উত্তরের খোঁজে

কালিম্পংয়ের নুডলস আর এক তিব্বতি মহাবিপ্লবী

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

তাঁর মৃত্যুর পরে নিউ ইয়র্ক টাইমস লিখেছে ৭০০ শব্দ। ওয়াশিংটন পোস্ট ৬০০ শব্দ। সেখানে আমরা সব বাংলা কাগজ ৮০-৯০ শব্দেই সেরে দিয়েছি। কোথাও কোথাও আবার খবরটা বেরোয়নি।

কালিম্পংয়ে যে ওরকম একজন বিশ্ববন্দিত মানুষ প্রায় ৭২ বছর কাটিয়ে গিয়েছেন, গোটা বাংলাই বা জেনেছে কি? এত মুখ্যমন্ত্রী, এত রাজ্যপাল এতবার পাহাড়ে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতেও যে যাননি কেউ! পাহাড়জুড়ে এত ছোট-বড় নেতা, তাঁরাও উপেক্ষার জালেই জড়িয়ে রেখেছেন তাঁকে। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর প্রচলিত রুটিন শোকবার্তায় ৯৬ বছরের থুন্ডুপ অনুচ্চারিত।

আমরা সবাই এক দু'লাইনে সেরে দিয়েছি, দলাই লামার দাদা ৮ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত। গেয়ালো থুন্ডুপের পরিচয় শুধু এটুকুই নয়। ওয়াশিংটন পোস্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে, আধুনিক তিব্বতের ইতিহাসে দলাই লামার পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তিনি। তিব্বতে চিনাদের অত্যাচার যখন চরমে, তখন বিশ্বের নামী নেতাদের কাছে সহানুভূতি আদায়ের কাজটা করেছিলেন গেয়ালো।

৬৫ বছর আগে দলাই যখন তিব্বত থেকে এসে অরুণাচলের তামাংয়ে পা রাখলেন, ওই সময় আড়ালে থেকে ভাইয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ভারতে থাকার আশ্বাস, সব জোগাড় করেছিলেন মেজদা থুন্ডুপ। জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে মূল যোগাযোগ করেন এই মানুষটি। বলতে পারেন, দলাই লামার পলিটিকাল অপারেটর।

নিউ ইয়র্ক টাইমস এ জন্যই লিখেছে, দুই ভাই মিলে তিব্বতের ইতিহাসে এক নতুন যুগ তৈরি করেছিলেন। ওয়াশিংটন পোস্টের বক্তব্য, 'নেহরুর পাশাপাশি চিনের চৌ এন লাই, দেং জিয়াও পিংয়ের সঙ্গে নিয়মিত কথা চালাতেন থুন্ডুপ। ঐতিহাসিকরা বলতেন, অনেক দেশের রাষ্ট্রনায়করা থুন্ডুপকে তিব্বতের অঘোষিত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেই কথা বলতেন।'

চিয়াং কাইশেক আবার তাঁকে এত পছন্দ করতেন, পারিবারিক লাঞ্চ বা ডিনারে থুন্ডুপকে নিয়ে বসতেন। চিনের একসময়ের রাজধানী নানজিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ বছর বয়সে গিয়েছিলেন চিনা ইতিহাস নিয়ে পড়তে। সেই পড়াশোনা আসলে তাঁর বালক ভাইয়ের প্রধান পরামর্শদাতা হওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা অর্জনের জন্য। সেখানেই থুন্ডুপ প্রেমে পড়েন চিনা তরুণীর সঙ্গে। ভদ্রমহিলা চিনা নাম পালটে তিব্বতি নাম নেন। অনেক আগেই তিনি প্রয়াত। কালিম্পংয়ের নুডলস বিখ্যাত করার পিছনে তাঁরও হাত ছিল। অনেকে তো বলেন, আজকের বহুচর্চিত তিব্বতি খাবার

এরপর দশের পাতায়

উত্তর সিকিমে তুষারপাত। বৃহস্পতিবার ছবিটি তুলেছেন মৃণাল রানা।

ভালোবাসাকে হাতিয়ার করে অভিনব ব্যবসা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বুদ্ধি বটে! প্রেমের সপ্তাহে ভালোবাসাকেই হাতিয়ার করে এমনটা যে করা যায় তা কারই বা মাথায় আসবে।

পোস্টারে লেখা 'রোহন ইউ চিটেড অন মি। হেয়ার আর ইওর পিকচারস, নাও এভরিওয়ান উইল

বুদ্ধি বটে

- বৃহস্পতিবার শহরে কিউআর কোড সমেত এক পোস্টার ঘিরে কৌতূহল ছড়ায়
- পোস্টারে লেখা ছিল তুমি 'আমাকে ঠকিয়েছ। এবার ছবি সবাই দেখতে পাবে।'
- পোস্টার দেখে পথচলতি অনেকেই দাঁড়িয়ে কিউআর কোড স্ক্যান করেন
- পরে অনেকে এই অভিনব পোস্টারের তারিফ করেন, কেউ কেউ সতর্কও করেন

সি।' বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'রোহন, তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। এখন এখানে থাকা আমাদের ছবিগুলি সবাই দেখতে পাবে।' এমন কোনও লেখা দেখলে যে কারও মনে কৌতূহলের পারদ চড়াটা স্বাভাবিক। সেখানে যদি কোনও কিউআর কোডের ছবি দেওয়া থাকে আর পকেটে থাকে স্মার্টফোন, তবে তো আর কথাই নেই। মোবাইলের কিউআর কোড স্ক্যানার খুলে পোস্টারের নির্দিষ্ট অংশে তাক করে কাঙ্ক্ষিত ছবির অপেক্ষা। আর তারপর? মোবাইলের পর্দায় দেখা দিল রকমারি ফুলের তোড়া। সেগুলির নানা দাম। একটি নির্দিষ্ট সাইটে সেগুলি ৩৪৯, ৬৪৯,...১২৯৯ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কী হল ব্যাপারটা বুঝতে মনের খানিক সময় লাগল। বোঝার পর অনেকেই হাসলেন, বিজ্ঞাপনের তারিফ করলেন। এভাবে বুদ্ধু বনে অনেকে সেই বিজ্ঞাপনদাতাকে গালাগালিও করলেন। শিলিগুড়ি কলেজ সংলগ্ন এলাকার ঘটনা।

বুধবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি কলেজের পাশের রাস্তায় দেওয়াল, গাছে এই 'অভিনব' পোস্টার লাগানো হয়েছিল। সেই সময় সেখানে কাজ করা নিশান্তকুমার শ্যাম কাজ করছিলেন। বললেন, 'দু'তিনজন ছেলে এখানে এসে পোস্টারগুলি লাগিয়ে গেল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দেখি অনেকেই এই রাস্তা দিয়ে চলার সময় ওই পোস্টারের লেখা পড়ছে, অনেকে মোবাইল বের করে ছবি তুলছে। তারপর হেসে গড়িয়ে পড়ছে।' কৌতূহলবশত নিশান্তও সেখানে এগিয়ে যান। মোবাইল বের করে সেই কিউআর কোড স্ক্যান করেন। তারপর বাকিদের মতো তাঁরও হেসে গড়িয়ে পড়া।

বিপণনী বিজ্ঞানকে এভাবে কাজে লাগানোর বিষয়টিকে কলেজ পড়ুয়া সৌভিক রায়ের মতো অনেকেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। এলাকার বাসিন্দা বাপি সরকারের মতো অনেকে আবার সবাইকে সতর্ক করছেন, 'এভাবে কিউআর কোড স্ক্যান করাটা কিন্তু ঠিক নয়। অনলাইনে নানা বিপদ হতে পারে।' তবে কারা এই অভিনব কাণ্ডের পিছনে তা জানা যায়নি। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে হঠাৎ দেখা যায়, কেউ বা কারা ওই পোস্টারগুলি ছিঁড়ে ফেলেছে। নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটটিতে ভিজিট করেও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

বিজ্ঞাপনদাতাদের উদ্দেশ্য অবশ্য সফল। প্রেমের অন্যতম সঙ্গী প্রতারণাকে কেন্দ্র করে তাঁরা বিপণনের প্রাথমিক কাজটুকু সেরে ফেলেছেন।

ভারতরত্ন দেওয়া হোক রায় সাহেবকে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

বৃহত্তর বাংলায় 'ঠাকুর' বলতে আরাধ্য দেবতা বা ঈশ্বরকে বোঝায়। পঞ্চানন বর্মা তাঁর কর্মগুণে শুধু রাজবংশী সমাজ নয় অবিভক্ত বঙ্গের সর্বস্তরের মানুষের কাছে 'ঠাকুর' হয়ে উঠেছিলেন। সীমান্ত ঘেরা কোচবিহার জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম খলিসামারির পঞ্চানন সরকার কালের গণ্ডি অতিক্রম করে পরিচিত হয়েছেন রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা হিসাবে। সমাজ বিজ্ঞানীরা তাঁকে মনীষী রূপে আখ্যায়িত করেছেন। পরিচয়ের এই বিবর্তনই প্রমাণ করছে তাঁর জীবন-কর্ম-সাধনার প্রাসঙ্গিকতা। পঞ্চানন থেমে থাকেননি। সব বাধা অতিক্রম করে ভেঙে ভেঙে নিজেকে তৈরি করেছেন। তাইতো তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'তোর আশা সগায় করুক/ তুই যেন কারো আশা না করিস।'

ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান, দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে রাজবংশী সমাজ। অভিবাসী নয়, চারটি দেশের স্থায়ী অধিবাসী এমন জনগোষ্ঠী ভারতীয় উপমহাদেশে আছে কি না তা নিয়ে চর্চার বিষয়। ইতিহাসের বিচারে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। ঐতিহাসিকদের মতে, এই জনগোষ্ঠীর শাসকরা এই ভূখণ্ডের বিস্তৃত অংশ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই গোষ্ঠীর এখনও নিজস্ব কোনও ভূমি বা হোমল্যান্ড নেই। পঞ্চানন ছিলেন এই স্বভূমিহীন জনগোষ্ঠীর আওয়াজ।

এরপর দশের পাতায়

ছুরি দেখিয়ে শাসানি তরুণীর

ক্যারমের আম্পায়ার হয়ে বিপদে তরুণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ওয়ার্ড উৎসবে ক্যারম প্রতিযোগিতায় ভাইঝিকে পক্ষপাতিত্ব করে হারানোর অভিযোগ। আর তাই ওই খেলার অ্যাম্পায়ারকে রাস্তায় পেয়ে ছুরি দেখিয়ে শাসানির অভিযোগ উঠেছে শিলিগুড়ি থানায় কর্মরত এক হোমগার্ডের মেয়ের বিরুদ্ধে। এখানেই শেষ নয়, ওই তরুণকে রাস্তার মধ্যে পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাওয়ানো হয়। সেটা ওই তরুণী ভিডিও করে পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা তথা ওয়ার্ড কাউন্সিলার অমিত জৈনকে পাঠিয়েছেন বলে অভিযোগ। ওই তরুণী এত সাহস পেলেন কী করে? তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এদিকে, পা ধরে ক্ষমা চাওয়ার ঘটনার পর ওই তরুণ বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের অফিসে লিখিত আকারে জানিয়েছেন। তার আশঙ্কা, যে কোনও সময় ওই তরুণী তাঁর ওপর আক্রমণ করতে পারেন। এই ধরনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, 'খেলা নিয়ে একটা ঝামেলা হয়েছিল। আমি সেটা মিটিয়ে দিয়েছিলাম। এরপরও ওই ছেলেটাকে ওই তরুণী বিভিন্নভাবে হেনস্তা করছে।'

বিষয়টি নিয়ে ওই তরুণীর দিদির বক্তব্য, 'ওই দিন ক্যারম খেলা নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছিল। পরে আমরা কাউন্সিলারের থেকে জানতে পারি, ওই তরুণ নাকি অনেক মহিলা নিয়ে এসেছিল ঝামেলা করতে। কাউন্সিলার সামলেছেন। এই ব্যাপারে ওই তরুণকে প্রশ্ন করা হলে তখন নিজেই পা ধরে জানায় যে ও কোনও লোক আনেনি।'

শঙ্কিত তরুণ

- তরুণ পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে
- তরুণী যে কোনও সময় আক্রমণ করতে পারেন বলে তাঁর আশঙ্কা
- ঘটনার সূত্রপাত ওয়ার্ড উৎসবে ক্যারম প্রতিযোগিতায়

যাবতীয় ঘটনার সূত্রপাত চলতি মাসের শুরুর দিকে। ওয়ার্ড উৎসবে ক্যারম প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ওই মেয়েটির ভাইঝি। প্রথম রাউন্ডে জেতার পর দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পরেই ঘটে যাবতীয় ঘটনা। তখনকার মতো কাউন্সিলার সেই ঝামেলা মিটিয়ে দিলেও, রেশ যে এতদূর যাবে, সেটা অবশ্য ভাবেননি ওই তরুণ। মঙ্গলবার রাতের দিকে স্টেশন ফিডার রোডে একটি ওষুধের দোকানে গিয়েছিলেন ওই তরুণ। সেখানেই হোমগার্ডের মেয়ে চলে আসেন। মেয়েটির বক্তব্য, 'ওইদিন ভাইঝির সঙ্গে আমিও ছিলাম।' মেয়েটি যে ভিডিও (ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) করেছে, সেখানে দেখা যায়, মেয়েটি হুঁশিয়ারির সুরে বলছে, 'কয়লাডিপোতে তুই আমাকে কাটবি? ওইদিন তুই বলে অনেক ছেলে নিয়ে এসেছিলি।' ওই তরুণ জানায়, তাকে ছেড়ে দিতে কারণ তার মা অসুস্থ রয়েছে। এরপর ভিডিওতে ভালো করে ওই তরুণের মুখ দেখিয়ে মেয়েটি অমিত জৈনের নাম নিয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতে শোনা যায়, অমিত জৈন দেখ, তুই যাকে নিয়ে এসেছিলি, সে আমার কাছে ক্ষমা চাইছে। এরপর ওই তরুণকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে বলা হয়, পা ধর। ভালো করে পা ধর। ওই তরুণের অভিযোগ, 'শিবানী ওইদিন ছুরি দেখিয়েও ভয় দেখিয়েছে।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তরুণী।

পদ্মে দ্বন্দ্বের জের

অবশেষে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন

নয়াদিল্লি ও ইম্ফল, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বিজেপিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব কতটা তীব্র, স্পষ্ট হল মণিপুরে। এন বীরেন সিংয়ের উত্তরাধিকারী মনোনয়নে ঐকমত্য হল না বিজেপিতে। অন্যদিকে, দলীয় কোন্দলের কারণে কংগ্রেসের অনাস্থা প্রস্তাব আনার সম্ভাবনাকে ঘিরে আশঙ্কার মেঘ জমছিল বিজেপি শিবিরে। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে দুটি সমস্যাকেই দূরে রাখা হল।

তাছাড়া বিধানসভার অধিবেশন ডাকার ছয় মাসের মেয়াদ মণিপুরে শেষ হয় বৃহস্পতিবার। সর্বশেষ অধিবেশন হয় গত বছরের ১২ অগাস্ট। বীরেনের ইস্তফায় গত সোমবার নির্ধারিত বাজেট অধিবেশনও স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় সাংবিধানিক অচলাবস্থা তৈরি হত। রাষ্ট্রপতি শাসন সেই সমস্যাকেও ঠেকিয়ে দিল।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর যে আদেশ জারি করেছেন, তাতে উল্লেখ আছে যে, রাজ্য সরকার সংবিধান অনুযায়ী শাসন চালাতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ২৩ বছর পর আবার রাষ্ট্রপতি শাসনের আওতায় এল মণিপুর। যদিও উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন নতুন নয়। ১৯৫১ থেকে মোট ১১ বার এমন শাসন জারি হল মণিপুরে।

এরপর দশের পাতায়

ভালোবাসা বাঁচাতে ধর্ম বদল

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : রুপোলি পর্দার দুনিয়ায় এমন উদাহরণ তো কতই আছে। ধরম সিং দেওল (ধর্মেন্দ্র) হেমা মালিনীর প্রেমে পাগল হয়েছিলেন। তবে প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে মন চায়নি। কিন্তু প্রেমের টানও বড় বালাই। অগত্যা ধর্ম বদলে মুসলমান হয়ে হেমা মালিনীকে বিয়ে। শর্মিলা ঠাকুর ধর্ম বদলে বেগম আয়েষা সুলতানা হন। তারপর মনসুর আলি খান পতৌদিকে বিয়ে করেন। সেই প্রেমের টানেই। একই টানে সাড়া দিয়ে ওড়িশার সুশান্ত দাস হয়েছেন শামিম রহমান। আজকাল শীতলকুচিতে বাস। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের সাব-ডিলার তরুণকে লোকে চেনে 'বিহারি' নামে। সুশান্ত থেকে শামিম, বিহারির এই যাত্রাপথ রুপোলির দুনিয়ার কোনও ধুমধাড়াক্কা গল্পের তুলনায় কিন্তু কম রোমাঞ্চকর নয়।

নয় বছর আগের ফ্ল্যাশব্যাকে যাওয়া যাক। একদিন শীতলকুচির বাসিন্দা লাজমেরিকা ইয়াসমিনের ফোনে রং নম্বর থেকে একটি কল এল। ইট ব্যবসায়ী সুশান্ত তখন টগবগে তরুণ। রং নম্বর হলেও কথায় কথা বাড়ল। আর এই সূত্রেই দুজনের মন দেওয়া-নেওয়া। দুজনের কারও কাছেই সেই সময় স্মার্টফোন ছিল না। তাই দুজনার দুজনকে দেখাও হয়নি। বন্ধুদের নিয়ে সুশান্ত একদিন শীতলকুচি এলেন। স্কুলপড়ুয়া প্রেমিকার সঙ্গে দেখাও করলেন। প্রেমের বাঁধন আরও দৃঢ় হল। দুজনে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়াল। অন্য ধর্মে বিয়ে কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না বলে দুই পরিবারই সাফ জানিয়ে দেয়।

অতএব? দুজনে পালিয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। স্কুলে যাওয়ার কথা বলে লাজমেরিকা সেদিন বাড়ি থেকে বের হয়। বন্ধুদের নিয়ে সুশান্ত একটি গাড়িতে করে মাথাভাঙ্গা-সিতাই সড়কে অপেক্ষা করছিলেন। শীতলকুচির রাস্তাঘাট সেভাবে চেনা ছিল না। ধরা পড়লে কারও হাড়গোড় আস্ত থাকবে না বলেও জানা ছিল। তাই এলাকায় কোথাও না নেমে সবাই মিলে গুয়াহাটি পাড়ি। সেখানে কিছুদিন থেকে কোচবিহারে ফিরে একটি হোটেলে ওঠা। নিজেরাই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া।

এরপর দশের পাতায়

ভালোবাসার গল্প

ভালোবাসার সপ্তাহকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গ সংবাদে রোজই অভিনব এক-একটি ভালোবাসার গল্প প্রকাশিত হয়েছে। সপ্তাহের শেষ দিনে আজ শীতলকুচির এমনই এক অন্য কাহিনী।

দুজনে।। স্ত্রী লাজমেরিকা ইয়াসমিনের সঙ্গে শামিম রহমান।

জাল নোট উদ্ধার

বৈষ্ণবনগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ফের ভারতীয় জাল নোট উদ্ধার। বুধবারের পর এবার বৃহস্পতিবার। পুলিশ এদিন তল্লাশি চালিয়ে চারশোটি জাল২০০ টাকার নোট উদ্ধার করে। আলম শেখ নামে একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের বাড়ি কালিয়াচক থানার মোজমপুরের মসজিদপাড়ায়। বৃহস্পতিবার ভোরে কালিয়াচক থানার মোজমপুরের মসজিদপাড়া এলাকার একটি বাড়ি থেকে ওই জাল নোট উদ্ধার হয়।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৩৪০১৯৭, * ই-মেল : S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-A (রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসাবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ২,২৭,৬০,৬৯৭.০০ (টাঃ দুই কোটি সাতাশ লক্ষ ষাট হাজার ছয় শত সাতানব্বই মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি প্রধান শাখার কাছে ১। মেসার্স বৃন্দাবন সুইট, সপ নং-বি-৩০, পিবিয়ার টাওয়ার, ডন বস্কো মোড়, ২ মাইল চেক পোস্ট, সেবক রোড, শিলিগুড়ি। ২। শ্রীমতী সুনিতা গোয়াল, (ঋণগ্রহীতা অংশীদার) পার্বতি সদন, চম্পাসারি, পোস্ট- প্রধাননগর, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩। ৩। শ্রীমতী স্নেহা গোয়াল, (ঋণগ্রহীতা অংশীদার) পার্বতী সদন, চম্পাসারি, পোস্ট- প্রধাননগর, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩। ৪। শ্রী সঞ্জীব কুমার শ্রীবাস্তব (বন্ধকদাতা/জামিনদার) ফ্ল্যাট নং-১এ, রয়াল গার্ডেন অ্যাপার্টমেন্ট (গ্রাড ব্যাংকের নিকট) জ্যোতিনগর, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১। ৫। শ্রীমতী বন্দনা প্রিয়দর্শিনী (বন্ধকদাতা/জামিনদার) সঞ্জীব কুমার শ্রীবাস্তবের স্ত্রী, ফ্ল্যাট নং-১এ, রয়াল গার্ডেন অ্যাপার্টমেন্ট (গ্রাড ব্যাংকের নিকট) জ্যোতিনগর, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১। ৬। শ্রীমতী পালিনা রায় চৌধুরি (বন্ধকদাতা/জামিনদার) প্রদীপ কুমার রায়ের স্ত্রী, ২৫, সত্যজিৎ রায় সরণি, ওয়ার্ড নং-৩৯, শিলিগুড়ি (এম গ্রুপ), হায়দারপাড়া, রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৬। ৭। শ্রী নন্দ কিশোর সিং (বন্ধকদাতা/জামিনদার), শ্রী প্রভুনাথ সিং-এর পুত্র, চয়নপাড়া রায় কলোনি, ডন বস্কো স্কুলের পিছনে, পোস্ট- শালুগাড়া, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি- ৭৩৪০০৮, পশ্চিমবঙ্গ - ০৫.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে বসবাসরত ব্যক্তির কাছে পাওনা রয়েছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ :-	প্লটটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ ৫ কাঠা পরিমাপের মাটিগাড়ায় অবস্থিত খালি জমি, প্লট নং আরএস-৪১০, এলআর প্লট নং- ৬১৩, জে.এল নং-৭৩, এলআর খতিয়ান নং- ১৪২৯, অনুরূপ পূর্ববর্তী এলআর খতিয়ান নং- ১৪১৫, অনুরূপ আরএস খতিয়ান নং-২২, তৌজি নং ৯১, মৌজা- পেলকি, থানা- মাটিগাড়া, জেলা- দার্জিলিং-এ অবস্থিত। হস্তান্তরিত আসল দলিল নং-I-৩৮০২, এডিএসআর কার্যালয়ে নিবন্ধিত, বাগডোগরা ২৫.০৪.২০১৩ তারিখের হিসেবে। নিবন্ধিত বুক নং-১, সিডি ভলিউম নং- ৭, পৃষ্ঠা- ৬১৭০ থেকে ৬১৮২, স্বত্ব নং-০৩৮০২, ২০১৩ সালের হিসেবে শ্রীমতী বন্দনা প্রিয়দর্শিনী রাম কিশোর প্রসাদ শ্রীবাস্তবের কন্যার স্বত্বাধিকরণে রয়েছে।
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ১০,১২,০০০.০০/- (টাকা দশ লক্ষ বারো হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ১,০১,২০০.০০/- (টাকা এক লক্ষ এক হাজার দুইশত মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ১০,০০০.০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০২০০৪৯২২৯৬

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt Ltd. অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য দয়া করে ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এ।
সম্পত্তিটির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তিটির ছবি এবং নিলাম সংক্রান্ত শর্তের জন্য অনুগ্রহ করে https://www.ebkray.in-এ পরিদর্শন করুন এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd.-এ, যোগাযোগের নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নং ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ০৬.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি চম্পাসারি ব্রাঞ্চ : বানেশ্বরী মহল নর্মদা বি শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ (পব)
* ই-মেল : C522@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট-IV-A* (দেখুন রুল ৮(৬) এর প্রতি অনুবিধি)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন এবং রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিশ তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ 'এর রুল ৮(৬) এর প্রতি অনুবিধি সহ পঠিত।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার (গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাংকের বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া হয়েছে যার গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা শিলিগুড়ি চম্পাসারি ব্যাংক ২৬.০৩.২০২৫ সালে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যাহা কিছু আছে' 'যেখানে যা কিছু থাকুক' ভিত্তিতে টা: ১৪,১৬,১৩৭.০০ (চোদ্দো লক্ষ ষোলো হাজার একশত সাঁইত্রিশ টাকা) পুনরুদ্ধারের জন্য বিক্রয় করা হবে যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি চম্পাসারি ব্যাংকের কাছে পাওনা রয়েছে যার ঋণগ্রহীতা ১। শ্রী মুকেশ রায় (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা), ২. শ্রীমতী সুস্মিতা দাস রায়, শ্রী মুকেশ রায়ের স্ত্রী (জামিনদাতা) উভয়েই বসন্ত ভিলা, শিলিগুড়ি বাজার, মুকুন্দ দাস সরণি, নিউ মিলনপল্লি, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৪০০৫-এর বাসিন্দা।
ই-অকশনের মাধ্যমে বিক্রির জন্য আনীত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণের গণনা নিম্নে করা হল :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	বাসন্তী ভিলা নামের বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলায় ৭৮০ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাটের সকল এবং অপরিহার্য অংশে তৎসহ ৩ কাঠা আয়তনের জমির আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশে যেটি প্লট নং (আরএস-১৩৫, এলআর-২২-এর অংশ), খতিয়ান নং (আরএস-৮১৫, এলআর-৩৯০), মৌজা-ডাবগ্রামের অভ্যন্তরে অবস্থিত, জে এল নং-০২, শিট নং (আরএস-১৫, এলআর-১৬৪), ওয়ার্ড নং-৩৩ এর ভিতরে, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকা, পরগণা-বৈকুণ্ঠপুর, থানা-নিউ জলপাইগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি। দ্বারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ : উত্তরে - অনিল বোসের বাড়ি, দক্ষিণে - সুশীল চৌধুরির বাড়ি, পূর্বে - অনিল সাধাইয়ের বাড়ি, পশ্চিমে - অনুল্লেখিত ৮ ফুট চওড়া রাস্তা
সম্পত্তির উপর ঝামেলা	জানা নেই
সংরক্ষিত মূল্য	টা: ১৮,২১,০০০.০০ (আঠারো লক্ষ একুশ হাজার টাকা মাত্র)
ইএমডি পরিমাণ	টা: ১,৮২,০০০.০০ (এক লক্ষ বিরাশি হাজার টাকা মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টা: ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৬.০৩.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০ টা পর্যন্ত
সম্পত্তি আইডি নং	IDIB7322662404

দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd.'এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে অনলাইন দরে অংশগ্রহণ করার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০-এ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম এবং শর্তাবলির জন্য দেখুন https://www.ebkray.in এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd., যোগাযোগ নং- ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তির অনুসন্ধান করার সময় উপরোক্ত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
তারিখ : ১৩.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি সমূহ

যোগাযোগের ব্যক্তি : সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯০৮৩৭০১৮১৫

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৩৪০১৯৭, * ই-মেল : S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-A (রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ১,৮৫,২৬,৭৬৬.০০ (টাঃ এক কোটি পঁচাশি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাত শত ছেষট্টি মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক শিলিগুড়ি প্রধান শাখার কাছে ১। মেসার্স গুরু নানক ট্রেডার্স, এইচ/৫৭৮/৫১, প্ল্যানেট মল, জ্যোতিনগর, ওয়ার্ড নং-৪১, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০১। ২। শ্রী পরমজীৎ চুঘ, রামকৃষ্ণ রোড, অঞ্জলি জুয়েলার্সের নিকট, আশ্রমপাড়া, ওয়ার্ড নং-১৪, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০১। ৩। শ্রীমতী কোমল চুঘ, রামকৃষ্ণ রোড, অঞ্জলি জুয়েলার্সের নিকট, আশ্রমপাড়া, ওয়ার্ড নং-১৪, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০১-এ ০১.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে বসবাসরত ব্যক্তির কাছে পাওনা রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ :-	সমস্ত অবিভাজ্য অংশে ২ বিএইচকে ফ্ল্যাট ৭০০ স্কোয়ার ফিটের পরিমাপের ফ্ল্যাটটি শ্রী পরমজীৎ সিং চুঘ এবং শ্রীমতী কোমল চুঘের যুগ্ম স্বত্বাধিকরণে ভবনের দ্বিতীয় তলাটি সঙ্গে সমানুপাতিক হারে অবিভাজ্য জমি যেটির উপর ভবনটি অবস্থিত, নিবন্ধিত খতিয়ান নং-৫৪৭৯, আংশিক প্লট নং- সঙ্গে আরসিসি ছাদের পট্ট প্লট নং ৯৩২, জেএল নং- ১১০(৮৮), তৌজি নং-৩ (জেএ) পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, মৌজা এবং থানা, মহকুমা এবং উপ নিবন্ধিকরণ কার্যালয় শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত এবং বিশেষভাবে আশ্রমপাড়া, ওয়ার্ড নং-১৪, হোল্ডিং নং- ৬২০/১৬৩/২১৮ অঞ্জলি জুয়েলার্সের বিপরীতে, পিন-৭৩৪০০১-এ অবস্থিত। সীমানা (জমিটির) : উত্তর - ডাঃ এনআর হালদারের জমি। দক্ষিণ- হরজিৎ সিং এবং ইন্দ্রজিৎ সিং-এর জমি। পূর্ব- রামদয়ালের জমি। পশ্চিম- রাস্তা।
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ২৮,৩৫,০০০.০০/- (টাকা আঠাশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ২,৮৩,৫০০.০০/- (টাকা দুই লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশো মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ২০,০০০.০০ (টাকা কুড়ি হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০৫২৩৫৭৩৬৭৮

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt Ltd.-এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য দয়া করে ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এ।
সম্পত্তিটির বিশদ বিবরণ, সম্পত্তিটির ছবি এবং নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্তের জন্য অনুগ্রহ করে https://www.ebkray.in-এ পরিদর্শন করুন এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd.-এ, যোগাযোগের নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।
তারিখ : ১৩.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫

হৃদয়ে রেখেছি তারে...

স্ত্রীর খোঁজে ১৩ বছর ধরে ঘুরছেন বৃদ্ধ

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : আবাসের তালিকায় নাম নেই। অবশ্য বাকিদের মতো ক্ষোভ প্রকাশের সময়টুকুও নেই অখিল বিশ্বাসের। তাছাড়া কেনই বা ক্ষোভ দেখাবেন? মনের মাঝে স্ত্রীর আসন। সেই স্ত্রী-ই তো নিখোঁজ। সত্তরোর্ধ্ব অখিল কাকে নিয়ে থাকবেন ঘরে? রোজ সকাল হয়। নতুন আশা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন স্ত্রীকে খুঁজতে। ক্লান্ত হলে গাছের ছাওয়ায় বসে সুর তোলেন বাঁশিতে। ভালোবাসার মানুষের জন্য পাগলামির অনন্য নজির অখিলের অপেক্ষা।

নিশিগঞ্জ সিটকিবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা অখিল। আজ থেকে ১৩ বছর আগে জানুয়ারির এক সকালে স্ত্রী অন্নরানি বিশ্বাস বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন। দীর্ঘ সময়ে একমুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেননি স্ত্রীকে। পুরোনো সাইকেলের প্যাডেলে জোর দিয়ে চষে বেড়ান একটার পর একটা পাড়া। খোঁজ করেন সেই এলাকায় স্ত্রীকে কেউ দেখেছেন কি না।

প্রতিদিনের মতো আজও নীরবে কথা বলেছেন স্ত্রীর সঙ্গে। ঝোলা থেকে বাঁশি বের করে স্ত্রীর জন্য সুর তুলেছেন। কৌতূহল নিয়ে কেউ এগিয়ে গেলে অখিল বাঁশি বাজানো থামিয়েছেন। পাঞ্জাবির বুক পকেট থেকে বের করেছেন স্ত্রীর ছবি। ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তাঁর স্ত্রীকে কেউ দেখেছেন কি না। মনের মতো উত্তর পাননি আজও। তবে অখিলের বিশ্বাস আজ নয়তো কাল ঠিক খুঁজে পাবেন স্ত্রীকে।

স্ত্রীকে খুঁজতে এভাবেই সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়ান অখিল বিশ্বাস।

অখিলের কথায়, 'আমার সুন্দরী স্ত্রী একটু ভোলাভালা ছিল। একদিন কাজ থেকে ফিরে দেখি সে বাড়িতে নেই। তারপর থেকে বিভিন্ন জেলায় কত নতুন পথে স্ত্রীকে পাগলের মতো খুঁজেছি। আজও পাইনি। আমি জানি সে আজও বেঁচে আছে। সে ফিরলে নতুন করে আবার সংসার বাঁধতে চাই।'

অখিলের বড় ছেলে হারাধন বললেন, 'বাবা মাকে খুব ভালোবাসতেন। তাই প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় খুঁজতে বের হন।'

সুখের সংসার ছেড়ে কেন স্ত্রী হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে চান অখিল। তাঁর বিশ্বাস স্ত্রী ফিরে সেই উত্তর দেবেন।

বিফাই মাহালি ও বীণা সিংহ মাহালি। জলপাইগুড়ির ক্রান্তি ব্লকের ধনতলায়।

বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত জন্মান্ধ যুগলের 'অমর প্রেম'

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : 'শেষের কবিতায়' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, '... তোমারে যা দিয়েছিনু তার/ পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।/ হেথা মোর তিলে তিলে দান,/ করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান/হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম...' এমনই অব্যক্ত প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ যেন বিফাই আর বীণা। তাঁরা বিফাই মাহালি ও বীণা সিংহ মাহালি। দুজনেই জন্মান্ধ।

বিফাইয়ের জন্ম ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগেশচন্দ্র চা বাগানে। চার বছর বয়সে তাঁকে নিয়ে মা চলে এসেছিলেন ধনতলায়। কখনও ক্রান্তি হাটের অস্থায়ী কুটির, কখনও অন্যের বাড়িতে থাকতেন তাঁরা। বছর তিনেক আগে মাকে হারান বিফাই। মা বেঁচে থাকতে দুঃখ-কষ্টের আঁচড়টি টের পাননি। কিন্তু তিনি মারা যেতেই সরাসরি সেই আঁচ পান বিফাই। শুরু হয় জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার একক লড়াই।

শৈশব থেকেই তিনি পড়াশোনায় আগ্রহী ছিলেন। শুভাকাঙ্ক্ষীরা ভর্তি করে দিয়েছিলেন শালুগাড়ার দৃষ্টিহীন স্কুলে। কয়েক বছর সেখানে থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশও করেন। ওই স্কুলেই সহপাঠী সুরদাস শবরের সঙ্গে তৈরি হয় গভীর বন্ধুত্ব। ২০১৯-এ নিউডুয়ার্স চা বাগানে তাঁর ডাকে ঘুরতে গিয়েছিলেন বিফাই। ছিলেন তাঁরই বাড়িতে। সেখানেই পরিচয় হয় খড়িবাড়ির মাধ্যমিক উত্তীর্ণ দৃষ্টিহীন বীণার সঙ্গে। ধীরে ধীরে প্রণয়। ২০২১-এ বিয়ে। শুরু হয় তাঁদের পথ চলা। তাঁদের দাম্পত্যের বয়স পেরোল চার বছর। অভাব তাঁদের নিত্যসঙ্গী। তবুও হাসিমুখে ধনতলায় এই দম্পতির দিনাতিপাত যেন রবির ভাষায়, 'চিনিলাম আপনারে/ আঘাতে আঘাতে/ বেদনায় বেদনায়;/ সত্য যে কঠিন,/ কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,/ সে কখনো করে না বঞ্চনা।'

শীতের রোদ পিঠে যাচ্ছিলেন কাঠামবাড়ি। শুকনো মুড়ি আর জল দিয়ে 'ব্রেকফাস্ট' সেরে 'লাঞ্চ'-এর জন্য আরও কিছুটা মুড়ি, বিস্কুট বেঁধে নিয়েছেন। যদি পথে সহায়তা মেলে তবে রাতের ডাল-ভাত নিশ্চিত হবে। এই চার বছরে তাঁদের উপর কম ঝড়ঝাপটা যায়নি। মাথার ওপর ছাদ ছিল না। ধনতলা হাটের পাশে কমিনিউটি হলে ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির বদান্যতায় মিলেছিল অসম্পূর্ণ এক ছোট্ট ঘর। সেখানেই দিন গুজরান। সভাপতি পঞ্চানন রায় জানান, খুব শীঘ্রই ঘরটির কাজ শেষ হবে। বিফাইয়ের কথায়, 'আমি উচ্চমাধ্যমিক, বীণা মাধ্যমিক পাশ। একটা সম্মানজনক কাজ পেলে আমাদের চলে যেত।'

স্ত্রী হিসেবে বীণা সবসময় পাশে থাকেন। তাঁদের পরিচিত ঊষা রায় সিং বলেন, 'কখনও ওদের একা একা দেখিনি, সবসময় একসঙ্গে। হাজার প্রতিকূলতা, ঝড়ঝাপটার মাঝেও কেউ কাউকে ছেড়ে যায়নি। ওদের ভালোবাসা সত্যিই স্মরণীয়।' বীণার কথায়, 'স্বামী হিসেবে বিফাই আদর্শ। আমাদের মধ্যে কখনও মনোমালিন্যও হয়নি। বহুদিন মুড়ি খেয়ে থেকেছি, কিন্তু কেউ কাউকে ছাড়িনি। ভবিষ্যতেও এভাবেই থাকব। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে দুজন-দুজনকে এভাবেই আঁকড়ে ধরে থাকব।'

না, কারও বিরুদ্ধে ওঁদের কোনও অভাব বা অভিযোগ নেই। দৃষ্টি না থাকলেও ভালোবাসার মাসে এভাবেই হাতে হাত রেখে দুজন দুজনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চান। অনেকটা যেন অমিতের মতোই বলতে চান, 'তোমারে যা দিয়েছিনু তার/ পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।/ হেথা মোর তিলে তিলে দান,/ করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান/ হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।/ ওগো তুমি নিরুপম,/ হে ঐশ্বর্যবান,/ তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান;

গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।'

জেইই-তে চমক শিলিগুড়ির

দেবাদৃতা দাস

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : গতবছর সুযোগ পেয়েও মুম্বইতে পড়তে যাওয়া হয়নি। তবে তা নিয়ে মন খারাপ করে বসে থাকেননি শিলিগুড়ির দেবাদৃতা দাস। দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসেছেন। ফলও মিলেছে। জেইই (মেইন) প্রথম সেশনে উত্তরবঙ্গে সম্ভাব্য প্রথম হয়েছেন তিনি। ৯৯.৯৯ পার্সেন্টাইল পেয়ে রীতিমতো চমক লাগিয়ে দিয়েছেন শিলিগুড়ি নির্মলা কনভেন্টের প্রাক্তন ছাত্রী। এবার আইআইটি বম্বেতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়তে চান দেবাদৃতা।

দু'বছর আগেই কোটার একটি প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুতি শুরু করেছিল শিলিগুড়ির জ্যোতিনগর এলাকার এই মেধাবী পড়ুয়া। আইআইটি অ্যাডভান্সের মতো কঠিন পরীক্ষায় গতবছরই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তবে আইআইটি বম্বেতে ভর্তি হতে যাওয়ার দিন সকালে আচমকা হৃদরোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন দেবাদৃতার বাবা চিকিৎসক অরূপ দাস। তাই সেবার আইআইটি বম্বেতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয় তাঁর। তবে সুস্থ হয়ে মেয়ের স্বপ্নপূরণে দ্বিতীয়বার জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন অরূপ। তিনি বললেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি গান ও নাচেও গভীর আগ্রহ রয়েছে দেবাদৃতার।' এই পরীক্ষার সাফল্যের ক্ষেত্রে রুটিন মেনে মক টেস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেবাদৃতা বললেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি আমার অন্যান্য আগ্রহের বিষয়গুলিকেও গুরুত্ব দিয়েছে মা-বাবা।'

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সিরামটোলি, রাঁচীতে ০৪ লেনের ফ্লাইওভার/এলিভেটেড রোড কাম রোড ওভারব্রিজ নির্মাণের জন্য ফেজ-III 'A'-র ব্লক প্রোগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩.০২.২০২৫ থেকে ২২.০২.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে :

- সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/শুরু : ১৩৫০৩ বর্ধমান-হাটিয়া মেমু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০২.২০২৫ থেকে ২১.০২.২০২৫ পর্যন্ত) এবং ১৩৫০৪ হাটিয়া-বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০২.২০২৫ থেকে ২২.০২.২০২৫ পর্যন্ত) গোমো-তে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ এবং গোমো থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।
- পথ পরিবর্তন : ১৩৪২৫ মালদা টাউন-সুরাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০২.২০২৫) এবং ০৭০৫২ রক্সৌল-সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০২.২০২৫) ট্রেন মুরি-রাঁচী-হাটিয়া-রৌরকেল্লা-র পরিবর্তে পথ পরিবর্তন করে মুরি-চান্ডিল-সিনি-রৌরকেল্লা হয়ে চলবে।

অসুবিধার জন্য দুঃখিত। চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

যোগবানি ও টুন্ডলা জংশন-এর মধ্যে মহাকুম্ভ স্পেশাল ট্রেন

নিম্নলিখিত বিস্তৃত বিবরণ অনুযায়ী মহাকুম্ভ-২০২৫-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য ০৫৭২০ / ০৫৭১৯ যোগবানি - টুন্ডলা জং. - যোগবানি মহাকুম্ভ স্পেশাল ট্রেনগুলি (টিওডি) চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে :

ট্রেন নং- 05720 যোগবানি থেকে ১৫-০২-২০২৫ তারিখ (শনিবার) = ০১টি ট্রিপ
ট্রেন নং- 05719 টুন্ডলা জং. থেকে ১৭-০২-২০২৫ তারিখ (সোমবার) = ০১টি ট্রিপ

দিন	আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
১৫.০২.২০২৫ (শনি)	----	18.40	যোগবানি	02.20	----	১৯.০২.২০২৫ (বুধ)
	19.00	19.05	ফরবেসগঞ্জ	01.20	01.25	
	19.30	19.35	আররিয়া	00.50	00.55	
	19.45	19.50	আররিয়া কোর্ট	00.35	00.40	
	20.55	21.00	পূর্ণিয়া	23.30	23.35	১৮.০২.২০২৫ (মঙ্গল)
	21.50	22.00	কাটিহার	22.30	22.40	
	23.52	23.54	খাগাড়িয়া	19.30	19.32	
১৬.০২.২০২৫ (রবি)	08.50	09.00	পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়	10.40	10.50	
	12.45	12.50	প্রয়াগরাজ	06.25	06.30	
	19.00	----	টুন্ডলা জং.	----	21.40	১৭.০২.২০২৫ (সোম)

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজ : নওগাছিয়া, মানসি, বেগুসরাই, বারাউনী জং., হাজিপুর, পাটলিপুত্র, দানাপুর, আরা, বক্সার, মির্জাপুর, ফতেহপুর, গোবিন্দপুরি এবং ইটাওয়া।
গঠন : এসি-২টিয়ার (এক), এসি-৩টিয়ার (পাঁচ), শয়ন শ্রেণি (দশ), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (চার), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (এক) এবং এসএলআরডি (এক) = ২২টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি Sunil Kumar Roy, পিতা মৃত- Upendra Nath Roy, ঠিকানা- গ্রাম+পোস্ট- 112 উপনচৌকি কুচলিবাড়ি, থানা- কুচলিবাড়ি, জেলা- কোচবিহার, পিন-735304. আমার জমির খতিয়ান ভুলবসত আমার নাম Supinchandra Roy, পিতা Upen উল্লেখ করা হয়েছে। গত 10.02.2025 তারিখে মেখলিগঞ্জ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাফিডেভিট করে Sunil Kumar Roy পিতা Upendra Nath Roy নামে পরিচিত হলাম। (C/115016)

DINHATA-I PANCHAYAT SAMITY
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DINHATA-I : COOCH BEHAR

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor / Bidder for NIT No- Din-I P.S. / 10 / 24-25, Din-I P.S. / 11 / 24-25 & Din-I P.S. / 12 / 24-25, dated- 07.02.2025 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity out of 5th SFC & 15th CFC fund. Details are shown in W.W.W. Wbtender. gov.in. The last date for submission of tender upto 22.02.2025 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata : Cooch Behar

KV BSF Aradhpur
P.O.-Narayanpur, Malda
WALK-IN-INTERVIEW

Kendriya Vidyalaya BSF Aradhpur invites eligible candidates to appear for a walk-in-interview in the Vidyalaya premises on 21.02.2025 for TGTs (Sanskrit, Hindi, English, Social Studies, Art Education, Mathematics, Science, Computer Instructor) PRTs, Yoga Instructor, Special Educator at 08.30 AM to prepare a panel of teachers to fill up vacancies on purely contractual basis for the Session 2025-26 as per schedule and visit https://bsfaradhpur.kvs.ac.in/ for more details, eligibility and Bio-data form. Filled in Bio-data form with photo copies of all testimonials are to be submitted at the time of registration on the date of interview.

Principal

গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পথের মেরামতের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১২৩ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ১১-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ৫৩-এপি-I-২০২৪। কাজের নাম: এডিইএন/নিউ কোচবিহার-I অধিক্ষেত্রের অধীনে নর্দমা ব্যবস্থা বৃদ্ধির সঙ্গে জল জমা হওয়া পরিহার করার অর্থে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া পথের মেরামতের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ২,৩৫,১১,৫৯২.৭৮/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৬৭,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ০৫-০৩-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৫-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

Urgent require Guard, Supervisor & Back Office boy for Dolomite Factory at Fulbari, Slg. Con- 62962-66576 & 90640-05483. (C/114845)

•

শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য স্থানীয় পুরুষ কর্মচারী চাই। M :8250763626. (C/114844)

•

আয়ের সুযোগ- বাড়ি/অফিস থেকে পার্ট/ফুলটাইম কাজে দারুণ আয়। মহিলা/পুরুষ (Age 25-50)। 8240311982. (K)

•

কাপড়ের (শাড়ি) দোকানে কাজের জন্য অভিজ্ঞ যুবক/যুবতি প্রয়োজন। সিমা টেক্সটাইল, শিলিগুড়ি, হাকিমপাড়া। ৭০০৪১,৯৯৮৪৯। (C/114846)

হারানো/প্রাপ্তি

গত 12.2.2025 দিনহাটার কোর্ট চত্বরে আমার নং I-3935 তাং 29.9.2011 ও 30.9.2011 লিংক দলিল হারিয়েছে। কেউ কোনও খোঁজ দিলে উপকৃত হব। দিপীকা বর্মন,সাং সাদিয়ালের কুঠি, চৌধুরীহাট। M : 8759458300. (S/M)

কাটিহার ডিভিশনে গাড়ি ভাড়া

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. (বিড নং.) : জিইএম/২০২৫/বি/৫৯৩২৪৬৯, তারিখ : ১০-০২-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : কাটিহার ও নিউ জলপাইগুড়িতে- ০৩ বছরের (৩৬ মাস) জন্য সিনিয়র ডিইই/টিআরডি এবং ডিএস/কাটিহারের সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য কাটিহারে ড্রাইভার সহ এবং ডিইই/জি এন্ড টিআরডি/নিউ জলপাইগুড়ির তাদের আওতাধীন টিআরডি -এর সরকারী কাজ যেমন বৈদ্যুতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ/পরীক্ষার জন্য নিউ জলপাইগুড়িতে ড্রাইভার সহ যেমন মারুতি সুজুকি এরটিগা/মাহিন্দ্রা স্করপিও/মাহিন্দ্রা বোলেরো অথবা অনুরূপ ০২টি ডিজেল চালিত বাণিজ্যিক পরিদর্শন গাড়ি (নন-এসি) ভাড়া করা। টেন্ডার মূল্য : ৫৭,৪৯,৯৭৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ৭৫,০০০/- টাকা; বিডের শেষ তারিখ/সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৪-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে ০৪-০৩-২০২৫ তারিখ ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
CHHAAVA
*ing : Vicky Kausal, Rashmika Mandanna, Akshaye Khanna
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.

Now Showing at
BISWADEEP
CHHAAVA
*ing : Vicky Kausal, Rashmika Mandanna
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ALLEN THE CLEAR LEADER
IN JEE MAIN 2025 (SESSION 1)

ALLEN JEE Main (Session 1) 2025 results validated by
Official result validator
EY

5 Overall 100%ile Scorers **14** State Toppers

RAJASTHAN TOPPER	RAJASTHAN TOPPER	RAJASTHAN TOPPER	RAJASTHAN TOPPER	DELHI (NCT) TOPPER
Rajit Gupta	Arnav Singh	Om Prakash Behera	Saksham Jindal	Harsh Jha
7-Year Classroom Course	6-Year Classroom Course	3-Year Classroom Course	3-Year Classroom Course	Online Test Series

Chhattisgarh Topper	Jharkhand Topper	Bihar Topper	Odisha Topper	Himachal Pradesh Topper	Assam Topper	Puducherry Topper	Meghalaya Topper	Manipur Topper
99.996%ile	99.996%ile	99.994%ile	99.989%ile	99.985%ile	99.969%ile	99.867%ile	99.435%ile	98.699%ile
Shourya Agrawal	Abhimanyu Tibrewal	Panini	Nabaneet Priyadarshi	Dherya Sharma	Kanishka Chakraborty	E Kumaran	Nistha Gautam	Loyanganba L.
2-year Classroom Course	2-year Classroom Course	2-year Classroom Course	5-year Classroom Course	5-year Classroom Course	2-year Classroom Course	2-year Classroom Course	2-year Classroom Course	1-year Classroom Course

As per result compiled till 12 Feb, 2025 (11:00 PM)

ONLINE LIVE COURSE CHAMPIONS

99.998%ile Aritro Ray, 1-Year Live Course	99.990%ile Chirag Singh, 2-Year Live Course
99.979%ile Arka Banerjee, 1-Year Live Course	99.964%ile Ahmad Shayan, 2-Year Live Course
99.933%ile Aditya Mishra, 1-Year Live Course	99.898%ile Veeram N. Shah, 1-Year Live Course

ALLEN SILIGURI CHAMPIONS

Performance that is setting new records in 2025!

99.942%ile
Mayank Khoria
2-year Classroom Course
SILIGURI City Topper

99.905%ile Vatsal Varenya, 2-year Classroom Course	99.854%ile Sayurjya Mondal, 3-year Classroom Course	99.837%ile Pranshu Goyal, 2-year Classroom Course	99.754%ile Armaan Saha, 3-year Classroom Course	99.741%ile Aaronya Chakraborty, 2-year Classroom Course
99.404%ile Saptarshi Ghosh, 2-year Classroom Course	99.340%ile Aditya Pan, 2-year Classroom Course	99.336%ile Raj Sah, 2-year Classroom Course	99.331%ile Surjanshu Roy, 3-year Classroom Course	99.259%ile Pritish Nandy, 3-year Classroom Course
	99.216%ile Khwaish Goyal, 2-year Classroom Course	99.147%ile Jaydeep Paul, 2-year Classroom Course		

- 13 Students Scored 99 Percentile & Above
- 26 Students Scored 95 Percentile & Above
- 46 Students Scored 90 Percentile & Above

ADMISSIONS OPEN
NEET (UG) | JEE (Main+Adv.)
Olympiads | Class 7th to 12th & 12th Pass

SIGN-UP FOR ASAT
GET UP TO 90% SCHOLARSHIP*
TEST DATES: 16 FEB & 02 MAR, 2025

ALLEN
0744-3556677
allen.ac.in

*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.

ALLEN Siliguri Center
95137 84242 allen.ac.in/siliguri

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses.

ইতিহাসের ধুলো মেখে অবহেলায় পড়ে বাংলো

মহম্মদ হাসিম

পানিঘাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে ভূতের গপ্পো শোনার 'সৌভাগ্য' যাঁদের হয়েছে, তাঁরাই জানেন সেই অনুভূতিটা কেমন। আর সেই গল্পে যদি স্থানীয় কোনও 'ভূতের বাড়ি' কিংবা বাংলো স্থান পায়, তাহলে তো আর কথাই নেই। সাতপাঁচ না ভেবে সাইকেলে চেপে বন্ধুদের সঙ্গে রহস্য উদ্ঘাটনে বেরিয়ে পড়া। এই যেমন পানিঘাটায়। সেখানে যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁদের স্মৃতিতে আজও অমলিন পাহাড় চূড়ায় থাকা বড়াকোঠী বাংলো। ব্রিটিশ আমলের এই বাড়ি 'ভূত বাংলো' হিসেবে পরিচিত। পরিচিতি থেকেই সহজে অনুমান করা যায়, বর্তমানে এটা পরিত্যক্ত। আর এই পরিত্যক্ত বাংলোটিকে কেন্দ্র করেই এলাকায় এখন আক্ষেপের পাহাড় জমতে শুরু করেছে।

আক্ষেপ কেন? সঠিক পরিকল্পনার অভাবে বছরের পর বছর ধরে ব্রিটিশ আমলের বাংলোটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় স্থানীয়দের রোজগারের একটা উপায় হতে হতেও যেন হচ্ছে না। মিরিক ব্লকের পানিঘাটা চা বাগান হয়ে পাহাড়ি পাকদণ্ডি পথ ধরে এগোলে রাস্তার ধারে একটি ফলক চোখে পড়বে। সেখানে লেখা- 'বড়াকোঠী ১৫ কিমি।' অতদূর যাওয়ার পর আরও ১৫ কিমি যেতে হবে! ভেবেই অনেকে হতাশ হয়ে পড়বেন। কিন্তু সত্যিটা হল, বাংলোর মতোই সময়ের ধুলোয় হারিয়ে গিয়েছে ওই ফলকে ১ ও ৫-এর মাঝখানে থাকা বিন্দুটি। অর্থাৎ আর মাত্র দেড় কিমি।

এরপর পাকা রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ি কাঁচাপথ ধরে চড়াই উতরাই

পানিঘাটায় পাহাড় চূড়ায় ব্রিটিশ আমলের বড়াকোঠী বাংলো।

পেরোলেই খানিকটা সমতল ভূমি। সেখানেই কত না জানা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলোটি। একতলা বাড়ির সামনে ছোট একটা মাঠ। রয়েছে বারপোস্ট। অবসর সময়ে যে খেলাধুলো হত, তা আন্দাজ করা যায়। এরপর বাংলোয় ঢুকতেই শতাব্দীপ্রাচীন বাড়ির গন্ধ নাকে আসে। তার সঙ্গে হিমেল বাতাস মিশে রহস্যময় করে তোলে গোটা পরিবেশ।

একসময় এখানে ব্রিটিশরা বসবাস করতেন। চা বাগানের ম্যানেজারের থাকার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল বাংলোটি। মূলত এটি কাজে লাগানো হত নজরদারিতে। ব্রিটিশরা যে দীর্ঘদিন এখানে ছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মিলবে বাংলোয় ঢুকলেই। বড় হলঘর। একপাশে ইউরোপিয়ান ধাঁচের ফায়ারপ্লেস। তবে গোটা বাংলোর মতোই ফায়ারপ্লেসটিও বর্তমানে অবহেলায় পড়ে রয়েছে। সংরক্ষণ? সে তো অলীক স্বপ্ন!

মিরিকের বিডিও শ্রেয়সী মাইতি অবশ্য বলেছেন, 'এখনও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তবে ওখানে পর্যটনকেন্দ্র করার ভাবনাচিন্তা চলছে। আমরা চেষ্টা করছি। এ নিয়ে একটি প্রস্তাব পর্যটন দপ্তরে পাঠাব।' বিডিও কবে প্রস্তাব পাঠাবেন, সেই প্রস্তাব আদৌ গৃহীত হবে কি না এখনই বলা মুশকিল। তবে ইতিমধ্যেই এই বাংলোটিকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় একাধিক হোমস্টে তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাংলোর অবস্থা তো করুণ। তাই মুখ ফেরাচ্ছেন পর্যটকরা। এমনটাই মত স্থানীয়দের। যার ফলে এলাকার অর্থনীতিও চাঙ্গা হচ্ছে না। বাংলোয় যাওয়ার রাস্তার অবস্থাও বেহাল। ফলে সেখানে পৌঁছানোই বড় চ্যালেঞ্জ পর্যটকদের কাছে।

এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুঃখের ইতিহাস। ২০১৫ সালে পানিঘাটা চা বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় কয়েকজন শ্রমিক বাংলোয় আগুন ধরিয়ে দেন। ভেঙে ফেলেন ইটের তৈরি প্রাচীর। যদিও পুরো বাংলোটি পুড়ে যায়নি। তারপর থেকে বাংলোর 'ভূতুড়ে' তকমাটা আর ঘোচেনি।

পানিঘাটা থানার সৌরেণী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই এলাকায় প্রায় ৫০টি পরিবারের বসবাস। সেখানকার বাসিন্দা নারায়ণ প্রধান, দীপক তিরকি একসুরে জানালেন, ওই বাংলোর জন্যই এলাকাটা সকলের কাছে পরিচিত। অথচ বাংলোটির সংরক্ষণ নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। মাঝেমধ্যে দিনেরবেলায় দু'একজন 'এক্সপ্লোরার' ঘুরে গেলেও বাকি সময় ফাঁকা পড়ে থাকে বাংলোটি।

ঘরগুলোতে ঢুকলে দেওয়ালজুড়ে শুধু চোখে পড়ে যুগলদের খোদাই করে যাওয়া নাম। ভালোবাসার সপ্তাহে সেখানে এবার পর্যটক যায়নি। খোদাই হয়নি নতুন নাম। একাধিকবার 'নিঃসঙ্গ' বাংলোটিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেই পরিকল্পনা ধুলোজমা ফাইল আকারে কোনও সরকারি আলমারির এক কোণে পড়ে রয়েছে। বাংলোর মতোই।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আদানি গোষ্ঠী

জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নিয়োগ পর্বে অংশ নিতে আসছে আদানি শিল্পগোষ্ঠী। আগামী সপ্তাহে আদানি গোষ্ঠী জলপাইগুড়িতে আসবে। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্লেসমেন্ট অফিসার নিমাই মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বিভিন্ন কারিগরি বাণিজ্যিক সংস্থা জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এসে নিয়োগ করছে। অতীতে এই কলেজ থেকে ১০০ শতাংশ নিয়োগ হয়েছে। এবারে আরও ছয় মাস রিক্রুটমেন্টের সময় রয়েছে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক গোষ্ঠী কলেজে আসছে। আশা করা হচ্ছে, আরও ছাত্রছাত্রী কাজের সুযোগ পাবে।'

এই কলেজে রিক্রুটমেন্ট ও প্লেসমেন্টের পরিকাঠামো আলাদা বলে জানালেন অধ্যক্ষ ডঃ অমিতাভ রায়। তাঁর কথায়, 'এত সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর কর্মসংস্থান সরকারি অন্য কলেজে হয়নি। তাতে আমাদের কোনও আত্মতুষ্টি নেই। আরও বেশি করে ছাত্রছাত্রীর চাকরির সংস্থান করতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমাদের প্লেসমেন্ট কোঅর্ডিনেটররা প্লেসমেন্টের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। দেশের নামী সংস্থার প্রতিনিধিদের কলেজে নিয়ে আসছেন।' এ ব্যাপারে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটির সদস্য ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, 'উত্তরবঙ্গের কলেজে পড়াশোনা করেও যে ভালো ফল করা যায় তার প্রমাণ জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ইতিমধ্যে বেলের মতো নামী সংস্থা জলপাইগুড়িতে এসে নিয়োগ করে গিয়েছে, এটা কম বড় কথা নয়। আদানি শিল্পগোষ্ঠী আসছে। তারাও নিয়োগ করবে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাবে।'

যৌন নিগ্রহে গ্রেপ্তার তরুণ

জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল গ্রামবাসীদের হাতে আটক হওয়া তরুণকে। নাবালিকার মৌখিক অভিযোগ এবং অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তরুণের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা তরুণের বিরুদ্ধে জিরো এফআইআর করে শিলিগুড়ি জংশন জিআরপি থানায় অভিযুক্ত সহ মামলা হস্তান্তর করে। শিলিগুড়ির এসআরপি কুঁয়রভূষণ সিং বলেন, 'জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা থেকে একজন অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি জংশন জিআরপি থানায় পাঠানো হয়েছিল। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা দায়ের করে আদালতে পেশ করা হয়েছে। আমরা শুক্রবার অভিযুক্তকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন জানাব। অভিযুক্তকে হেপাজতে নেওয়ার পরেই তদন্ত শুরু হবে।' উদ্ধার হওয়া নাবালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে তাকে ভর্তি করা হয়েছে। নাবালিকার সম্মতি মিললেই তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

রেললাইনে মৃতদেহ

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বুধবার গভীর রাতে চটেরহাট স্টেশনের কাছে রেললাইনে এক তরুণের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ির জিআরপি সেখানে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠায়। মৃতের নাম জেনকো মুন্ডা (১৮), তিনি হরদিগছের বাসিন্দা ছিলেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর বৃহস্পতিবার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হল ফুলমেলা। বৃহস্পতিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

স্কুলে নয়া ভবনের রহস্য বাড়ছে

প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন শাসকদলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : চাঁদমণিতে স্কুল ভবন নিয়ে রহস্য ক্রমশ বাড়ছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ), ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে আধিকারিকরা এলাকায় এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন। কিন্তু কেউই এই স্কুল ভবন নিয়ে মন্তব্য করতে চাইছেন না। স্কুলটিকে বর্তমান জায়গা থেকে উচ্ছেদ করে অনেকটা ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য সবদিকে আটঘাট বেঁধেই ছক কষা হয়েছে বলে অভিযোগ।

দার্জিলিংয়ের জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাং বলেছেন, 'আমাদের আধিকারিকরা এলাকায় গিয়েছিলেন। শুনেছি একটি বেসরকারি টাউনশিপ সংস্থা ওই নতুন ভবনটি বানিয়েছে। তাতে সমস্যা কোথায়?' কিন্তু এসজেডিএ তাহলে ওই নির্মাণ ভাঙার নোটিশ করল কেন সেই প্রশ্ন উঠছে। এদিন এসজেডিএ'র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অর্চনা ওয়াংখেড়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের শুখু তিরকি বলেন, 'আমিও এই ঘটনায় অবাক। একটা স্কুলকে নিজের জায়গা থেকে তুলে অন্য একটি জায়গায় বসানোর জন্য কে বা কারা ভবন তৈরি করে দিয়েছে। বিষয়টি আমি বিভিন্ন স্তরে জানিয়েছি। এসজেডিএ ওই নতুন ভবনটি ভাঙার নোটিশও করেছে। কিন্তু এখনও সেটা কার্যকর হয়নি। এটা কোনওভাবেই আমরা মেনে নেব না।'

> আমিও এই ঘটনায় অবাক। একটা স্কুলকে নিজের জায়গা থেকে তুলে অন্য একটি জায়গায় বসানোর জন্য কে বা কারা ভবন তৈরি করে দিয়েছে। বিষয়টি আমি বিভিন্ন স্তরে জানিয়েছি। এসজেডিএ ওই নতুন ভবনটি ভাঙার নোটিশও করেছে। কিন্তু এখনও সেটা কার্যকর হয়নি। এটা কোনওভাবেই আমরা মেনে নেব না।
>
> **শুখু তিরকি, *সদস্য, পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত***

মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদমণিতে ১৯৫৭ সাল থেকে চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুল চলছে। ২০১১ সাল থেকে এই স্কুলে জুনিয়ার হিন্দি হাইস্কুল চালু হয়। এসজেডিএ'র তরফে স্কুলের সামনে দিয়ে কিছুদিন আগেই নতুন রাস্তাও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আচমকা রাস্তার পাশে থাকা বহু পুরোনো স্কুল থেকে অনেকটাই ভিতর দিকে আস্ত একটি দোতলা ভবন তৈরি হয়েছে। সেটিকে নীল-সাদা রং করে 'চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুল' লেখা হয়েছে। সেটা দেখেই টনক নড়েছে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। নিজের জায়গা থাকা সত্ত্বেও কে বা কারা সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেকটাই ভিতর দিকে ওই স্কুল ভবন তৈরি করল? সূত্রের খবর, বর্তমান স্কুল দুটিকে নতুন ভবনে পাঠিয়ে সামনের দিকের জায়গা পুরোটাই দখল করে সেখানে আবাসন প্রকল্প তৈরি হবে। গত ১৭ জানুয়ারি এসজেডিএ ওই নির্মাণ অবৈধ বলে দাবি করে সেটি ভাঙার জন্য সাতদিনের সময়সীমা দিয়ে নোটিশ দিয়েছিল। কিন্তু তার পরে সবাই চুপ। এসজেডিএও এখন কিছু বলতে নারাজ।

এলাকাটি আবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড ঘেঁষা। সেই ওয়ার্ড কাউন্সিলার তৃণমূলের অমরআনন্দ দাস বলেন, 'এলাকাটা আমার অধীনে না থাকায় আমি কিছু করতে পারিনি। তবে, বিষয়টি সবার গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।'

শতাধিক স্টল নিয়ে শুরু ফুলমেলা

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ফুলের পাশাপাশি নাচ-গান, পিঠেপুলির মধ্য দিয়ে শুরু হল ৪১তম উত্তরবঙ্গ ফুলমেলা। শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির উদ্যোগে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল ফুলমেলা। চলবে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মেলার উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন হর্টিকালচার সোসাইটির সভাপতি নান্টু পাল, সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সেন, সহ সভাপতি বাপি পাল সহ অন্যরা।

১০১টি স্টলে প্রায় ২৬০০ রকমের ফুল রয়েছে এবারের ফুলমেলায়। প্রায় ৪১টি নার্সারি রয়েছে। পাহাড়-সমতল-ডুয়ার্সের পাশাপাশি সিকিম থেকেও নার্সারি এসে স্টল দিয়েছে মেলায়। ক্যাকটাস, অর্কিড, রিং অফ ফায়ার, চন্দ্রমল্লিকা সহ নানা গাছ রয়েছে। ফুলের পাশাপাশি নানা ফল ও সবজিরও সমাহার সেখানে। এবারের মেলায় টিকিটের মূল্য ধার্য করা হয়েছে ২০ টাকা।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় এই ফুলমেলায় উদ্বোধনের দিনই পাহাড় ও সমতলের প্রচুর মানুষের আগমন ঘটে। চলে কেনাকাটাও। স্টলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে কেনাকাটাও সারলেন পাহাড় থেকে আসা অনীত রাই। কয়েকটি ফুলের গাছ কিনে বললেন, 'প্রতিবছরই আমি আসি ফুলমেলায়। ভিড় কম হবে বলে প্রথম দিনই মেলায় এসেছি। দেখেশুনে কিনতে পেরেছি।' গ্ল্যাডিওলাস, রিং অফ ফায়ার কিনেছেন। আরও কয়েকটি গাছ কিনবেন বলে জানালেন।

শুধুই দায় এড়ানোর চেষ্টা

রাস্তা বেহাল। নেই পথবাতি। তালিকা বানাতে বসলে দিন কাবার হয়ে যাবে। আমআদমির নিত্যদিনের সমস্যা মেটাতে জনপ্রতিনিধি কতটা তৎপর? তাঁরা কি নিজের কাজটা ঠিক করে করছেন? কী বলছেন পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান? শুনলেন **খোকন সাহা**।

জনতার চার্জশিট

পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত

মহম্মদ শাহিদ
প্রধান, পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : বহু রাস্তার অবস্থা বেহাল। সংস্কারের উদ্যোগ নেই কেন?

প্রধান : মূল পাঁচটি রাস্তা সংস্কার করতে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা আমাদের একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। দুটি রাস্তা এনবিডিডি তৈরি করবে। বাকি তিনটির জন্যে এসজেডিএ এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

জনতা : অনেক রাস্তায় পথবাতি নেই। ব্যবস্থা করা হচ্ছে না কেন?

প্রধান : সব জায়গায় এখনও আলোর ব্যবস্থা নেই এটা ঠিক। সৌরবিদ্যুৎচালিত পথবাতির ব্যবস্থা করা হবে।

জনতা : অবৈধভাবে ক্র্যাশার বসানোর অভিযোগ উঠছে। কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছেন না কেন?

প্রধান : অবৈধভাবে ক্র্যাশার বসানোর খবর আমার কাছে নেই। ২-৩টি ক্র্যাশার রয়েছে। তার বৈধ নথি আছে।

জনতা : নদী থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর তুলে সেগুলো পাচার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনি কী করছেন?

প্রধান : এই বিষয়টি বিএলঅ্যান্ডএলআরও এবং পুলিশের দেখার কথা। তারাই বলতে পারবে। তবে এলাকার বড় অংশের মানুষ এই কাজের ওপর নির্ভরশীল। নদীঘাট বন্ধ করে দিলে রুটিরুজিতে টান পড়ে।

জনতা : পুটিনবাড়ি চা বাগানে যাতায়াতের সেতু ভেঙে গিয়েছে। মেরামতের উদ্যোগ নেই কেন?

প্রধান : যেখানে ভেঙেছে সেখানে স্থায়ীভাবে সেতু টিকবে না। কারণ ওখানে বর্ষায় নদীর স্রোত খুব বেশি। এজন্য আমরা এনবিডিডিকে দিয়ে ফুলবাড়ি পত্তনের দিকে নতুন সেতু তৈরি করাব।

জনতা : বিপুল পরিমাণে কর আদায় হচ্ছে। সেই টাকায় এলাকায় সৌন্দর্যায়ন করছেন না কেন?

প্রধান : বছরে প্রায় দুই কোটি টাকা কর বাবদ আসে। কিন্তু এখানে কাজও বেশি করতে হয়।

জনতা : নদীর চর, সরকারি জমি দখল হয়ে যাচ্ছে। কী করছেন আপনি?

প্রধান : দু-তিনটি বাড়ি তৈরি হচ্ছিল বলে খবর পাই। সেই কাজ বন্ধ করে দিয়েছি।

জনতা : সব এলাকায় এখনও পানীয় জল পৌঁছাচ্ছে না কেন?

প্রধান : জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজের গতি অত্যন্ত ধীর। পাইপলাইন বসানোর জন্য রাস্তা খুঁড়ে নষ্ট করে দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৫০ শতাংশ কাজ হয়েছে। বাকি কাজ শেষ হলে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে যাবে।

জনতা : যত্রতত্র আবর্জনা ফেলায় এলাকায় দূষণ বাড়ছে।

একনজরে

ব্লক : মাটিগাড়া
মোট সংসদ : ২৮
জনসংখ্যা : ৪৪,৭৯১
(২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)
মোট আয়তন : ৭৪০৬ একর

কোনও পদক্ষেপ নেই কেন?

প্রধান : আবর্জনা অপসারণের ক্ষেত্রে মহকুমার ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে আমরা এক নম্বরে। আমরাই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু করেছি।

কিশোরের জীবন কাড়ল টাইলস

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : কিশোরের জীবন কেড়ে নিল টাইলসের বান্ডিল। স্কুল ছুটি থাকায় বৃহস্পতিবার ভাইকে নিয়ে বারোঘরিয়াতে নির্মীয়মাণ বাড়িতে গিয়েছিলেন দুধনাথকুমার মাঝি। মিস্ত্রি না আসায় বছর তেরোর ওই ভাইকে সেখানে রেখে মিস্ত্রির খোঁজে বেরিয়ে পড়েন দুধনাথ। মিস্ত্রিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে এমন দৃশ্য দেখতে হবে, সেটা স্বপ্নেও কল্পনা করেননি তিনি।

ঘরের একপাশে উঁচুতে রাখা টাইলসের বেশ কয়েকটা বান্ডিল নীচে পড়ে রয়েছে। তার মধ্যে জখম অবস্থায় পড়ে আছে ভাই রবীন্দ্র মাঝি। তড়িঘড়ি কিশোরকে নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও কোনও লাভ হয়নি। চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসক জানিয়েছেন, টাইলসের ভারী বান্ডিল রবীন্দ্রর ঘাড়ের ওপর পড়ায় তার মৃত্যু হয়। শুক্রবার কিশোরের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হবে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

হেলিকপ্টার সার্ভিস দাবি

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার পর আকাশপথে নজর দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের। নতুন সড়কের দাবি নিয়ে বুধবার তিনি দ্বারস্থ হন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রী রামমোহন নাইডুর সঙ্গে। বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ চলছে, সেই কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি রিপোর্ট করেন মন্ত্রীকে।

পাশাপাশি বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে যাতে পাহাড়ে হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু করা হয়, সেই সংক্রান্ত প্রস্তাব দেন বিস্ট। তাঁর দাবি, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাশাপাশি মিরিক এবং বিজনবাড়ির সঙ্গে বাগডোগরার মধ্যে হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু করা হোক। এক্ষেত্রে উড়ান প্রকল্পের প্রসঙ্গ টানেন তিনি। সাংসদের বক্তব্য, 'পাহাড়ি এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নজর দিতে কেন্দ্রীয় সরকার উড়ান প্রকল্পে জোর দিয়েছে। সেটা এবারের বাজেটে স্পষ্ট। হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হলে পাহাড়ি পর্যটনে জোয়ার আসবে।' ওই সমস্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন বলে দাবি বিস্টের।

যানজটে নাজেহাল মাটিগাড়া বাজার

রণজিৎ ঘোষ

রেলগেটে অবরুদ্ধ জনজীবন

মাটিগাড়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি : পুরমন্ত্রী থাকাকালীন অশোক ভট্টাচার্য ফুলেশ্বরীতে আন্ডারপাস তৈরি করিয়েছিলেন। জনশ্রুতি রয়েছে, রেলগেটে আটকে পড়ে নাকি ট্রেন ধরতে পারেননি তিনি। শহরের আর এক প্রান্তে মাটিগাড়া বাজারের রেলগেটে আটকে পড়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্ত্রী বা নেতার ট্রেন 'মিস' হয়েছে বলে জানা যায়নি। তাই কি এখানকার রেলগেটে দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকা জনতার সমস্যায় নজর নেই প্রশাসনের?

সংকীর্ণ রাস্তা, প্রতিদিনের যানজট যন্ত্রণায় নাজেহাল মাটিগাড়া বাজারে আসা সাধারণ মানুষ। যানজটে মার খাচ্ছে ব্যবসাও। বিশেষ করে সাপ্তাহিক হাটের দিনগুলোয় কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায় গোটা বাজার। এই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চাইছেন এখানকার ব্যবসায়ী, আমজনতা সকলেই।

রেলগেট বন্ধ থাকায় যানজট মাটিগাড়া বাজার এলাকায়।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাস মাটিগাড়া ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি পদেও রয়েছেন। তিনি বলেন, 'এখানকার মূল সমস্যা রেলগেট। হাসপাতাল মোড়ের রেলগেটটি বন্ধ থাকলে গোটা বাজারে যানবাহনের লাইন পড়ে যায়।' তারপর রেলকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'আমরা এই রেল ক্রসিংয়ে আন্ডারপাস কিংবা ফ্লাইওভার নির্মাণ করার জন্যে রেলমন্ত্রককে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু কোনও সাড়া পাইনি।' তাই 'আমরা পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে বাজারের রাস্তা চওড়া করার কথা চিন্তাভাবনা করছি' বলে কিছুটা আশার কথা শুনিয়েছেন প্রিয়াংকা।

শুধু কি রেলগেট? রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা দেখে বিন্দুমাত্র বোঝার উপায় নেই যে এখানে একের পর এক উপনগরী গড়ে উঠছে। বাজারের অবস্থাটাই ভাবুন। পাতি কলোনি থেকে রেললাইন পেরিয়ে মাটিগাড়া বাজার, থানা, বালিকা বিদ্যালয় হয়ে একটি রাস্তা সোজা ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে গিয়ে মিশেছে। এই রাস্তা ধরলেই যানজটে পড়া যেন অবধারিত ব্যাপার হয়ে গিয়েছে।

কিছুটা এগোতেই ফের হাসপাতাল মোড়ের যানজট। এখান থেকে একটি রাস্তা আবার রেল ক্রসিং, হাসপাতাল, শুঁটকি গুদাম, পতিরামজোত হয়ে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছে। সেই রাস্তাতেও প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। ফলে হাসপাতাল মোড়ের রেলগেট বন্ধ থাকলে দীর্ঘ যানজটে গোটা এলাকা অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

এখানকার ব্যবসায়ী শিবু দাস বলছিলেন, 'নিত্য যানজটের জেরে ব্যবসা মার খাচ্ছে। রেলগেট বন্ধ হলেই আমাদের এদিকে যানবাহনের লম্বা লাইন পড়ে যায়। মঙ্গলবার এবং শুক্রবার হাট বসে। এই দু'দিন পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। যানজটমুক্ত করে বাজারটাকে একটু সাজানো হলে আমাদের সকলের উপকার হবে।' তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন আরেক ব্যবসায়ী মিনতি সরকার।

ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সমস্যায় পড়েন বাসিন্দারাও। তাঁদেরই মধ্যে সুকমল পালের বক্তব্য, 'এই বাজারটা ১৫-২০ বছর আগেও যা দেখেছি, এখনও তেমনটাই দেখছি। সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা নেই। নেই পর্যাপ্ত আলো। যত্রতত্র আবর্জনা। এদিকে প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।'

যানজট নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ভূমিকা কী? মাটিগাড়া থানার তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিদিন হাসপাতাল মোড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্যা মিটছে না? তার কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

শবেবরাতে কারবালায় সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : শবেবরাত উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী কারবালা ময়দানে বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেই সম্মেলনে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মাটিগাড়া ছাড়াও বিভিন্ন জায়গা থেকে ইসলামিক চিন্তাবিদ ও হাজারো ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশ নিয়েছেন।

সম্মেলনে শবেবরাতের তাৎপর্য, ক্ষমা, আত্মশুদ্ধি ও দোয়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। বক্তাদের মতে, শবেবরাত শুধু ইবাদতের রাতই নয়, এটি আত্মবিশ্লেষণের সময়। আল্লার কাছে ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যতে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপনের অঙ্গীকার করার অন্যতম সুযোগ। অনুষ্ঠানে নমাজ, কোরান তেলাওয়াত, মিলাদ ও বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। রাতভর ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা আল্লার রহমত ও মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করেন। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষদের ঢল নামে কারবালা ময়দানে।

কারবালা ইন্তেজামিয়া কমিটির সভাপতি এমডি অ্যাস্থনি বলেন, 'প্রতি বছরই শবেবরাত উপলক্ষ্যে এমন ধর্মীয় আলোচনা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। সমাজে সচেতনতা ও নৈতিকতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া যায়।'

মিছিল

নকশালবাড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : চা পর্যটনে বাগানের ৩০ শতাংশ ব্যবহার করা যাবে। রাজ্যের এমন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করল সিপিএম। দলের চিয়া কামান মজদুর সংগঠনের তরফে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। নকশালবাড়ির পানিঘাটা মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিল হয়েছে।

শিলিগুড়িতে কোর্ট বিল্ডিং নির্মাণের জট কাটার আশা

মেয়র-আইনজীবীদের বৈঠক

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে কি কাটতে চলেছে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নতুন বিল্ডিং তৈরির জট। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকে এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যদিও বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে কোনও পক্ষই সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি।

মেয়র বলেন, 'বারের সদস্যরা আমার কাছে সময় চেয়েছিলেন। বিভিন্ন মহলে কোর্ট বিল্ডিংয়ের বিষয়ে আলোচনা চলছে। মহকুমা আদালতে সমস্যা রয়েছে, সেটা জানি। তবে কোর্ট বিল্ডিং নিয়ে এমন কোনও মন্তব্য করব না যাতে প্রক্রিয়ায় জটিলতা তৈরি হয়।'

শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের জমিতে আদৌ কি নতুন ভবন তৈরি হবে, তা নিয়ে চর্চার শেষ নেই। এদিন মেয়রের সঙ্গে বৈঠকে বারের সদস্য হিসাবে ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পীযূষকান্তি ঘোষ, সম্পাদক অলোক ধাড়া সহ আরও দুজন। বৈঠকের পর বারের সদস্যরা ভবনের বিষয়ে মেয়রকে একটি চিঠি দিয়েছেন বলে শোনা গিয়েছে। এরপরই অনেকে মনে করছেন কোর্ট বিল্ডিং নিয়ে জটিলতা কাটতে চলেছে। সরাসরি কিছু না বললেও বারের তরফেও এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

বার অ্যাসোসিয়শনের সভাপতির কথায়, 'মেয়রকে ভবনের বিষয়টি জানিয়েছি। আশা করছি সবকিছু ঠিক হবে। ভবন তৈরির প্রক্রিয়া এগোলে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ি আদালতের ১.৮ একর জায়গা রয়েছে। ২০১২ সালে শিলিগুড়ি আদালতের মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরির জন্য তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়নারায়ণ প্যাটেল, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী গৌতম দেব শিলান্যাস করেছিলেন। কিন্তু ১৩ বছর ধরে প্রস্তাবিত বিল্ডিংয়ের একটি ইট এখনও গাঁথা হয়নি। ২০১২ সালে ভবনের শিলান্যাসের পরপরই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ঘোষণা হয়। পাশাপাশি নতুন কয়েকটি কোর্ট যুক্ত হয়। এমন পরিস্থিতিতে প্রস্তাবিত ভবনটি আয়তনে ছোট হবে বলে মনে করা হয়। সে কারণে রাজ্য সরকার শিলিগুড়ি আদালত অন্যত্র সরানোর পরিকল্পনা করে। যা নিয়ে বিস্তর টানাপোড়েন হয়। তবে এদিন মেয়রের সঙ্গে বারের সদস্যদের বৈঠক অনেকটাই ফলপ্রসূ হতে চলেছে বলে মনে করছে আইনজীবী মহল।

শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। -ফাইল চিত্র

শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত মূল শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া নিয়ে কম টানাপোড়েন হয়নি। এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সেসময় আইনজীবীদের একটা বড় অংশ এর বিরোধিতা করেছিল। তবে পুরোনো কোর্ট চত্বরেই যে কোর্ট বিল্ডিং হবে সে বিষয়ে গত বছর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তথা উত্তরবঙ্গের জোনাল জজ হিরণ্ময় ভট্টাচার্য শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনকে আশ্বস্ত করেছিলেন বলে খবর। জানা গিয়েছে, অন্যত্র জমি না পাওয়ায় রাজ্য সরকারও বর্তমান জায়গাতে নতুন ভবন তৈরি করতে চাইছে। এমনকি প্রস্তাবটি মুখ্যমন্ত্রীর টেবিলে পৌঁছেও দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

জট খুলবে?

- ২০১২ সালে শিলিগুড়ি আদালতের মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরির শিলান্যাস হয়
- তবে ১৩ বছর ধরে প্রস্তাবিত বিল্ডিংয়ের একটি ইট এখনও গাঁথা হয়নি
- বৃহস্পতিবার এনিয়ে মেয়রের সঙ্গে বৈঠক করেন বারের চার সদস্য
- এনিয়ে মেয়রকে তাঁরা একটি চিঠি দেন বলে খবর

পরিচয়পত্র দেওয়ার নামে তোলাবাজি

তৃণমূলের পর একই পথে সিটু

রণজিৎ ঘোষ

পানিট্যাঙ্কি (খড়িবাড়ি), ১৩ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ি ব্লকের পানিট্যাঙ্কির টোটো সিন্ডিকেট টোটোচালকদের কাছ থেকে নতুন করে টাকা তোলার পরিকল্পনা শুরু করেছে বলে খবর। টোটোগুলিকে রাস্তায় চলার অনুমতি দেওয়ার নাম করে কয়েক বছর আগে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির তরফে প্রত্যেকটি টোটোকে নম্বর দেওয়া হয়েছিল। সেসময় টোটোগুলি থেকে ২০০০-৩০০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। তারপর থেকে মাসোহারা তো রয়েইছে। এবার টোটোচালকদের সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার নামে সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটুর নাম লেখা লাল রংয়ের পিভিসি কার্ড তৈরি করা হয়েছে। যার জন্য টোটোচালকদের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই ৪০০ টাকা করে চাওয়া হয়েছে। আর এই পুরো ঘটনার পিছনে পানিট্যাঙ্কি জমি সিন্ডিকেট যুক্ত বলে সূত্রের খবর। অনেকে তাই বলছেন, তোলা আদায়ে সিপিএম-তৃণমূল যেন ভাই-ভাই।

বিষয়টি নিয়ে সিটুর দার্জিলিং জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, 'এ ধরনের কোনও কাজকে আমরা সমর্থন করি না। তৃণমূল আসলে তোলামূল। ওরা এসব করতে পারে। কিন্তু আমাদের কেউ যদি এই চক্রে জড়িত থাকে তাহলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আইএনটিটিইউসির দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্জল দে-র কথায়, 'এই ধরনের তোলাবাজি হয়ে থাকলে তার দায় আমরা নেব না। প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। এসব কাজ তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন করে না।' দার্জিলিং জেলা পুলিশের এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

টোটোতে লাগানো স্টিকার। (ডানদিকে) যে পরিচয়পত্র নিয়ে বিতর্ক।

এই টোটো সিন্ডিকেট নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে বহুবার খবর প্রকাশিত হয়েছে। তার পরেও সিন্ডিকেটের দাপট কমেনি। টোটোচালকদের অনেকেই বলেছেন, সময়মতো মাসোহারা পৌঁছে না দিলে টোটো আটকে দেওয়া হয়।

এদিকে পরিচয়পত্র দেওয়া নিয়ে নতুন করে বিতর্ক হতে পারে আঁচ করেই আইএনটিটিইউসির বদলে সিটুর নামে ওই পরিচয়পত্র তৈরি করা হয়েছে বলে খবর। আর এখান থেকেই পানিট্যাঙ্কির জমি সিন্ডিকেটের নাম উঠে আসছে। এই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা জমি দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে।

লাটাগুড়ির রিসর্টে হেনস্তা পর্যটকদের

লাটাগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণবঙ্গ থেকে লাটাগুড়িতে বেড়াতে এসে রিসর্টে চরম হেনস্তার শিকার হলেন একদল প্রবীণ পর্যটক। পরিষেবা না পেয়ে ওই পর্যটকরা রিসর্ট ছাড়তে চাইলে তাঁদের তালাবন্ধ করে আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ও টুরিস্টবন্ধু পুলিশ পর্যটকদের উদ্ধার করে অন্য রিসর্টে স্থানান্তরিত করে। যদিও পর্যটকদের আটকে রাখার অভিযোগ অস্বীকার করেছে রিসর্ট কর্তৃপক্ষ। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেন।

বুধবার উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার ১০ জন প্রবীণ পর্যটক লাটাগুড়িতে বেড়াতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে কানাডার এক বাঙালি দম্পতিও ছিলেন। পর্যটক দলের সদস্য ডঃ দীপঙ্কর আঢ্য জানান, অনলাইনে একটি সংস্থার মাধ্যমে তাঁরা লাটাগুড়ি নেওড়া নদী সংলগ্ন একটি রিসর্টে বুধবার থেকে তিনদিনের জন্য ঘর বুক করেন। তাঁরা যে ১০ জন এসেছেন সকলেরই বয়স ৭০ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে। লাটাগুড়ির রিসর্টে আসার পর থেকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হন তাঁরা। রিসর্টের ঘর ও সংলগ্ন শৌচালয়ে একাধিক সমস্যা থাকায় তাঁরা বারবার কর্তৃপক্ষকে জানালেও রাত পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি।

এই দলের সঙ্গে এসেছেন কানাডার বাসিন্দা রাজা ঘোষ ও জয়া ঘোষ। রিসর্টে নানা অসুবিধার জন্য তাঁরা বৃহস্পতিবার সকালে রিসর্ট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। এদিন সকালে সে কথা কর্তৃপক্ষকে জানালে, তারা কিছুতেই রিসর্ট ছাড়তে দিতে চাইছিল না।

এরপর পর্যটক দলের সদস্যরা যোগাযোগ করেন ক্রান্তির বিডিওর সঙ্গে। বিষয়টি থানাকেও জানানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ির আধিকারিক বুদ্ধদেব ঘোষ ও টুরিস্টবন্ধু পুলিশের দায়িত্বে থাকা পুলিশের এএসআই সুরজিৎ মল্লিক ওই রিসর্টে যান। রিসর্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পর্যটকের দলটিকে সেখান থেকে বের করে তাঁদের পছন্দমতো মেটেলির একটি রিসর্টে, নিয়ে যাওয়া হয়।

রিসর্ট কর্তৃপক্ষের তরফে প্রসেনজিৎ দেবনাথ বলেন, 'ওই দলটি অনলাইন সংস্থার মাধ্যমে রিসর্ট বুক করেছিল। তাদের তিনদিনের বুকিং ছিল। তারা যখন রিসর্ট ছেড়ে যেতে চাইছিল তখন তাদের বলা হয়েছিল বুকিং ক্যানসেল অনলাইনেই করতে হবে। না হলে ওই সংস্থাকে আমাদের তিনদিনের বুকিংয়ের কমিশন দিতে হত। অনলাইনে বুকিং ক্যানসেল না হওয়ার জন্যই সমস্যা হচ্ছিল। পর্যটকদের আটকে রাখা হয়নি।'

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'ভুল বুঝাবুঝি নিয়ে একটি সমস্যা হয়েছে বলে শুনেছি। পরে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটে যায়। তবে এ ধরনের ঘটনা না হওয়াই ভালো।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রাজকীয়।। *জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির পৌলমী রাহা।*

জাল দলিলে মালিকানা বদল

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ভুয়ো দলিল তৈরি করে জমি বিক্রির অভিযোগে বুধবার রাতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ মোবারক হুসেন। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন মঞ্জুর করেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত বছর অক্টোবর মাসের ২২ তারিখ জাকির হুসেন নামে পাথরঘাটা এলাকার এক বাসিন্দা অভিযোগ দায়ের করেন। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, ভুয়ো দলিল তৈরি করে তাঁর একটি জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় দশজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মহম্মদ মোবারক হুসেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ভুয়ো দলিল তৈরি করে জমিটি মহম্মদ মোবারক হুসেন ও মহম্মদ রাজাক আলি নমিজের নামে রেকর্ড করে নেওয়া হয়েছিল।

মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বিহার থেকে অসমে পাচারের আগে ২৪টি মোষ উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। লরিচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত ওসমান আনসারি বীরভূমের ইলামবাজারের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার বিধাননগরের একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে কনটেনারটি আটক করে পুলিশ। এরপর তল্লাশি চালাতেই ২৪টি মোষ উদ্ধার হয়। লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথি না থাকায় লরিচালককে আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে মোষগুলি বিহার থেকে অসমে পাচারের কথা স্বীকার করে নেয় চালক। মোষগুলিকে খোঁয়াড়ে পাঠানোর পাশাপাশি, কনটেনারটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এদিনই ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

দেবতার ঘরেও চুরি!

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি ১৩ ফেব্রুয়ারি : এতদিন গোয়াল থেকে গোরু নিয়ে পালাচ্ছিল চোর। চুরি ঠেকাতে যখন পালা করে রাত জাগছেন ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা। ঠিক সেসময়ই এনজেপি থানা এলাকার তিনটি মন্দিরে চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। অনেকে তো বলছেন, 'দেবতারাও তাহলে ছাড় পেলেন না।'

এমন পরিস্থিতিতে শুধু পুলিশি টহলদারি নয়। সিসি ক্যামেরা বসানোর দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, 'অভিযোগ এলেই তদন্ত করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, সম্প্রতি মাইকেল মধুসূদন কলোনির একটি মন্দির থেকে চুরির ঘটনা ঘটে। তিনদিন আগে অম্বিকানগরের একটি শনি মন্দির থেকে বেশ কিছু পুজোর সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। সেই ঘটনার একদিন পর নৌকাঘাটের একটি মন্দির থেকেও বেশ কিছু সামগ্রী চুরি হয়েছে।

পাঁচদিন আগে পূর্ব ধনতলার জয়ন্ত মণ্ডলের বাড়ি থেকে গোরু চুরি করে পালাচ্ছিল চোরের দল। ঘটনাটি সামনে আসতেই কয়েকজন চোরের পিছু ধাওয়া করলে গোরু ফেলে রেখে কাঞ্চনবাড়ির দিকে পালিয়ে যায় চোরের দল। গোরুটি ফিরে পেলেও আতঙ্ক কাটছে না জয়ন্তর। বললেন, 'রাতে জেগে থাকছি, যাতে গোরুটি আবার চুরি না যায়।' এমনকি এলাকায় সিসি ক্যামেরা বসানোর দাবি জানিয়েছেন তিনি।

একটা চুরি আটকানো গেলেও দু'সপ্তাহ আগে মার্ডার মোড় এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপি মণ্ডল সভাপতি বিধান মণ্ডলের বাড়ি থেকে দুটি গোরু চুরি হয়ে যায়। বিধানের বক্তব্য, 'নিয়মিত পুলিশের টহলদারি না হলে এই চুরি আটকানো খুব মুশকিল।' দিনদশেক আগে জ্যোৎস্না সরকার নামে আরও একজনের বাড়ি থেকেও গোরু চুরি হয়।

একইভাবে কাঞ্চনবাড়ি, আমাইদিঘি, বাড়িভাসা, সাউথ কলোনির মতো এলাকাগুলিতে গত এক মাসের মধ্যে বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এনজেপি থানার এক আধিকারিক জানান, পুলিশের তরফে নিয়মিত টহলদারি চালানো হচ্ছে। অভিযোগ এলে তার ভিত্তিতে তদন্তও হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জিটিএ'র প্রতিনিধিদল

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকারের কাছে পাহাড়ের বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি নিয়ে শনিবার কলকাতায় যাচ্ছেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। তিনদিন কলকাতায় থেকে তিনি মুখ্যসচিব সহ রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিবের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। সেখানে জিটিএ'র উন্নয়নে বার্ষিক আর্থিক বরাদ্দ ২০০ কোটি থেকে বাড়িয়ে অন্তত ৩০০ কোটি টাকা করা, দ্রুত বকেয়া মেটানো, বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগে ছাড়পত্র, এখনও যে সমস্ত দপ্তর হস্তান্তর নিয়ে জটিলতা রয়েছে সেগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি জানানো হবে।

অনীতের সঙ্গে বেশ কয়েকটি দপ্তরের এগজিকিউটিভ এবং আধিকারিক কলকাতায় যাচ্ছেন। সমস্ত বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা করার চেষ্টা করবেন অনীতরা। ২০২২ সালে অনীত থাপার নেতৃত্বে জিটিএ'র নয়া বোর্ড কাজ শুরু করে। সে সময় হিসাব কষতে গিয়ে জিটিএ দেখেছে সব মিলিয়ে রাজ্যের কাছে ৫০০ কোটি টাকার বেশি বকেয়া রয়েছে। গত নভেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড় সফরে এসে জিটিএ'র প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকেই অনীতরা বকেয়া মেটানোর দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বিভিন্ন নথিপত্র তুলে দিয়েছিলেন। তারপরই কলকাতায় গিয়ে সমস্ত সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পাহাড় সফর থেকে ফিরে গিয়ে ৩১ জানুয়ারি নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু ২৯ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জিটিএ'র সদর দপ্তরে ফোন করে বৈঠক স্থগিত রাখার কথা জানানো হয়।

প্রস্তাব কী কী

- আর্থিক বরাদ্দ বাড়িয়ে ৩০০ কোটি করার প্রস্তাব
- দ্রুত বকেয়া মেটানোর দাবি
- বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগে ছাড়পত্র
- দপ্তর হস্তান্তরে জটিলতার দ্রুত নিষ্পত্তি

অনীত বললেন, '১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় যাচ্ছি। জিটিএ'র বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বৈঠক রয়েছে।' জানা গিয়েছে, ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রথম বৈঠক। জিটিএ সূত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও ১৮ ফেব্রুয়ারি অনীতের বৈঠক হতে পারে। সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সময়ও চাওয়া হয়েছে।

জিটিএ'র এক শীর্ষকর্তার দাবি, '২০১১ সালের চুক্তি অনুযায়ী লালকুঠিতে বছরে ২০০ কোটি টাকার প্যাকেজ দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে এই টাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। পাশাপাশি ২০১৪-'১৫ সাল থেকে কেন্দ্র-রাজ্য মিলিয়ে বিভিন্ন খাতে বকেয়ার পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকার বেশি। এই টাকা মিটিয়ে দেওয়া হলে পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়নের কাজে গতি আসবে।'

বিমলের আত্মসমর্পণ

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : পুলিশ অফিসার অমিতাভ মালিক হত্যা মামলায় দার্জিলিং জেলা আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নির্দেশে বৃহস্পতিবার জেলা আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নেন বিমল। এব্যাপারে পাহাড়ের ওই নেতার আইনজীবী যোগেশ দিয়ালি বলেছেন, '৩০ জানুয়ারি সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চ জামিন দেওয়ার সময় একটি অর্ডার দেন। তাতে বলা হয়েছিল, বিমল যাতে চার সপ্তাহের মধ্যে দার্জিলিং আদালতে আত্মসমর্পণ করে 'রেগুলার' জামিন নেন। সেইমতো তিনি এদিন আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন।'

ওয়াটার এটিএম

চোপড়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি : পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্বিভাগে বসানো হল 'ওয়াটার এটিএম'। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী এবং পরিজনের পানীয় জলের সমস্যা ছিল। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কয়েক বছর আগে বিএমওএইচ অফিসে একটি ওয়াটার এটিএম বসানো হয়। কিন্তু উদ্বোধনের কয়েক মাসের মধ্যে সেটি বিকল হয়ে পড়ে। এবার অন্তর্বিভাগে সেই ওয়াটার এটিএমটাই মেরামত করে কাজে লাগানো হল।

জখম

চোপড়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি : মিশন মোড় এলাকায় জাতীয় সড়কে বৃহস্পতিবার বিকেলে মাটিগাড়া থেকে কালিয়াগঞ্জগামী একটি চার চাকার গাড়ির ধাক্কায় এক বাইকচালক গুরুতরভাবে জখম হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জখম ব্যক্তিকে উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। গাড়ি দুটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

জলপাইগুড়ি থেকে নয়া ট্রেনের আশ্বাস

জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে খুব শীঘ্রই কলকাতাগামী নতুন ট্রেন চালু হবে। এমনটাই দাবি করেছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে তিনি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে সাংসদ জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে নতুন কলকাতাগামী ট্রেন চালু করার জন্য লিখিতভাবে দাবি জানান। জয়ন্ত জানিয়েছেন, রেলমন্ত্রী তাঁকে নতুন ট্রেন দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের কিছু পরিকাঠামোগত উন্নতি করে খুব শীঘ্রই নতুন ট্রেন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে চালানো হবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান, সাংসদ সবেমাত্র রেলমন্ত্রীকে প্রস্তাব দিয়েছেন। রেলের পলিসি ম্যাটার সংক্রান্ত বিষয়ে উপর মহলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর আমরা এই বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু জানাতে পারব। প্রাথমিকভাবে জয়ন্ত জানিয়েছেন, এসি স্লিপার কোচযুক্ত ট্রেনটি দার্জিলিং মেলের মতোই প্রতিদিন চলাচল করবে। দার্জিলিং মেলের মতোই এতে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরার পাশাপাশি স্লিপার কোচ থাকবে। রাতে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে ছেড়ে নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা হয়ে পরদিন সকালে কলকাতার শিয়ালদায় পৌঁছাবে। ট্রেনের সময়সারণি অবশ্য চূড়ান্ত হয়নি।

জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে পদাতিক এক্সপ্রেসের স্থায়ী স্টপ করার পিছনে জয়ন্তর তদবিরের কথা জলপাইগুড়ির সকলেই স্বীকার করেন। তবে, তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য এনজেপি থেকে দার্জিলিং মেলকে হলদিবাড়িতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী বলেন, 'এবার জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে নতুন ট্রেন হলে জেলার রেল পরিষেবার আরও উন্নতি হবে।'

রেল ভবনে রেলমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিচ্ছেন সাংসদ জয়ন্ত রায়।

বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে ফোনে সাংসদ বলেন, 'বেশ কয়েকটি রেল পরিষেবা নিয়ে রেলমন্ত্রীর কাছে লিখিত দাবি জানিয়েছি।' সাংসদ মনে করেন, জলপাইগুড়িতে গোশালা মোড়ের কাছে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোর খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। সামনে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন হওয়ায় সাধারণ মানুষ ছাড়াও আইনজীবী ও মক্কেলদের জন্য নতুন ট্রেন চালু হওয়া খুবই প্রয়োজন।

কী প্রতিশ্রুতি

- স্টেশনের পরিকাঠামোগত উন্নতি করে শীঘ্রই নতুন ট্রেন
- এসি স্লিপার কোচযুক্ত ট্রেন প্রতিদিন চলবে দার্জিলিং মেলের মতোই
- রাতে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে ছেড়ে পরদিন সকালে শিয়ালদায় পৌঁছাবে

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের জামালপুর রেলওয়ে স্টেশনে (জেএমপি) পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করে www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং পার্কিং-০২-২০২৫। নিলাম শুরুর তারিখ : ২৭.০২.২০২৫ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্র. নং ১, লট নং : পার্কিং-এমএলডিটি-জেএমপি-এফডব্লু-৪৪-২৫-১, স্টেশন : জামালপুর (জেএমপি)। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-218/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৬৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ১ ফাল্গুন ১৪৩১

অপ্রেম, হিংসার জগৎ

প্রেমের সপ্তাহে যেন হিংসার উদযাপন। ক'দিন ধরে ট্রেনে ট্রেনে হামলার ভিডিও ভাইরাল। মহাকুম্ভগামী জনস্রোত আছড়ে পড়ছে স্টেশনে স্টেশনে। ভিড় ট্রেনে উঠতে না পেরে তাণ্ডব যেন ফ্যাশন হয়ে গিয়েছে। যত দোষ যেন ট্রেনে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের। কোথাও বাতানুকূল কামরার জানলা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও দরজা দিয়ে বাঁশ, লাঠি ঢুকিয়ে যাত্রীদের নির্যাতনের ছবি সমাজমাধ্যমে ভরে আছে।

অশান্তির মূলে কিন্তু তীর্থযাত্রীরাই! কুম্ভে যাচ্ছেন গঙ্গায় ডুব দিয়ে পাপস্খালন করতে। কোটি কোটি মানুষ একই উদ্দেশ্যে প্রয়াগরাজমুখী। এমন যাত্রায় পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা রাখার শিক্ষা দেয় ধর্ম। একই গুরুর শিষ্যদের যেমন প্রীতির সম্পর্ক থাকার কথা, একই ধর্মাবলম্বীদের তেমনই সহাবস্থান কাম্য। বদলে শুধু নিজের স্বার্থে অন্ধ হয়ে একই ধর্মের মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করা শুধু নয়, মারধর, হয়রানির চরম করা হচ্ছে।

চৈতন্যদেবের দেশে শিক্ষা কিন্তু 'মেরেছে কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না!' গুলিবিদ্ধ হয়ে যে দেশে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি তাঁর আততায়ীকে ক্ষমা করার বার্তা দিয়েছিলেন। প্রতিহিংসা নয়, 'হে রাম' ধ্বনিতে শান্তির শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন অন্তিম মুহূর্তেও। সেখানে ভিন্ন দুই ধর্মের বৈরিতা যেমন ঘোর বাস্তব, তেমন একই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও পারস্পরিক হিংসার ছোঁয়া মানবজীবনকে অস্থির করে তুলছে।

প্রতিবেশী বাংলাদেশে ভিনধর্মের সঙ্গে যেমন, তেমনই এক ধর্মে স্বার্থান্বেষীদের ধ্বংসলীলা দেখা যাচ্ছে। প্রেমের সপ্তাহ শুরুর আগের দিন যাঁরা ঢাকার ধানমন্ডিতে মুজিবুর রহমানের বাড়ি ভেঙে দিলেন, অগ্নিসংযোগ করলেন, তাঁরা বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় স্বজন। মুজিবুর ধর্মের ভেদ করেননি বটে, কিন্তু নিজ ধর্মকে অস্বীকারও তো করেননি। ফলে তিনি বিধর্মী ছিলেন বলা যায় না। এখন আবার টুঙ্গিপাড়ায় মুজিবুরের সমাধিতে হামলার প্রস্তুতি চলছে। যাঁরা সেই ছক কষছেন, তাঁরাও মুজিবের ধর্মীয় স্বজন।

কুম্ভগামী জনতার হিংসা দেখে চুপ করে আছে রেল প্রশাসন, সরকার। লাগামছাড়া তাণ্ডব দেখে বাংলাদেশেও নীরব পুলিশ, সেনাবাহিনী। সরকারের ইঙ্গিত ছাড়া যে এই নীরবতা সম্ভব নয়, তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ বা গোয়েন্দা হতে হয় না। রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীনরা নানা কারণে হিংসায় প্রশ্রয় শুধু নয়, মদত দিয়ে থাকেন। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় প্রতিপক্ষকে 'সবক' শেখাতে সেই মদত যে লাগামহীন হয়ে যায়, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মদত, প্রশ্রয় পেতে পেতে হিংসা একসময় মানুষের রক্ত-মজ্জায় স্থান পেয়ে যায়। যে কারণে তৈরি হয় অসহিষ্ণুতা। যা মানুষকে অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যে সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটলে মানুষ তখন অশান্ত হয়ে ওঠে। তার ফলশ্রুতি তাণ্ডব, ধ্বংসযজ্ঞ। ভিন্নধর্মের প্রতি তৈরি করা আক্রোশ থেকে যে অসহনশীলতার জন্ম হয়, তা তখন আছড়ে পড়ে নিজ ধর্মের অনুসারীদের ওপরই।

কুম্ভের পথে কিংবা বাংলাদেশে চলতি যা যা ঘটছে, তা সেই সৃষ্ট অসহনশীলতার পরিণাম। বোতল থেকে দৈত্যকে ছেড়ে দিলে তাকে আর বাগে না আনতে পারার নীতিগল্প বাস্তব হয়ে উঠেছে। অন্যের প্রতি লেলিয়ে দেওয়ার যে শিক্ষা ক্ষমতাসীনরা দিয়ে থাকে, তার বিষফল এখন চারদিকে। হিংসার দৈত্যকে ফের বোতলবন্দি করা অসম্ভব বুঝে শাসক এখন তাই চুপ, নির্বিকার। ভারতে, বাংলাদেশেও।

এই পরিস্থিতি কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের জন্ম দিয়ে গেল এই প্রেমের সপ্তাহে। ইংরেজিতে ভ্যালেন্টাইন্স উইক নামে যাকে নিয়ে এত মাতামাতি, প্রশ্ন থাকল, প্রেম কি শুধু নরনারীর? প্রতিবেশী, ধর্মীয় সতীর্থের প্রতি ভালোবাসা নয়? তা যদি না হয়, তাহলে কীসের এত মানবপ্রেমের বড়াই! সৌভ্রাতৃত্ব, সহাবস্থানের ঢাকঢোল পেটানো তো তাহলে অর্থহীন। শাসক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় স্বার্থের কবলে পড়ে আমরা কি এক প্রেমহীন জগতের দিকে এগিয়ে চলেছি?

অমৃতধারা

নিজকর্মের ফল প্রাপ্তির জন্য অধৈর্য হওয়া অর্থাৎ অপরিপক্ক ফল খাওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না। সৎব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যেরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যেকোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই। কাজে যার যথার্থ নিষ্ঠা আছে, তার কথায়, চিন্তায়, কর্মে আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠবে। ঈশ্বর ও সময় এই দুই-ই শ্রেষ্ঠ উপশমকারী।

-ব্রহ্মাকুমারী

বাঙালির তৃতীয় নয়নে আলোর খোঁজ

করিমগঞ্জের নাম হঠাৎ পালটেছে। আলো, ইন্টারনেটে সমস্যা। ভালো নেতা নেই। কেমন আছে বরাক উপত্যকা?

অরূপ রতন আচার্য

বাঙালি জাতিসত্তার অস্তিত্ব সংকটের লড়াই করতে করতেই আজও দিন কেটে যায় ঈশানকোণের ওই মানুষগুলোর। সঙ্গে রয়েছে তিন দিক থেকে দুর্গম পাহাড়ে ঘেরা অবরুদ্ধ জনপদ হিসেবে নিত্যদিনের বঞ্চনা, অবহেলার দীর্ঘ ইতিহাস এবং বর্তমানের একটুও বদল না হওয়া একই অবস্থার চর্বিতচর্বণ। রাজনীতি থেকে অর্থনীতি, সর্বত্রই চরম অবহেলার জাঁতাকলে ঘুরপাক খেতে খেতেই লেখা হচ্ছে এই উদ্বাস্তুর ডায়েরি।

ভারতবর্ষের এই ঈশানকোণকে কেউ বলেন বাঙালির তৃতীয় ভুবন, কেউ বা আবার ঈশান বাংলা। স্বাধীনতা পরবর্তীতে যার নাম হয় বরাক উপত্যকা। ব্রিটিশ আমলে যা ছিল সুরমা ভ্যালি ডিভিশন। ১৮৭৪ সাল থেকেই ব্রিটিশ প্রশাসকের সুকৌশলী সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক কাটাছেঁড়ার বলি হতে হতে সমকালের রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) নবায়ন পর্বে এসে একটি শব্দই বরাকের এবং অবশ্যই সমগ্র অসমের বাঙালি হিন্দু-মুসলমানকে করে তুলেছে আতঙ্কগ্রস্ত। সৃষ্টি করেছে ভয়ের বাতাবরণ। তিন অক্ষরের শব্দটি হল 'বিদেশি'। অতীতের বঙ্গাল খেদা আর হালের বিদেশি শব্দটিকে ঘিরে ভিটেমাটি হারানোর ভয়ে আত্মহত্যাও ঘটেছে কয়েকটি। সন্তান আবার প্রশাসনকে বেকায়দায় ফেলতে ডিটেনশন ক্যাম্পে মৃত বিদেশি তকমাওয়ালা পিতার মৃতদেহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে, এমন নজিরও রয়েছে উপত্যকায়। আবার ক্যাম্প থেকে রেজাক আলিকে বের করে আনার সাফল্য পেয়েছেন শিলচরের সমাজকর্মী কমল চক্রবর্তী।

এখন আবার বরাক উপত্যকা সহ সারা অসমে জমি কেনাবেচা বন্ধ। সব মিলিয়ে অসমের বরাক উপত্যকায় বাঙালির পরিস্থিতি কার্যত জাতিসত্তার অস্তিত্বের সংকট এবং পরিচয় রাজনীতির দোলাচলেই আবদ্ধ। বহমান এই সংকট আর নৈরাজ্য ও নেই-রাজ্যের মাঝেই মানুষকে লড়াই করে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে উপত্যকার মানুষের সংস্কৃতি সচেতনতা নির্ভর সংস্কৃতিচর্চা ও শিকড়ের টান। কার্যত সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেই লড়াই ও প্রতিবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন বরাকের মানুষ। তাই নেই মামার থেকে কানামামা সবেধন নীলমণি উপত্যকার একমাত্র কারখানা এইচপিসির পাঁচগ্রাম কাগজ কল বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে এখনও হাতে হাত ধরে লড়াই চালাচ্ছেন অনেকেই।

আজও উপত্যকার মানুষ এটা মেনে নিয়ে বাধ্য হয়েই দিন কাটাচ্ছেন, ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা তাঁরা পাবেন না। তাই অনুষ্ঠানাদিতে আলো জিইয়ে রাখতে জেনারেটরের খরচ তো স্বাভাবিক। আসলে সবদিক থেকে চলছে এই আলোর খোঁজ। তাই সেই আদি অনন্তকাল থেকে আজও নিরন্তর এই আলোর খোঁজ করতে কেউ বাঁধেন গান, কেউ লেখেন কবিতা, কেউ বা আবার করেন মুদ্রিত কিংবা হালের অনলাইন ছোট পত্রিকা। যে ধারাটা আজও একইভাবে বহমান।

ভালোবাসার শহর শিলচরকে নিয়ে গীতিকার বিশ্বরাজ লেখেন – 'মেঘলা বিকেল ভাঙ্গা ফুটপাত, একা দাঁড়িয়ে বোকা ল্যাম্পপোস্ট, চেনা মুখে চেনা কষ্ট, ধুলোমাখা নীলচে ভোর, তবু ভালোলাগে, বড় ভালো লাগে, আমার শহর।' গানের কথা যেন সব অপ্রাপ্তির মাঝেই নতুন করে নিজের শহরকে ভালোবাসতে শেখায়। অন্যদিকে, বহুদিন আগে লেখা বরাকের প্রায় সর্বকালের সেরা অ্যালবাম 'বেলা অবেলার প্রতিচ্ছবি' থেকে কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের লেখা ও শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদারের সুরে এপার বাংলা ওপার বাংলা গানটি যেন দেশভাগের কষ্ট এবং বরাকের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যেরই প্রতিচ্ছবি। যদিও সে ঐক্যের ছবিটাকে আজও নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে কিছু নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও পক্ষপাতদুষ্ট শক্তি। ওই শক্তিকে তার সীমা বুঝিয়ে দিতে বরাকের নাগরিক কবিয়াল ঋষিকেশ চক্রবর্তীর কথা ও সুরে 'পাইনের বন বিষণ্ণতায় একা' গানগুলি একেবারেই বরাকের মানুষের এই যাবতীয় লড়াইয়ের কথা, ভালোবাসার কথা বলে।

এই পর্বে সংযোজিত দক্ষিণ আসাম চলচ্চিত্র উৎসব। উপত্যকায় চলচ্চিত্র চর্চা ও উৎসবের সূচনা করে করিমগঞ্জের ঋত্বিজ সিনে আর্ট সোসাইটি। শিলচরের বীক্ষণও এগিয়ে আসে। বিক্ষিপ্ত উদাহরণ ছাড়া বরাকে চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাস গড়ে ওঠেনি। করিমগঞ্জের সৌমিত্র অধিকারী পরিচালিত 'বিদেশি', শিলচরের শর্মিষ্ঠা দেব পরিচালিত 'উদ্বাস্তু' ওই অস্তিত্ব সংকটকেই প্রাধান্য দিয়েছে। যদিও অল্পবিস্তর ছবির কাজ হয়েছে কিন্তু প্রযোজকের খুব অভাব।

আজও শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির সংস্কৃতিকর্মী, কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, শ্রমিক, কৃষক, দিনমজুর স্বপ্ন দেখেন উপত্যকার সমস্যা একদিন মিটবে। আর স্বপ্ন বুকে লালন করতে করতে কখন যে খেই হারিয়ে ফেলেন বুঝতে পারেন না। কারণ একটা সমস্যা মেটার আগেই আরেকটা সমস্যা গজিয়ে ওঠে। আসলে এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে বরাকে বাঙালির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান অনেকাংশেই নির্ভর করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সরকারে থাকা নেতা-মন্ত্রীদের অঙ্গুলিহেলনে। বরাকের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সেক্ষেত্রে বেশিরভাগটাই নিষ্প্রভ।

অতি সম্প্রতি ডিলিমিটেশনের নামে লোকসভা ও বিধানসভার নিরিখে বরাকের দুটি আসন কমিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চলেছেন সাধারণ মানুষ। অনেকের আক্ষেপ, জাতীয় রাজনৈতিক দল ব্যতিরেকে যদি বরাকের মানুষের নিজস্ব রাজনৈতিক দল থাকত, তাহলে বোধহয় পরিস্থিতিটা অনেকটাই বদলে যেত! শুধু তাই নয়, অনেকে আবার স্বপ্ন দেখেন প্রশাসনিকভাবে পৃথক বরাক, কিংবা অসমমুক্ত পৃথক বাঙালির বরাক। ১৯ মে-র ভাষা শহিদের স্মৃতিবিজড়িত শিলচর রেলস্টেশনের নাম বদল করে ভাষা শহিদ স্টেশন করার লড়াই চলছে আজও।

যে উপত্যকার আপামর বাঙালি নিজেদের মধ্যে কথা বলেন আঞ্চলিক সিলেটি বাংলায় আর মঞ্চে কিংবা যে কোনও অনুষ্ঠানে, বক্তৃতায় কথা বলেন মান্য বাংলায়। হঠাৎ যদি কেউ প্রশ্ন করে, কেমন আছে বরাক উপত্যকা? তখন পাশ থেকে উপত্যকার আঞ্চলিক বাংলা সিলেটিতে যে উত্তর আসে, তা হল – 'ইতা আবার জিগানির কিতা আছে? হকলেউতো জানইন একভায় পারা দুর্নীতি আর অন্যভায় রাস্তাঘাট খারাপ, এগুও কারখানা নাই, চাকরি নাই, এনআরসি-র লাগি যাওয়া লাগব বাংলাদেশ, ইন অইত নায় তে ডাক্তর দেখানির লাগি যাও বম্বে কলিকাতা চেন্নাই।' এর মান্য বাংলাটা এরকম– এসব আবার জিজ্ঞেস করার কী আছে? সকলেই তো জানেন একদিকে প্রবল দুর্নীতি আর অন্যদিকে রাস্তার বেহাল অবস্থা, একটাও ইন্ডাস্ট্রি নেই, এনআরসি-তে নাম না থাকলে যেতে হবে বাংলাদেশ, এখানে হবে না, ভালো চিকিৎসার জন্য যেতে হবে মুম্বই, কলকাতা, চেন্নাই। সিলেটি বাংলায় আবার লেখা হচ্ছে কবিতা। এনআরসি কার্যকর করা নিয়ে হাইলাকান্দির আঞ্চলিক ভাষার কবি আনন্দলাল নাথ লিখেছেন--- 'নাজিম বেটায় ঠেলা চালায় মানু কেটকেটা/ বৌয়ে কয় বার কর বাপ দাদার ডেটা/অউ মাসর ভিত্রে বুলে ফরম জমা শেষ/ইতা যদি না আনো যাইতায় বাংলাদেশ।'

এই আঞ্চলিক সিলেটি ভাষায় প্রতিবাদ থেকে ভালোবাসা, কিংবা খিস্তি করা থেকে সান্ত্বনা দিতে দিতেই বরাকের বাঙালি অবগাহন করেন শুঁটকি মাছের ভেড়িতে। যেখানের আবার শিদলের খুব সুনাম ঝাল করে শিদল চাটনি আর কুমড়ো পাতা দিয়ে শিদল বড়া খেতে বরাকের মানুষের জুড়ি মেলা ভার। কেউ কেউ আবার এই শিদল চাটনি আর শিদল বড়া রান্না করার রেসিপি ইউটিউবে আপলোড করতে ভুল করেননি।

উপত্যকার একমাত্র বিল শনবিলকে মৎস্য উৎপাদনের পাশাপাশি পর্যটনকেন্দ্র বানিয়ে ফেলার উদ্যোগ এখন বিশবাঁও জলে। সারা ভারতবর্ষে ওষুধের উপর ডিসকাউন্ট দেওয়ার যে ইঁদুরদৌড় চলছে সেই খাতায় বরাক উপত্যকা ইতস্তত করে নাম লেখালেও ডিসকাউন্ট দেওয়ার বেলায় খুব জোর ৫%। অদ্ভুতভাবে বরাকের প্রাণকেন্দ্র শিলচরে অটো ও টোটোচালকরা ১০ টাকার কয়েন নেন না। কারণ আজও অজানা।

যদিও বরাকের মানুষের একটা খেদ বাঙালি তো বাঙালিই তার আবার কীসের উত্তর-পূর্ব, কীসের বরাক? যখন শিলচরের কোনও লেখক কলকাতা থেকে বাংলা আকাদেমি পুরস্কার কিংবা নয়াদিল্লি থেকে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান তখন কেন উত্তর-পূর্ব কিংবা বরাক এই অভিধাগুলো আসে? কেন নয় শুধু বাংলা ভাষার কবি, লেখক ইত্যাদি।

কেন হঠাৎ করিমগঞ্জ ও করিমগঞ্জ জেলার নাম বদল? সবাই কিন্তু একেবারেই খুশি নন। সম্প্রতি করিমগঞ্জের বাণীব্রত রায়ের লেখা করিমগঞ্জ কথা বইটি তুলে ধরেছে বিতর্কিত প্রসঙ্গের ইতিহাস। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে সিলেট সফরে এসে বাংলা থেকে সিলেটকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেট সম্পর্কে লিখেছিলেন– 'মমতা বিহীন কালস্রোতে/বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে/ নির্বাসিতা তুমি/সুন্দরী শ্রী ভূমি।' কার্যত যুক্তি হিসেবে এই মহান কারণকে সামনে রাখলেও বরাকের অনেকেই সমালোচনার সুরে বলাবলি করছেন করিমগঞ্জ নামের সঙ্গে মুসলমান গন্ধ ছেঁটে ফেলতেই এই নাম বদল।

পাশাপাশি অভাবের মাঝেও কর্পোরেট সংস্কৃতির ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত নয় বরাক। ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্যা করলেও ধীর গতির ইন্টারনেট আছে। সময়ের সঙ্গে চলতে চলতে ইউটিউব, রিল, পিৎজা, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বা মল কালচার সবেতেই সহজাত বরাকের বাঙালি। বাংলা ভাষা নিয়ে এত আন্দোলনের পরেও বরাকের উত্তর প্রজন্মের অনেকেই বাংলা জানেন না। যদিও বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন সাধ্যমতো চেষ্টা করছে উত্তর প্রজন্মকে বাংলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে। কিন্তু সাড়া পাচ্ছে কম। সব মিলিয়ে বরাকের বাংলা ভাষাভাষী হিন্দু-মুসলমানের ভাগ্য অনেকাংশেই নির্ভর করে থাকে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উপর।

(লেখক করিমগঞ্জের ভূমিপুত্র। কলকাতার জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক)

আজ

১৯৩৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী মধুবালা।

১৯৫২

রাজনীতিক সুষমা স্বরাজের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

জামতাড়া থেকে বঙ্গে ঝাড়খণ্ড লাগোয়া জেলায় সাইবার প্রতারকরা আসছে। ছোট ছোট গ্যাং প্রতারণার ফাঁদ পাতছে। প্রথমে বাড়িভাড়া নিচ্ছে। তারপর সেখান থেকে চলছে প্রতারণার কাজ। কাজ মিটলে ফিরে চলে যাচ্ছে জামতাড়ায়।

- সুপ্রতিম সরকার
(এডিজি, দক্ষিণবঙ্গ)

ভাইরাল/১

এক মহিলাকে বেঙ্গালুরুর রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় ল্যাপটপে কাজ করতে দেখা গিয়েছে। পুলিশ তাঁকে ফাইন করেছে। বেঙ্গালুরু পুলিশের এক কর্তা 'বাড়িতে কাজ করুন, গাড়ি চালানোর সময় নয়' লিখে ভিডিওটি পোস্ট করতেই ভাইরাল।

ভাইরাল/২

কোটি কোটি মানুষ এসেছেন মহাকুম্ভে স্নান করে পুণ্য অর্জন করতে। বাদ যায়নি পোষ্যও। একজন ত্রিবেণি সংগমে পুণ্যস্নান সারলেন তাঁর পোষ্যকে সঙ্গে নিয়ে। পোষ্যটিকে নদীতে নামিয়ে সন্তানস্নেহে স্নানের ভিডিও ভাইরাল।

জনমন
জনমত

অন্য ভাবনায় ভ্যালেন্টাইন

১৪ ফেব্রুয়ারি দেখনদারি ভালোবাসার উৎসব- ভ্যালেন্টাইন্স ডে। যাবতীয় অনুভূতিকে দূরে সরিয়ে নিজের আবেগকে গোলাপ, চকোলেটে মুড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিকিয়ে দেওয়ার নাম ভ্যালেন্টাইন্স ডে। যেদিকে চোখ যায় মনে হয় পৃথিবীজুড়ে যেন 'দিল তো পাগল হে'। এদিকে, এসব দেখনদারির মধ্যে হারিয়ে যায় সেই মহান সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের আত্মত্যাগের কথা। আচ্ছা বলুন তো, ভালোবাসার কি নির্দিষ্ট দিন থাকতে পারে? আমাদের আবেগ কি নির্দিষ্ট দিন অনুযায়ী আসা-যাওয়া করে, নাকি গোলাপ, চকোলেট, টেডি আর উপহারের কাছে সেই অনুভূতিটা ফিকে হয়ে যায়? বারবার নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিকিয়ে লাইক নামক অযাচিত একটা বস্তুর কাছে সার্টিফিকেট নেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়?

আর আমাদের স্মৃতি তো আরও বিশ্বাসঘাতক। মনে পড়ে ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, যেদিন পুলওয়ামা হামলায় ৪০ জন ভারতীয় বীর জওয়ানের নৃশংস মৃত্যু হয়েছিল, সেদিন তো আমরা দেশভক্তির ঝড় তুলেছিলাম- হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস থেকে মোমবাতি কিছুই বাদ ছিল না। মাত্র কয়েক বছরে স্মৃতিপটে ধুলো জমল!

চলুন না, আমরা ভ্যালেন্টাইন্স উদযাপন করি সেই শহিদদের জন্য যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। গোলাপ অবশ্যই কিনব কিন্তু তাঁদের জন্য যাঁরা দেশটাকে অক্ষত রাখতে অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন। প্রতিবার তো পার্কে, রেস্তোরাঁয় ভালোবাসার দেখনদারিতে মেতে উঠি, এবার চলুন একটু অন্য পথে হাঁটি, হোক না অন্য ভাবনায় ভ্যালেন্টাইন।

রাহুল ভট্টাচার্য, মোদকপাড়া, আলিপুরদুয়ার।

বিশেষ দিন নয়, ভালোবাসি রোজই

কবি বা সাহিত্যিকদের কলমে বারেবারে প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে ভালোবাসার কথা। ভালোবাসা পৃথিবীর এক মধুরতম শব্দ। সেই মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে কখনও বাংলা সাহিত্যে, কখনও বা সিনেমা পর্দায় দেখানো হয়েছে অভিনব সব প্রেমের কাহিনী।

ক্যালেন্ডারের পাতায় চিরপরিচিত ফেব্রুয়ারি মাস যেন ভালোবাসার মাস। প্রত্যেকের জীবনে প্রিয় বা কাছের মানুষটির কাছে প্রেম নিবেদনের মাস এটি। কিন্তু ভালোবাসা কি শুধুই ফেব্রুয়ারি মাসের দিনগুলোতেই সীমাবদ্ধ? বছরজুড়ে ভালোবাসার দিনগুলো ভরে উঠুক এক বিশ্বাস ও অনুভবে। যদিও আজ সমাজ ও পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় সম্পর্কের মাঝে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব। সেখান থেকে ভুল বোঝাবুঝি, তারপরে সম্পর্কে বিচ্ছেদ। কিন্তু এমন হলে ভালোবাসা শব্দটি যেন তার সার্থকতা হারিয়ে ফেলে।

যাইহোক, বছরের সবদিনই যেন একে অপরের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যের মধ্যে দিয়ে একটি সম্পর্ককে সুন্দর করে তোলা যায়। সম্পর্কের গভীরতা বোঝানোর জন্য হয়তো কোনও দিনের প্রয়োজন হয় না। তবুও বছরে এই ফেব্রুয়ারি মাস এলেই ভালোবাসার প্রিয় মানুষগুলো তাঁদের প্রিয়জনদের উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অনেকে সেইসব বিশেষ মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করে রাখেন। তাঁদের কাছে দিনগুলো সত্যিই যেন বিশেষ তাৎপর্যতা বয়ে আনে। তবেই সার্থক হয়ে ওঠে ভালোবাসার সম্পর্ক।

শংকর সাহা, পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জেন জি অভিধানে প্রেমের নয়া শব্দগুচ্ছ

প্রেমের সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষ নাম জেন জি অভিধানে। ব্রেডক্রাম্বিং, ঘোস্টিং, বেঞ্চিং, সিচুয়েশনশিপ, রেড ফ্ল্যাগ।

চিরদীপা বিশ্বাস

'ইট ইজ নাথিং বাট ব্রেডক্রাম্বিং ইয়ার'- পথচারী একটি সমবয়সি মেয়ে ফোনে কথা বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। নতুন শোনা শব্দ নিয়ে গবেষণা করার শখ একটুআধটু সবারই থাকে। অতএব ঘরে পৌঁছে প্রথম কাজ ছিল গুগলকে প্রশ্ন ছোড়া। উত্তরে যা এল, তা দেখে আকাশ বাতাস অন্তরীক্ষ ভেদ করে যদি কোনও শূন্যস্থান থাকে; সেখান থেকে পড়লাম!

আপনাদের অনেকের মতো আমিও পাউরুটি সংক্রান্ত কোনও বিশ্লেষণই আশা করছিলাম। তবে আমাকে তাজ্জব করে দিয়ে গুগল জানাল, এটি একটি জেন জি শব্দ। যা বোঝায় কোনও এক সম্পর্কের এমন একটি পর্যায়, যেখানে একজন অন্যজনের প্রতি আগ্রহী তা বোঝানোর জন্য মাঝেমধ্যে মনোযোগী হয়। তবে অ-প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে। পেন্সিল বুকিং-এর মতো ব্যাপারটা! নিশ্চয়তা তো দিইনি; অতএব নো ঝুটঝামেলা।

এই পরিস্থিতি যে কোনও সম্পর্কের ক্ষেত্রেই হতে পারে, তবে আজকাল জেন জি প্রেমে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে হয়। কিন্তু স্বীকার করছি; এসব শব্দের আবিষ্কার নিয়ে আমি কিছুই জানি না।

সেদিনের পরই একটু ঘাঁটাঘাঁটি আর দু'চারজনের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলার পর বুঝলাম যে এই শব্দভাণ্ডার বিপুল। প্রেমের সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষ বিশেষ নামকরণ করা হয়েছে এই জেন জি অভিধানে। ঘোস্টিং, বেঞ্চিং,

সিচুয়েশনশিপ এরকম শতশত শব্দের ব্যাখ্যা করতে বসলে রাত পেরিয়ে যাবে। তবে এই শব্দগুলোর মধ্যেই বোধ করি, বর্তমানের সবচেয়ে জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন 'আজকালকার সম্পর্ক কেন টেকে না'র উত্তর লুকিয়ে আছে।

'ব্লু টিক হল বাট নো রিপ্লাই, দ্যাট মিনস হি ইজ ঘোস্টিং মি', 'সেলেব্রিটিরা ভিডিও কলে কথা বলার সময় পেলে তুমি কেন পাবে না' ইত্যাদি আজকালকার নবপ্রজন্মের 'পিওভি' (পয়েন্ট অফ ভিউ-কে আমরা এই নামেই ডাকি)। এভাবেই খুঁচিয়ে জীবনের জটিলতা বাড়িয়ে তুলছি নিজেরাই। আর বলছি 'সব কিছু অত সহজসরল নয় রে'। ফলস্বরূপ প্রেমের সরলতাও ফুড়ুত করে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরের সঙ্গে ফেসবুক, ইনস্টা অ্যাকাউন্ট শেয়ার করলে 'দে আর আইডিয়াল কাপল'। না করলে 'রেড ফ্ল্যাগ'। মাঝেমধ্যে বুঝি না এ কোন দুনিয়ায় বাস করছি আমরা!

চিঠি লিখে অপেক্ষার প্রহর আমাদের গুনতে হয় না, ভয়ে-সংকোচে একটিবার প্রিয় মানুষকে দেখার জন্য ছটফট করতে হয় না, কয়েক ইঞ্চির যন্ত্রটার সুবাদে যে কোনও সময় যোগাযোগ করার উপায় আমাদের আছে, বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি ইত্যাদি সব রকমের প্রেম দিবসে প্রেম বিলিয়ে যাই অকাতরে- তবুও ভালোবেসে সারাজীবন একসঙ্গে কাটাতে আমরা ব্যর্থ। স্ট্যাটাসে দেওয়া গানের কথা, সুর মানুষের 'ব্রেকআপ', 'প্যাচআপ' ইঙ্গিত করে আজকাল। প্রত্যেকেই আমরা অপর মানুষটির ভুল খুঁজি তাকে জীবন থেকে কেটে ফেলার জন্য, শোধরানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে বা প্রয়োজনীয়তা বোধ করি না। এভাবে সাধারণ বিষয়েও সন্দেহ, অবিশ্বাসের গন্ধ খুঁজে বেড়াই। তারপর, পূর্বের ট্র্যাজেডি ভুলতে, সুখের সন্ধানে নতুন কোনও প্রেমে ডুব দিই। আর এই পদ্ধতি চক্রাকারে চলতেই থাকে, অতঃকিম '...প্রেম মেলে না, শুধু সুখ চলে যায়'।

(লেখক কোচবিহারের বাসিন্দা। প্রেসিডেন্সির ছাত্রী)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬৫

পাশাপাশি : ১। কোকো গাছের পাতা থেকে তৈরি মাদক ৩। পুরুষ জাতীয় প্রাণী ৫। উপহার, উপঢৌকন ৬। দর্পণ বা আয়না ৮। রীতি বা আচরণবিধি ১০। রামায়ণের সঙ্গে এই মুনির সম্পর্ক আছে ১২। দোষ ত্রুটি বা অপরাধ ১৪। চার বেদের একটি ১৫। জল-কাদায় ভিজে হাতে-পায়ে যে ক্ষত তৈরি হয় ১৬। চৈতন্য স্বরূপ বা জ্ঞানময় সত্তা।

উপর-নীচ : ১। শালুক ফুল বা লাল রঙের পদ্মফুল ২। ইংরেজি বছরের একটি মাসের নাম ৪। বিচারের জন্য আদালতে দাখিল করা ৭। এই বন্যপ্রাণীর পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি আছে ৯। বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি বিশেষ পর্দা ১০। ঘোড়ার লেজ বা কাঁধের চুল ১১। গাছের কচি সবুজ পাতা ১৩। মীমাংসা বা সমাধান।

সমাধান ■ ৪০৬৪

পাশাপাশি : ১। মোমিন ৩। আঞ্চলিক ৪। লকুচ ৫। কানামাছি ৭। বই ১০। কচু ১২। আকছার ১৪। কুলায় ১৫। বাটপাড় ১৬। নজর।

উপর-নীচ : ১। মোসাহেব ২। নলচে ৩। আচকান ৬। মানিক ৮। ইচ্ছুক ৯। সারকুঁড় ১১। চুরমার ১৩। অয়ন।

বিন্দুবিসর্গ

মেটাকে চিঠি

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক পেজে তথ্য বিকৃতির অভিযোগ উঠল। এই নিয়ে মেটাকে চিঠিও পাঠালেন অভিষেকের আইনজীবী সঞ্জয় বসু।

ধৃত ৪৬

সাইবার প্রতারণা ঠেকাতে অপারেশন সাইবার শক্তি নামে বিশেষ অভিযান চালু করল রাজ্য পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা। এই শাখার একজন ডিআইজির নেতৃত্বে গত কয়েকদিনে ৪৬ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

চিটফান্ডে প্রতারিতদের ক্ষতিপূরণের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে তৈরি কমিটির পরিচালনায় রাজ্যের অসহযোগিতায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট। স্বরাষ্ট্রসচিবকে এই অসহযোগিতার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।

বোমাবাজি

সিন্ডিকেটের দখলদারিকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজে দু'পক্ষের মধ্যে চলল গুলি ও বোমাবাজি। আট জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অভিষেকের কাঠগড়ায় বিজেপি

ভুয়ো ভোটার ধরতে মাঠে তৃণমূল

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : অনলাইনে ভোটার তালিকায় বহু ভুয়ো ভোটারের নাম তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলল তৃণমূল। প্রতিটি জেলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় এই ব্যাপারে নজর রাখতে সোমবারই দলীয় বিধায়কদের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বাজেট অধিবেশনের পর তিনি এই ইস্যুতে ফের সরব হন। এরপরই বৃহস্পতিবার থেকে এই নিয়ে রাস্তায় নামল তৃণমূল। এদিনই তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী প্রতিটি জেলার সভাপতিদের নির্দেশ পাঠিয়ে বলেছেন, 'তালিকা সংশোধনের সময় ভালোভাবে ফিজিকাল ভেরিফিকেশন না করে কারও নাম যাতে তালিকায় না ওঠে। কারণ, অনলাইনে ভোটার তালিকায় বিজেপি বহু ভুয়ো ভোটারের নাম তোলার চেষ্টা করছে।' চলতি সপ্তাহে দলের রাজ্য নেতৃত্ব এই নিয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপিও দেবে।

বৃহস্পতিবার অনলাইনে ভোটার তালিকায় নাম তোলা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিন ডায়মন্ড হারবারে তাঁর সেবাশ্রয় কর্মসূচিতে গিয়ে অভিষেক বলেন, 'এটা প্রমাণিত যে, অনলাইনে ভুয়ো ভোটারের নাম তোলা হচ্ছে। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে দিল্লিতে যে সংখ্যক ভোটার ছিল, ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রায় সাড়ে চার লক্ষ বেড়ে গিয়েছে। দিল্লির ৭০টি বিধানসভায় গড়ে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার নতুন ভোটারের নাম তোলা হয়েছে। মাত্র আট মাসের ব্যবধানে এত ভোটারের নাম ওঠা অস্বাভাবিক। তাই আমরা মনে করি এই রাজ্যেও বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি অনলাইনে ভুয়ো ভোটারের নাম তোলার চেষ্টা করবে। তাই প্রথম থেকে সতর্ক থাকছি। আর নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে যত কম কথা বলা যায় ততই মুখকে বিশ্রাম দেওয়া যায়।'

এদিনই এই নিয়ে তৃণমূল ভবনে বৈঠকে বসেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, দলের প্রবীণ নেতা তথা রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ফিজিকাল ভেরিফিকেশন ছাড়া কোনও ভোটারের নাম যাতে তালিকায় না ওঠে, তার জন্য বুথ স্তরে নজরদারি চালাতে হবে। জেলা সভাপতিদেরও এই নিয়ে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। কোন বিধানসভা এলাকায় কত ভোটারের নাম যুক্ত হল, তার তালিকাও তৃণমূল ভবনে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শোভনদেববাবু বলেন, 'অনলাইনে ভুয়ো ভোটারের নাম তোলার চেষ্টা চলছে। আমরা এই নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেব। তা সত্ত্বেও যদি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক ফিজিকাল ভেরিফিকেশন ছাড়া নাম তোলার ক্ষেত্রে অনুমতি দেন, তাহলে আমরা রাজ্যের মানুষকে নিয়ে রাস্তায় নামব। কারণ, কোনওভাবে ভুয়ো ভোটারের নাম তালিকায় তুলতে দেওয়া যাবে না।'

তবে তৃণমূলের এই সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। দলের রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'অনলাইনে নাম তোলার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন করেছে। এটা আইনে বৈধ। কোনও ভোটারের সম্পর্কে কোনও রাজনৈতিক দলের কোনও অভিযোগ থাকলে তারা নির্দিষ্ট করে কমিশনে অভিযোগ জমা দিক। কমিশন নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। আর ভুয়ো ভোটারের নাম তালিকায় তোলা তৃণমূলের অভ্যাস। বিজেপির দরকার হয় না।'

ভোটের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বঞ্চনাকে হাতিয়ার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা বা গঙ্গা-পদ্মা ভাঙন রোধে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বারবার বরাদ্দের দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পগুলি আটকে রেখেছে। আর তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা' যে তৃণমূলের মূল ইস্যু হতে চলেছে, তা এবারের রাজ্য বাজেটেই স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রকল্পগুলির টাকা আটকে রেখেছে, এবারের বাজেটে ওই প্রকল্পগুলিতেই বিপুল অর্থ বরাদ্দ করেছে রাজ্য।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় বঞ্চনাকে আরও প্রকট করে তুলতে চাইছে। সেই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামের মানুষের বাড়ি তৈরির জন্য বা রাস্তার জন্য টাকা না দিলেও রাজ্য নিজস্ব তহবিল থেকে তা করে দিচ্ছে। এই ইস্যু সামনে আনলে বিজেপিকে মোকাবিলা করা বিধানসভা নির্বাচনে আরও সহজ হবে বলে মনে করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

২০২১ সালের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। সেই

রাজ্যজুড়ে প্রচার চালাতে নির্দেশ

কারণে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষ পরিবারকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দিয়েছে। আগামী আর্থিক বছরে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এই বাজেটে। এর জন্য ৯৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। অর্থাৎ বিধানসভা ভোটের আগে ২৮ লক্ষ পরিবার উপকৃত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনাতেও টাকা দেয়নি কেন্দ্র। সেই কারণে গ্রামীণ রাস্তা তৈরি ও সংস্কারের জন্য আগেই পথশ্রী প্রকল্প তৈরি করেছে রাজ্য। এবারও এই প্রকল্পে ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছেন, এটি যতটা না অর্থনৈতিক চিন্তা, তার থেকে অনেক বেশি বিজেপিকে মোকাবিলা করার কৌশল। কারণ, এই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করে এখন থেকে রাজ্যজুড়ে প্রচার চালাতে দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।

উপহার কেনা। ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র আগের দিন কলকাতার এক বাজারে। ছবি : আবির চৌধুরী

কাজের অগ্রাধিকার নিয়ে মন্ত্রীদের নির্দেশ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : আগামী বছরের এপ্রিল মাসে বিধানসভা ভোট ধরে নিয়ে মন্ত্রীদের দপ্তরের কাজে অগ্রাধিকার বাছাই করে ফেলতে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৫-২০২৬-এ দপ্তরের বরাদ্দ ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন মন্ত্রীরা। সেই অনুযায়ী দপ্তরের নয়া প্রকল্প ও কাজ চিহ্নিত করে পরিকল্পনা ছকে ফেলতে হবে তাঁদের। অবশ্যই তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। ২০২৬-এর এপ্রিলে ভোট মানে মেরেকেটে হাতে থাকবে প্রায় ৯ মাস। ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে আর কাজে হাত দেওয়া যাবে না। ধরতে গেলে এ বছর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হাতে সময়। তার মধ্যেই সব কাজ যেমন শুরু করতে হবে, তেমনই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সারতে হবে। এখনই মন্ত্রীদের কাজের রুটিন বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার মধ্যে চলতি আর্থিক বছর (২০২৪-২৫)-এ দপ্তরের বকেয়া কাজও সেরে ফেলতে হবে। কাজের ক্ষেত্রে কোনও টালবাহানা ও গড়িমসি বরদাস্ত করা হবে না। আগামী ৩১ মার্চ চলতি আর্থিক বছর শেষ হচ্ছে। তারমধ্যেই হাতে নেওয়া সব বকেয়া কাজ সারতে হবে। বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের খবর, কাজের রুটিনের মনিটরিংয়ের দায়িত্ব মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিবই দপ্তরগুলির সঙ্গে কথা বলে পুরো ব্যাপারটা দেখভাল করবেন।

তৎপরতা

- ২০২৫-'২৬-এ দপ্তরের বরাদ্দ ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন মন্ত্রীরা
- সেই অনুযায়ী দপ্তরের নয়া প্রকল্প ও কাজ চিহ্নিত করে পরিকল্পনা ছকে ফেলতে নির্দেশ
- তার মধ্যে চলতি আর্থিক বছরে বকেয়া কাজও সেরে ফেলতে হবে
- কাজের রুটিনের মনিটরিংয়ের দায়িত্ব মুখ্যসচিবকে দেওয়া হয়েছে

এদিকে, গত বুধবার বাজেট বিধানসভায় পেশ হওয়ার পরই সরকারের সব দপ্তরের মন্ত্রীরা তাঁদের ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছেন। দপ্তরের নয়া বাজেট বরাদ্দ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনায় মাথাও ঘামাচ্ছেন মন্ত্রীরা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ এবার বেড়ে ৮৬৬ কোটি টাকা হয়েছে। দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানালেন, ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় দপ্তর সচিব ও আধিকারিকদের সঙ্গে এবারের বাজেট নিয়ে বৈঠকে বসবেন। এবার কাজের ব্যাপারে তাঁর মূল লক্ষ্যই হবে উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সংখ্যা বাড়ানো। বেশি প্রকল্প হাতে নিয়ে যত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছোনো যায়, সেটাই চেষ্টা করবেন তাঁরা। উদয়নবাবুর মতো রাজ্যের আরও একাধিক মন্ত্রী আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তাঁদের দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে দপ্তরসচিব ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানিয়েছেন। বেশ কয়েকজন মন্ত্রী জানিয়েছেন, এখন বাজেট অধিবেশন চলছে। অধিবেশন শেষ হলেই এই ব্যাপারে বসবেন তাঁরা।

নবান্নে প্রশাসনিক মহলের ধারণা, মুখ্যমন্ত্রী এখন ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়েই এই ধরনের পদক্ষেপ করছেন। রাজ্যবাসীর স্বার্থে সরকারি দপ্তরগুলিকে আরও বেশি সক্রিয় করে তোলাই এখন তাঁর উদ্দেশ্য।

বাংলার বাজেট জনমুখীই হয়, দাবি অভিষেকের

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বুধবার বিকালে রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ করেছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কিন্তু ওইদিন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাজেট নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। অবশেষে ২০ ঘণ্টা পর রাজ্য বাজেট নিয়ে মুখ খুললেন অভিষেক। রাজ্য বাজেটের প্রশংসা করে অভিষেক বলেন, 'বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার জনমুখী, কেন্দ্রের মতো ভাঁওতাবাজি করে না। বিজেপির ১১ বছরের আমলে দেশের বেকারত্ব কোন জায়গায় পৌঁছেছে, সেই শ্বেতপত্র তারা প্রকাশ করুক। তাহলেই বোঝা যাবে, কেন্দ্রীয় সরকার কী কাজ করেছে। আর গত ১৪ বছরে বাংলায় যে বেকারত্ব কমেছে, সেটা আমরা তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছি।'

বাজেট নিয়ে বুধবার অভিষেকের প্রতিক্রিয়া না আসায় অনেকে মমতা-অভিষেক দ্বন্দ্ব নিয়ে ফের জল্পনা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার অভিষেক কথার ফাঁকে জানিয়ে দেন, রাজ্য বাজেট এখনও তাঁর সম্পূর্ণ পড়া হয়নি। কিন্তু বাজেট যে কী হতে পারে, তা নিয়ে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। পরোক্ষে এদিন অভিষেক বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে যে প্রচার চলছে, তা ঠিক নয়।

বুধবার থেকেই বিরোধীরা দাবি করেছে, রাজ্য বাজেট সম্পূর্ণ দিশাহীন। অর্থের সংস্থান কোথা থেকে আসবে বা কর্মসংস্থান কী হবে সেই নিয়ে রাজ্য বাজেট কোনও দিশা দেখাতে পারেনি। এদিন সেই প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক বলেন, 'কে বলেছে দিশাহীন বাজেট? পঞ্চায়েত, শিক্ষা সহ প্রতিটি দপ্তরকে প্রয়োজন মতো অর্থ বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার।'

এবার কেন্দ্রের বাজেটে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়করে ছাড় দেওয়া হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, 'জল ছাড়া সবেতেই তো জিএসটি। মুখে বলছে, ৮০ হাজার টাকা রিবেট দিচ্ছে, আর জিএসটি বাবদ ৯৮ হাজার টাকা নিয়ে যাচ্ছে। এটাই বিজেপির ভাঁওতা।'

'পুলিশ রেখে লাভ কী'

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : 'প্রতারণার তদন্ত যদি পুলিশ না করতে পারে, তাহলে তাদের রেখে লাভ কী?', বৃহস্পতিবার বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। অসুস্থ মা। এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ঘুরছেন আবেদনকারী সুরজিৎ পাল। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে ডাকঘরে তিল তিল করে টাকা জমিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা উধাও হয়ে যায়। তবে পুলিশি তদন্তে মেলেনি সুরাহা। তাই বৃহস্পতিবার এডিজি সিআইডিকে তদন্ত হস্তান্তরের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ।

এদিন এই ঘটনায় তিনি পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, 'মানুষ হাড়ভাঙা খাটুনির টাকা জমিয়ে রাখছে আর তা ডাকঘর থেকে লোপাট হয়ে যাচ্ছে। দেড় বছর ধরে পুলিশ কিছুই করতে পারছে না। মানুষের ভরসা উঠে যাবে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে টাকা রেখে যদি এভাবে প্রতারিত হতে হয়, তাহলে মানুষ কোথায় যাবে?'

আজ টিভিতে

রোমিও ভার্সেস জুলিয়েট বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ বিধাতার লেখা, ১০.০০ সাথী আমার, দুপুর ১.০০ আই লাভ ইউ, বিকেল ৪.০০ রোমিও ভার্সেস জুলিয়েট, সন্ধে ৭.৩০ মেজ বউ, রাত ১০.৩০ নবাব নন্দিনী, ১.০০ হনুমান ডট কম

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ শত্রু মিত্র, দুপুর ২.০০ মেজ বউ, বিকেল ৫.০০ বউরানি, রাত ১২.৩০ বাচ্চা শ্বশুর

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জামাই বদল, বিকেল ৪.১৫ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.১০ শাপমোচন, রাত ৯.৫৫ আনন্দ আশ্রম

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অঘটন আজও ঘটে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিধিলিপি

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পুরুষোত্তম

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৮ অসলি ঝুট, দুপুর ২.০১ কিসকো থা পতা, বিকেল ৪.৫২ ওয়ান্টেড, সন্ধে ৭.৩০ স্কন্দ, রাত ১০.৪৩ গঙ্গাজল

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.৩০ ডর@দ্য মল, দুপুর ২.৩০ নো পার্কিং, বিকেল ৫.০০ চার্মস বন্ড, সন্ধে ৭.১৫ লুসিফার, রাত ৯.৪৫ বাদভ রাসকেল

জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৯ নাগমতী, দুপুর ২.১১ জয়সিমহা, বিকেল ৫.০৫ দ্য রিয়েল টেভর, সন্ধে ৭.৫৫ ওম ভীম বুশ, রাত ১০.৪৪ পাওয়ার প্লে

এমএনএক্স : দুপুর ১.২০ হট টাব টাইম মেশিন, ২.৪০ এলিয়েন্স ইন দ্য অ্যাটিক, বিকেল ৫.৫৫ ওয়াইল্ড কার্ট, রাত ১০.৩০ অ্যাসন্ট অন ওয়াল স্ট্রিট

লাভেরিয়া
বিকেল ৪.১৫ জলসা মুভিজ

অপারেশন রোমিও রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

কিসকো থা পতা
দুপুর ২.০১ অ্যান্ড পিকচার্স

আজ প্রেম দিবস উপলক্ষ্যে স্ট্রবেরি দইয়ের পাতুরি এবং অ্যাপল স্মুদি তৈরি শেখাবেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য এবং নবারুণা গাঙ্গুলি।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

শুভেন্দুর দিল্লিযাত্রায় বাড়ল জল্পনা

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : চলতি মাসের মধ্যেই রাজ্যে দলের সাংগঠনিক নির্বাচন শেষ করে রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করে দিতে চায় দিল্লি বিজেপি। কারণ, মার্চের শুরুতেই সর্বভারতীয় সভাপতি ঘোষণা প্রায় নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে রাজ্যের নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে সর্বভারতীয় সভাপতি ঘোষণা হয়ে গেলে সব রাজ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল করে দিল্লি একতরফাভাবে মনোনীত রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে সাংগঠনিক নির্বাচনের বিষয়টাই বানচাল হয়ে যাবে। মুখ পুড়বে বঙ্গ বিজেপির। কারণ, সাংগঠনিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এবারই প্রথম রাজ্য সভাপতি পেতে চলেছে বাংলা বলে দাবি করেছিল রাজ্য বিজেপি।

সম্প্রতি মণ্ডল সভাপতিদের মনোনীত নামের তালিকা চূড়ান্ত করা নিয়ে স্বজনপোষণের অভিযোগ ওঠায় মণ্ডল সভাপতিদের নাম ঘোষণা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল। বুধবার কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মণ্ডল সভাপতিদের নামের তালিকা ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৬ ফেব্রুয়ারি মণ্ডল সভাপতিদের নাম ঘোষণার পর ১৭ ফেব্রুয়ারি জেলা সভাপতি নির্বাচন নিয়ে বৈঠক করবেন বনশল। ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করতে না পারলে নিয়মরক্ষার রাজ্য সভাপতি নির্বাচন আটকে যেতে পারে। সূত্রের খবর, রাজ্য নেতৃত্বকে বনশল সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলার জন্য সর্বভারতীয় নির্বাচন আটকে রাখা সম্ভব নয়। কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী ৪৩ জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণার পরেই রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করবে দিল্লি।

এই আবহেই এদিন সকালে দিল্লি গিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও শুভেন্দুর এই দিল্লিযাত্রা পূর্বনির্ধারিত। দিল্লিতে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরের সঙ্গে দেখা করেছেন। সূত্রের খবর, এদিন সংসদে শা'র সঙ্গে দেখা করেছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও। সব মিলিয়ে রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে তাল ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গিয়েছে দিল্লিতে।

দেউচা পাঁচামিতে গাছ না কেটে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি। বৃহস্পতিবার। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

বিশেষ নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : কলকাতা হাইকোর্টের নজরে এবার কর্মরত মহিলাদের নিরাপত্তা। নিউটাউন চত্বরে রাতের শিফটে কর্মরত মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। হিমাচলপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটকে মহিলা নিরাপত্তায় নির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। এরাজ্যেও তেমন নির্দেশিকা চালু করার আর্জি জানানো হয়। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে দল গঠন করবে রাজ্য। নিরাপত্তা উন্নতির বিষয়টি তারা পর্যালোচনা করবে।

মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান সেরে 'মুক্ত পুরুষ' দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আপাতত কেন্দ্রীয় পার্টির নির্দেশে দলের মণ্ডল সভাপতি ও জেলা সভাপতি নির্বাচন থমকে। এসব সারা হলেই আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতেই রাজ্য সভাপতি নির্বাচন হবে। সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যেই রাজ্য সভাপতি এভাবেই নির্বাচন করা হবে বলে বৃহস্পতিবার গেরুয়া শিবিরের খবর। সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন হঠাৎ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে জেলা ও মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন স্থগিত হয়ে যাওয়াতে ধন্দের মধ্যে রয়েছেন বঙ্গ বিজেপি নেতারা। চলতি মাসের মাঝামাঝি দলের রাজ্য সভাপতি চূড়ান্ত হয়ে যাবে বলেই নিশ্চিন্তে অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা। তারই মাঝে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে তাল কাটায় তাঁরা অস্বস্তিতে। এব্যাপারে অবশ্য বঙ্গ বিজেপির অধিকাংশ শীর্ষ নেতারা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। চরম কৌতূহল থাকলেও দলের বাইরে এই নিয়ে কিছু বলতে নারাজ তাঁরা।

ব্যতিক্রম বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কুম্ভে পুণ্যস্নান সেরে আপাতত 'মুক্ত পুরুষ' তিনি। এটা তাঁর স্বঘোষিত পরিচয়। বৃহস্পতিবার নিজেই 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানালেন, 'মহাকুম্ভে ডুব দিয়ে পুণ্যস্নান করেছেন। সেখান থেকে অযোধ্যায় গিয়ে সরযূতে পুণ্যস্নান, পরে কাশীতে গিয়ে গঙ্গাস্নান সেরে কলকাতায় ফিরেছেন।' সব পুণ্যস্নান সেরে আপাতত 'মুক্ত পুরুষ' তিনি। বললেন, 'মাত্র ৬১ বছর বয়সেই সব পুণ্যস্নান সেরে ফেললাম। বয়স হলেই এসব অনেকে করেন। আমি আগেই এসব সেরে ফেললাম। এবার মুক্ত পুরুষ হয়ে মানুষের সেবার কাজটা করব। সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ব্যথার কথা জানব। তার মধ্যে দল অবশ্য দায়িত্ব দিলে তা পালন করার চেষ্টা করব। আগেও করেছি, এখনও করার চেষ্টা করব। দলটাকে তো দেখতে হবে রাজ্যবাসীর স্বার্থে।'

দিলীপ বলেন, 'যদিও এই রাজ্যে দলের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে খারাপ শোনালেও বলতে হয় ভালো মোটেই চলছে না। ঐক্যবদ্ধ লড়াই নেই। যে যাঁর মতো করে চলেছেন। কোঅর্ডিনেশন কোথায়?' নির্বাচনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে দিলীপের ধারণা, হয়তো নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনও ত্রুটি ছিল। অথবা এই নিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে কোনও অভিযোগ জমা পড়তে পারে। এর বেশি কিছু বলতে অস্বীকার করেন তিনি।

> এই রাজ্যে দলের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে খারাপ শোনালেও বলতে হয় ভালো মোটেই চলছে না। ঐক্যবদ্ধ লড়াই নেই। যে যাঁর মতো করে চলেছেন। কোঅর্ডিনেশন কোথায়?
>
> **দিলীপ ঘোষ**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দীর্ঘদিন পর প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ। নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। বৃষ : ব্যবসার জন্যে ঋণ করতে হতে পারে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। মিথুন : পুরোনো কোনও সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। পথে কোনওরকম তর্কবিতর্কে যাবেন না। কর্কট : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। হারানো দ্রব্য ফিরে পাওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। সিংহ : ব্যক্তিগত কাজে দূরে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। কন্যা : বাবার শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠা থাকবে। অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের জন্যে শুভ দিন। তুলা : ফেলে রাখা কোনও কাজে হাত দিলেই সাফল্য পাবেন। পেটের সমস্যায় দুর্ভোগ। বৃশ্চিক : অফিসের কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা। ধনু : পুরোনো কোনও সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। প্রিয়জনের সঙ্গে অকারণে অশান্তি। মকর : নিজের শরীর নিয়ে অযথা উৎকণ্ঠা। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দলাভ। কুম্ভ : কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। মীন : বাবার শরীরের দিকে লক্ষ রাখুন। বাড়ি সারানোর কাজে নেমে অর্থনৈতিক সমস্যা হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ২৫ মাঘ, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ১ ফাগুন, সংবৎ ২ ফাল্গুন বদি, ১৫ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৬, অঃ ৫।২৮। শুক্রবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ৯।৪। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ১০।৪৪। অতিগণ্ডযোগ দিবা ৭।২৪। তৈতিলকরণ দিবা ৮।২৭ গতে গরকরণ রাত্রি ৯।৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১০।৪৪ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, শেষরাত্রি ৫।১৬ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৯।৪ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১০।৪৪ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৯।৪ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৯।৪ গতে ১১।৫২ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪০ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।২৮ গতে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ৯।৪ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১০।১৬ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১০।৪৪ গতে উত্তরেও নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মুং- পর্ব্ব-সবেবরাত। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ৮।১৬ গতে ১০।৩৭ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৪।৫ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৪।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২৩ মধ্যে ও ৪।১৭ গতে ৬।১৫ মধ্যে।

ভালোবাসা জারি আছে...

‘প্যায়ার দোস্তি হ্যায়’

তৃণা চৌধুরী

রোমান্সের ম্যাজিকে প্যায়ার এখনও দোস্তি। প্রেমের গল্পে গুরুদেব ফিরে ফিরে আসেন আমাদের জীবনে। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে। সর্ষেখেতের মাঝে হাতে ভায়োলিন নিয়ে।

তাই তো আজও পৃথিবীর যে কোনও কোণে অত্যন্ত জটিল ‘হোয়াট ইজ লাভ?’ প্রশ্নের উত্তরে রোমান্স পাগল, স্বপ্নে ভাসা, উড়নচণ্ডী একটা গোটা জেনারেশন একসঙ্গে চিৎকার করে বলতে পারে ‘প্যায়ার দোস্তি হ্যায়’। ভালোবাসা আসলে বন্ধুত্ব।

সিনেমা হলের সিটি কিংবা কান ফাটানো হাততালির শব্দ ছাপিয়ে রোমান্সের গুরুদেবের এই বাণী থুড়ি সংলাপ টুক করে ঢুকে পড়ে চেয়ারে বসা মানুষগুলোর বুকের বাঁদিকে।

তারপর সেই রেশ ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে গ্রামে, এমনকি ভিনদেশে। ভালোবাসার সেই চিরাচরিত মানে নিজেদের সদ্য তৈরি অভিধানে যোগ করে নিতে নিতে বড় হয় ওরা।

ভাবছেন, এরা মানে কারা! দিয়ে দিন না পছন্দমতো দু’চারটে নাম। আচ্ছা, বাদ দিন। ভালোবাসা সপ্তাহের মধ্যে প্রেমের বাজিগরকে নিয়ে যখন কথা শুরু করেছি, তখন ওদের মধ্যে কারও নাম রাহুল বা রাজ তো হতেই হয়। তো আমার গল্পটা রাহুলকে দিয়ে শুরু করা যাক।

ধরে নিন, সদ্য স্কুল পেরোনো আমাদের প্রথম হিরো মিস্টার রাহুল মুখোপাধ্যায় শহরের একটা ঝাঁ চকচকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে। ফার্স্ট সিমেস্টার প্রায় পার করে এলেও এখনও মনে মনে সে ফিরে যায় তাদের মফসসলের ছোট পাড়াটায়। ইতিহাসের অশোক স্যরের একটা ঘরে। ঠিক সুন্দরী বলতে যা বোঝায়, সেই সংজ্ঞায় কখনও পড়ত না পূজা। তবে একটা ক্যাবলা ছেলের হারিয়ে যাওয়ার মতো যাবতীয় উপাদান ছিল তার দুটো চোখে।

যে চোখে একবার তাকালে পরের বার ‘পালাট’ না বলে থাকা যায় না। সেই শান্ত নদীর মতো চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে চিরকাল সব গোলমাল করে ফেলেছে আমাদের স্মার্ট হিরো। এমনিতে ‘নাম তো শুনাহি হোগা’ গোছের হাবভাব হলেও নায়িকার সামনে ‘মুঝে মাফ করদো’-তেই আটকে গেছে দুজনের প্রেম। যাকগে, এই প্রেম দিবসে ওরা দুজন ওদের মনের কথা বিনিময় করবে কি না, তা নিয়ে ওরা আর পাঠক বরং কিছুটা ভাবতে থাকুক। ততক্ষণে আরেক চরিত্র মেঘার দিকে নজর ঘোরানো যাক।

এবার প্রেক্ষাপট শান্তিনিকেতন। এখানে প্রেমে পড়ে না, এমন মানুষ কম। তাই শহর ছেড়ে শান্তিনিকেতনে আসার বা বন্ধুত্ব হওয়ার কয়েকদিন পর থেকেই পরিচিতরা সকলে যা বোঝার বুঝেছিল। সবাই দেখতে পেত সবুজের সমারোহে মেঘা আর রাজদীপের শিক্ষা ভবন-কলা ভবনের প্রেমটা ঠিক যেন রাজ-সিমরানের মতোই।

ভাবছেন রবিঠাকুর আর শাহরুখ খান! ভয়ংকর কম্বিনেশন। তাতে কী, আমাদের মতো রাতজাগাদের দল সন্ধেবেলা দিব্যি একটা কিংখানের সিনেমা দেখে হাততালি দিয়ে রাতে চোখ ভিজিয়ে ফেলে রবীন্দ্রসংগীতে। রাজ প্রায় সাড়ে চার বছরে সাড়ে চারশোবার মেঘার সামনে নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করেছে। তবে আমাদের নায়িকা বড্ড বেশি ভাবুক। ওর দিক থেকেও উত্তর ‘না’ নয়। তবু কেন কে জানে, তাঁর মনের সেই ‘হ্যাঁ’-টা কথায় ফোটে না। প্রেমে যদি বন্ধু হারিয়ে যায়!

ভালোবাসার নিজস্ব জটিলতায় যদি ঘুণ ধরে বন্ধুত্বের সারল্যে। রাজ ওর কাছে নিজের ঘরের মতো। সত্যিই ঘর বাঁধতে গিয়ে যদি মনের ঘর হারিয়ে যায়। মেঘা এগোতে পারে না।

লেখক মাত্রই নিষ্ঠুর। তাই আগের দু’জোড়া গল্প ইন্টারভালে রেখে আমি পরের কোনও জুটি খুঁজছি। এগারো ক্লাসের পরে আর বইখাতা ছোঁয়ার সুযোগ হয়নি দেবুর। বরং পাঁচজনের সংসারের দায়িত্ব ছিল ঢের বেশি। পাহাড় ঘেরা চা বাগানের লাইন বস্তির ছোট ঘরে সে তার অঞ্জলির স্বপ্ন দেখে। ‘ভ্যালেন্টাইন্স ডে’-র তারিখের হিসেব ওদের গুলিয়ে যায়। শুধু মনে থাকে ফ্যাক্টরি থেকে ফেরার পথে রোজেরকাটানো কিছুটা সময়। সেসময়টা রোজই তাদের ভালোবাসার দিন।

ভালোবাসার শহরে, গ্রামে কিংবা মফসসলে এভাবেই রোমান্সের বাদশা ছড়িয়ে দেন নিজের ম্যাজিক। তাঁর অদৃশ্য জাদুকাঠির ছোঁয়ায় পৃথিবীর সব রাহুলরা পূজাদের বলার সাহস পায়। সব দ্বিধা কাটিয়ে কাছাকাছি আসে রাজ-মেঘারা।

ভাববেন না, আমার কেবল ‘হ্যাপি এন্ডিং’ পছন্দ। তবে এই গল্পে রাখিনি টিনা, আমন বা নয়নাদের। যে চরিত্ররা সরে যাওয়ার পরই অন্য গল্প শুরু হয়। এদের কেউ নিজেদের গল্প অন্য কোনও চিত্রনাট্যে সাজিয়েছে, কেউ আবার অল্প সময়েই বিদায় নিয়েছে। কখনো-কখনো এমন ফাঁকি চলে। ‘প্যায়ার এক হি বার হোতা হ্যায়’দের ভিড়ে ওরা নেই।

দিনশেষে বাস্তবের জঙ্গলে তৈরি হয় দেবু-অঞ্জলিদের ছোট ঘর। সেই ঘরে পড়ন্ত বিকেলে রঙিন টিভিতে একদিন সেজে উঠবে স্বপ্নের সর্ষেখেত। বিনিময় হবে সেই ‘থ্রি ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ডস।’

থাকলে বিশ্বাস, জিতবে প্রেম

অনুপম দাস

সবাইকে একটা গল্প বলি। কীভাবে আমাদের ভালোবাসার জয় হল, সেই গল্প। এটাকে অবশ্য সত্যিকারের কাহিনী বলাই ভালো। আমাদের কাহিনী। হয়তো আমাদের মতো আরও অনেকের।

যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। আমরা একসঙ্গে বাড়ি থেকে স্কুলে যেতাম। বেশ ভালো বন্ধুত্ব ছিল। তখন তো আর বুঝতাম না ভালোবাসা কী জিনিস। কিন্তু রেশমি অন্য কারও সঙ্গে কথা বললে আমার ভীষণ রাগ হত। যখন ক্লাস এইটে উঠলাম, হঠাৎই একদিন ওকে নিজের ভালোলাগার কথা জানিয়ে দিলাম। প্রথমে সংকোচবোধ করলেও পরে ও সম্মতি জানায়।

শুরুতে সব ঠিকঠাক থাকলেও ক্লাস নাইনে ওঠার পর লেখাপড়ার জন্য আমাকে আলিপুরদুয়ারে মামাবাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দশম শ্রেণি পর্যন্ত ওখানে কেটেছে। এখনকার মতো মোবাইল তখন এতটা সহজলভ্য ছিল না। মাঝেমধ্যে কথা হত। যখন বাড়িতে আসতাম, কোনও বার দেখা হত, কোনও বার হতই না।

মাধ্যমিকের পর অবশেষে ঘরে ফেরা। তারপর থেকে সম্পর্ক ধীরে ধীরে গভীর হতে শুরু করে। আমি কোচবিহার পলিটেকনিকে ভর্তি হলাম। পরের বছর ও ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজে। দুটো একদম পাশাপাশি। দেখা হত রোজদিন। ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করার পর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রির জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাই। গ্র্যাজুয়েশনের পর রেশমি ভর্তি হয় কোচবিহার পলিটেকনিকে।

এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চললেও এক বছর পর পরিস্থিতি পুরো বদলে গেল। হঠাৎই সম্বন্ধ দেখতে শুরু করে ওর বাড়ি থেকে। সম্পর্ক বাঁচানোর প্রাণপণ লড়াইয়ে নামি আমরা। শেষপর্যন্ত বাড়ির অমতে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। যদিও কখনও এমন ইচ্ছে আমাদের ছিল না। বিয়ের পর ও পলিটেকনিকের গার্লস হস্টেলে থাকত আর আমি কলকাতায়। এবার ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হতে শুরু করলাম। যাদবপুরের পড়া শেষ করে কোচবিহারে আসার কিছুদিন আগে দুই বাড়ি থেকে সব ঠিকঠাক হল। তারা আমাদের মেনে নিল।

এখানে ফিরে আমি একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ শুরু করি। এছাড়া ছোট থেকেই ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সেই সূত্র ধরে ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে টিকিট পাই। মানুষ ভরসা রেখেছিলেন। জনসেবার পাশাপাশি পেশা হিসেবে নিজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি অফিস খুলেছি। কিছুদিন আগে আমাদের ঘর আলো করে মা লক্ষ্মী এসেছে। এখন আমরা সপরিবারে খুব ভালো রয়েছি।

আজকাল অনেককে বলতে শুনি, ছোটখাটো কারণে সম্পর্কে বিচ্ছেদ আসে। আবার কারও কারও মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি ঢুকে পড়ে। আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, একে অপরের প্রতি বিশ্বাস রাখাটা ভীষণ জরুরি। সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে হবে দু’পক্ষকেই। তাহলে আর কোনও কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। অভিভাবকদেরও বলছি, আপনারা দয়া করে সন্তান ও তাদের অনুভূতি বুঝতে শিখুন। পছন্দ-অপছন্দকে মর্যাদা দিন। তাহলে হয়তো আমাদের মতো হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে হবে না ওদের।

আমাদের জীবনে কম ঝড়ঝাপটা আসেনি। দীর্ঘ সময় আমরা দূরে ছিলাম। টালমাটাল পরিস্থিতিতে ও আমার ওপর ভরসা রেখেছিল। কথা দিয়ে সেটা রাখতে জানলে আর ভালোবাসা নিখাদ হলে সেই সম্পর্কে চিড় ধরে না। বাকিটা না হয় ভাগ্যদেবতার ওপর ছেড়ে দিন। আমার বিশ্বাস তোমরা সম্পর্ক নিয়ে সৎ হলে, তিনি সহায় হবেন-ই।

আজ ভ্যালেন্টাইন্স ডে

প্রিয়জনকে ভালোবাসতে নির্দিষ্ট কোনও দিনের প্রয়োজন হয় না ঠিকই, তবে এই দিনটি বিশেষভাবে উদযাপিত হয় বিশ্বজুড়ে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমের অনুভূতিটা একেবারে আলাদা। মন দেওয়া-নেওয়া থেকে হৃদয়ভাঙার স্মৃতি কমবেশি সকলের। প্রেমিক-প্রেমিকা ছাড়াও তো নানা সম্পর্কে জড়িয়ে আমরা। সেখান থেকেও ভালোবাসা পেয়েছি সেই ছোট্টবেলা থেকে। সবমিলিয়ে এই সপ্তাহে ‘ক্যাম্পাস’-এর ক্যানভাসে প্রেমের রামধনু।

কী যে করি, ভেবে মরি

তমোঘ্ন ব্রহ্ম

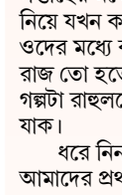

আজকাল হাবিজাবি যে কোনও কিছু একটা নিয়ে ভাবতে বসা হৃদয়হরণের এক নতুন বদভ্যাস। এই যেমন ধরুন মানিব্যাগের আস্তে আস্তে দেহ রাখবার মতো অবস্থা হচ্ছে। অনেকে বহুবার বলেছে পালটে ফেলতে, হৃদয়ও সেটা মানে। কিন্তু প্রতিবার পালটাতে গিয়ে কী যেন ভেবে আর পালটায় না। তারপর ধরুন জুতো জোড়ার ওপরেও শেষ তিন বছরে কম ধকল যায়নি। এবার অবসর চায় তারাও, কিন্তু নতুন কিনতে গিয়ে ভাবতে বসে সেখানেও আটকে যায়। এসবের জন্য আজকাল নিজের ওপর বড্ড রাগ হয় হৃদয়ের।

আজ তাই ঠিক করেছে এর একটা উপযুক্ত কারণ খুঁজে বের করবেই, কেন ওর এই আটকে থাকা। হঠাৎ খেয়াল হল, আজ তো ভ্যালেন্টাইন্স ডে। মনে পড়ল দু’বছর আগের এরকম এক ফেব্রুয়ারির দুপুরের কথা। তখন সদ্য সদ্য ওর আর সাগরিকার ‘লোকে কী ভাববে’ অসুখ সেরেছে। সাহস নিয়ে ঘুরতে গিয়েছে লেকের ধারে। হঠাৎ একটা বাচ্চা বেশ কিছু গোলাপ এনে বলল, ‘দাদা আমার থেকে ফুল নিয়ে দিদিকে দাও।’ কিছু না ভেবেই হৃদয় মানিব্যাগ বের করে ফেলে। খেয়াল ছিল না, অনেক খুচরো পয়সা অগোছালো অবস্থায় রয়েছে ভেতরে। ব্যাস, মুহূর্তে সব মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে গেল। সেদিন প্রথম সাগরিকাকে ওরকমভাবে হাসতে দেখেছিল হৃদয়।

তারপর স্মৃতির গলিপথ ধরে ফিরে এল, সে বছরের সরস্বতীপুজোর দিনটি। নতুন জুতো পরে সাগরিকার পায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। তখন আজীবন পিটপিটে হৃদয় বিন্দুমাত্র না ভেবে ওকে নিজের জুতোটা খুলে দিয়ে বলেছিল, ‘তুই এটা পর, অল্প রাস্তা আমি খালি পায়ে চলে যাব।’ এসব ভাবতে ভাবতে হেডফোনটা যখন কানে লাগাতে যাবে, তখন খেয়াল হল রাতে ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার কথা। একদিনও এমন হয়নি, যখন এই বেচারাকে দুজনের মধ্যে ভাগ হতে হয়নি।

নিজের অজান্তেই ‘তবুও যদি তুমি আসতে চাও’ গানটা চালাল এবার। মোবাইলটিকে হাতে নিয়ে মনে মনে ভাবল, এই ব্যাটাই বা কম কিছুর সাক্ষী নাকি? প্রথম কথা হওয়া, তারপর ধীরে ধীরে কথা বলার সময় বেড়ে যাওয়া, হারিয়ে ফেলার ভয়ে সব বলে দেওয়া, সারাদিনের খুঁটিনাটি দুজনকে জানানো থেকে শেষবার গলার আওয়াজ শোনা-সবটা ওরা দুজন ছাড়া শুধু এই-ই জানে। এবার ধীরে ধীরে হৃদয় নিজের এই আটকে রাখার কারণ খুঁজে পাচ্ছে। হেডফোনে তখন অন্য গান বাজছে...‘হে সখা, মম হৃদয়ে রহো’।

আচমকা বোন দোয়েল বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দেওয়ায় হকচকিয়ে গেল সে। ‘দাদা স্যর আজ সবাইকে মিষ্টির প্যাকেট দিয়েছে, দরজা খোল।’ দাদাকে তার পছন্দের পনিরের সিঙ্গাড়া দিয়ে দোয়েল বলল, ‘স্যরের ছেলে তথাগতদা বিরাট চাকরি নিয়ে বিদেশ যাচ্ছে।’ নামটা শুনে ভ্রূ কোঁচকাল হৃদয়ের। ওর চার বছরের সিনিয়ার তথাগত বসু, ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। ওর প্রিয় টিবি দা। ব্রেকআপের ধাক্কা সামলাতে না পেরে উচ্চমাধ্যমিকের আগে নিজেকে সবার থেকে আলাদা করে নিয়েছিল। এতদিন পর তার নাম শুনে বেশ অবাক হল হৃদয়। ‘‘না, বস ‘ঠুকরাকে মেরা প্যায়ার’ গানটি দেখছি একটু বেশি সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছে’’, এই কথা ভেবে টিবি দার সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখা করবে বলে ঠিক করল হৃদয়।

দাদা-বোনের কথায় কথায় তারপর এল রাহুলের নাম। দোয়েলের ছোটবেলার বন্ধু। ছেলেটা নাকি অনেকটা শাহরুখ মার্কা রোমান্টিক। ওর প্রেম বেশ চর্চিত ছিল বন্ধু মহলে। হঠাৎ বিচ্ছেদের পর সবাই চিন্তায় পড়ে যায়, ভুলভাল কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে না বসে। সেই ছেলে নাকি ব্রেকআপের এক মাস পেরোনোর আগেই দিব্যি অন্য এক সুন্দরীর হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেচারা হৃদয়হরণ, উত্তর খুঁজতে বসেছিল। এতজনের এত কথা শুনে আরও বেশি প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে গেল।

অনুভূতি কি শুধু একটি সম্পর্কের জন্য?

গোপীকৃষ্ণ সামন্ত

‘ভালোবাসা’- চার অক্ষরের একটা শব্দ। কিন্তু এই শব্দের যদি ব্যাখ্যা তোমাকে করতে দেওয়া হয়, কী বলবে?

উত্তর ভাবতে ভাবতে অনেকে হয়তো কলেজ জীবনে একবার ঢুঁ মেরে আসবে। তারপরেও উত্তর দিতে গিয়ে এটার সঙ্গে ওটার লড়াই বেধে যাবে মাথার ভেতর। যতজনকে প্রশ্ন করা হবে, ততজন ততভাবে ভালোবাসার সংজ্ঞা দেবে। আসলে মহাশূন্যের শেষ যেমন চোখে দেখা যায় না, ঠিক তেমন চার অক্ষরের শব্দটির আক্ষরিক অর্থকে সংজ্ঞায়িত করা হয়তো সম্ভব নয়।

‘ভালোবাসা’ শব্দটি এসেছে প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ‘LEUBH’ থেকে। যার অর্থ, যত্ন বা আকাঙ্ক্ষা। তাহলে এখন প্রশ্ন, এই যত্ন বা আকাঙ্ক্ষা আমাদের কার কার প্রতি আসতে পারে। শুধুই কি প্রেমিক বা প্রেমিকা? না, একেবারে নয়।

কারও সন্তানের প্রতি, কারও বাবা-মায়ের প্রতি। কেউ হয়তো বলবে, বন্ধু, শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রীর প্রতি। আসলে এক-একজনের প্রতি যত্ন বা আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সুতরাং যারা আফসোস করে যে, কলেজে তাদের প্রেম হয়নি বা জীবনে ভালোবাসার অভাব, আদতে সেটা ভুল ধারণা। নানাভাবে নানা সম্পর্ক থেকে ভালোবাসা অনুভব করেছে ওরাও।

আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী রবার্ট স্টার্নবার্গ ভালোবাসাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি মনে করেন, দুই বন্ধুর মধ্যে যদি প্রকৃত অনুভূতি থাকে, তাহলে তাদের মধ্যেও ভালোবাসা জন্মাতে পারে। সেক্ষেত্রে সেটা হবে বন্ধুত্বমূলক ভালোবাসা। প্রতিশ্রুতি ছাড়া ভালোবাসাকে তিনি মোহের আখ্যা দিয়েছেন। তবে যে কোনও সম্পর্কের শুরুর দিকে এমনটা হতে পারে বলে তাঁর ধারণা। অন্যদিকে, আবেগপূর্ণ ভালোবাসাকে তিনি আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণের তীব্র অনুভূতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। এছাড়াও সহানুভূতিশীল প্রেম এবং অপ্রত্যাশিত ভালোবাসার সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন।

আমরা প্রেম বা ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে একটা সপ্তাহকে বিশেষভাবে পালন করি। অনেকেই হয়তো এই পালনের সঠিক কারণ জানে না, তবুও ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে দেয়। গোলাপ দিয়ে শুরু তারপর প্রপোজ, চকোলেট, টেডি, প্রতিশ্রুতি, আলিঙ্গন ও চুমু দিবসের পর আসে ‘শো স্টপার’ ভ্যালেন্টাইন্স ডে। একবার ভেবে দেখো তো, এসব কি শুধুই প্রেমিক বা প্রেমিকার জন্য?

জীবনে প্রথম গোলাপ কবে কিনেছিলে মনে আছে? হয়তো কোনও এক শিক্ষক দিবসে পকেটমানি বাঁচিয়ে টিউশনে যাওয়ার পথে প্রিয় স্যর বা ম্যামের জন্য কেনা হয়েছে ছোট্টবেলায়। মনে পড়ে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের পর বাবা চকোলেট কিনে দিয়েছিলেন। তারপর বাড়ি পৌঁছে দুটোর একটা তুলে দিয়েছিলে মায়ের হাতে। কারণ, তিনি না থাকলে ভালো ফলটাই হত না।

এরপর কোনও এক শীতের সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় ঘুরতে গিয়ে বোন বা ভাইয়ের জন্য একটা টেডি বিয়ার কিনেছিলে আর সেটা হাতে পেয়ে অনুজের যারপরনাই খুশি দেখে মন ভরে গিয়েছিল তোমার।

প্রতিশ্রুতি তো আমরা ছোট থেকেই দিয়ে আসছি। ‘পরেরবছর থেকে ভালো রেজাল্ট করব’, ‘কাল থেকে এই ভুল আর হবে না’ ইত্যাদি ইত্যাদি। ফেয়ারওয়েলের দিন কলেজে বেস্টফ্রেন্ডের সঙ্গে আলিঙ্গন কিংবা বিদায়বেলায় শিক্ষকের স্নেহভরা আলিঙ্গনের মাধুর্য কি আর বলে বোঝানো যায়। কপালে মায়ের এঁকে দেওয়া চুমুর তুলনা হয় না আর হবেও না। ভালোবাসা সপ্তাহের প্রতিটা দিন জড়িয়ে আমাদের সঙ্গে। সেই ছোটবেলা থেকে।

গোয়েন্দা প্রধান তুলসীর সঙ্গে আলোচনা মোদির

বৈঠকের মুখে চাপ 'বন্ধু' ট্রাম্পের

ওয়াশিংটনে পা রাখার পর মোদিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা। পরে তুলসী গাভার্ডের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী।

ওয়াশিংটন, ১৩ ফেব্রুয়ারি : দু-দিনের সফরে বৃহস্পতিবার আমেরিকা পৌঁছোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন ভোররাতে তাঁর বিমান ওয়াশিংটন ডিসির মাটি ছুঁয়েছে। বিমানবন্দরের ভিতরে তাঁকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানায় ট্রাম্প সরকার। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জানিয়েছেন, অদূর ভবিষ্যতে 'পারস্পরিক শুল্ক নীতি' অনুসরণ করবে তাঁর দেশ। অর্থাৎ, যে দেশ মার্কিন পণ্যের ওপর যে পরিমাণ কর চাপাবে আমেরিকাও সেই দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর সমপরিমাণ কর বসাবে। এদিকে বৈঠকের আগে খবর, ১৫ ফেব্রুয়ারি অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের দ্বিতীয় একটি বিমানে ফেরত পাঠাতে পারে ট্রাম্প প্রশাসন।

এদিন সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প লিখেছেন, 'তিনটি দুর্দান্ত সপ্তাহ, সম্ভবত সর্বকালের সেরা, তবে আজই সবচেয়ে বড়, পারস্পরিক শুল্ক!!! আমেরিকাকে আবারও মহান করে তুলুন'। ভারতে মার্কিন পণ্যের ওপর চড়া করের হার নিয়ে ট্রাম্পের অভিযোগ নতুন নয়। মোদির আমেরিকা সফরের সূচনায় তাঁর পোস্ট থেকে স্পষ্ট যে, ভারত করের হার না কমালে আগামী দিনে এদেশ থেকে রপ্তানি করা পণ্যে চড়া হারে কর বসাতে পারে ট্রাম্প সরকার।

টেসলা, এক্স ও স্পেসএক্সের মালিক এলন মাস্ক এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন পুঁজিপতি বিবেক রামস্বামীর সঙ্গেও আলাদাভাবে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে কূটনৈতিক মহলের নজর রয়েছে মোদি-ট্রাম্প বৈঠকের দিকে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার মধ্যরাতে সেই বৈঠক হওয়ার কথা।

ক্ষমতায় এসেই চিন, কানাডা ও মেক্সিকো থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর চড়া হারে কর বসিয়েছেন ট্রাম্প। প্যালেস্তিনীয়দের সরিয়ে দিয়ে গাজায় রিসর্ট ও ঝাঁ চকচকে অফিস তৈরির কথা জানিয়েছেন। ভারতীয় পণ্যের ওপরেও কর বসানোর বার্তা দিয়েছেন। আমেরিকায় বেআইনিভাবে থাকা ভারতীয়দের দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ, পাকিস্তান ইস্যুতে বাইডেন সরকারের বিদেশনীতি থেকে সরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন সফর সবদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। চলতি সফরে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া ভারতীয় পণ্যকে চড়া করের হাত থেকে রক্ষা, ভারতে বিনিয়োগ, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি, অভিবাসন সমস্যার মোকাবিলা এবং দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভূ-রাজনৈতিক বিষয়গুলি স্বাভাবিকভাবে গুরুত্ব পাবে।

বুধবার মার্কিন সেনার প্রথামাফিক অভিবাদন গ্রহণের পর বিমানবন্দরে উপস্থিত উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে পরিচিত হন মোদি। বিমানবন্দরের বাইরে তাঁকে দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু প্রবাসী ভারতীয়। সেই ভিড় রাস্তার দু-ধার দিয়ে চলে গিয়েছিল ব্লেয়ার হাউস পর্যন্ত। ওয়াশিংটনের এই পাঁচতারা হোটেলেই প্রধানমন্ত্রীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এদিন ব্লেয়ার হাউসের বাইরে উপস্থিত ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তিনি। তোলেন সেলফিও।

শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে বসার কথা। সেই বৈঠকের আগে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তথা পুরোনো বন্ধু তুলসী গাবার্ডের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। নতুন দায়িত্বের জন্য তুলসীকে শুভেচ্ছা জানান। বৈঠকে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার পাশাপাশি একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে কূটনৈতিক সূত্রে খবর। আলোচনা শেষে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর তুলসী গাবার্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ওয়াশিংটনে আমাদের মধ্যে বৈঠক হয়। ভারত-মার্কিন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে আমরা মত বিনিময় করেছি। তুলসী সবসময় দু-দেশের বন্ধুত্বের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এই বন্ধুত্বকে আরও মজবুত করার ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি।' বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের নিরিখে মোদি-তুলসী বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

মোদির মার্কিন সফরের রেশ ধরে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের প্রশ্ন, ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে ভারতীয়দের হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে দেশে ফেরত পাঠানো এবং প্যালেস্তাইন ইস্যু নিয়ে কি মোদি সরব হবেন? উত্তর মেলেনি।

লোকসভায় পেশ নতুন আয়কর বিল

'২৬-এর এপ্রিল থেকে কার্যকর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বাজেট বক্তৃতায় দেওয়া 'প্রতিশ্রুতি' পালন করলেন নির্মলা সীতারামন। বৃহস্পতিবার লোকসভায় নতুন আয়কর বিল পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী। ২০২৬-এর ১ এপ্রিল থেকে এই আয়কর আইন কার্যকর হওয়ার কথা। আইনের বিধি-বিধানগুলি বিজ্ঞপ্তি জারি করার দিন থেকে কার্যকর হবে।

বিলটি ৬ দশকের পুরোনো আয়কর আইনকে প্রতিস্থাপিত করবে। কর কাঠামো আগের চেয়ে সরল হবে। ১৯৬২-তে কার্যকর বর্তমান আয়কর আইনের অনুপাতে এদিন পেশ হওয়া বিলে ধারার সংখ্যা অবশ্য বেড়েছে। ২৩টি অধ্যায়ে ৫৩৬ ধারা যুক্ত হয়েছে। এখন যার সংখ্যা ২৯৮। সময়সূচিও ১৬-এর বদলে ১৮ হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে ৮২৩ পাতার আয়কর আইন সংকুচিত হয়ে ৬২২ পাতায় এসেছে। বিলে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় ধারাগুলির উল্লেখ রয়েছে। এখন আয়কর জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে 'অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার' এবং 'প্রিভিয়াস ইয়ার'-এর নিরিখে হিসেব কষতে হয় বিলে তাকে 'ট্যাক্স ইয়ার' বলা হয়েছে।

রিটার্ন দাখিলের সময় ২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৪ বছর করার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এছাড়া ইপিএফ এবং এনপিএসের আওতায় কর ছাড়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। বিমা, মিউচুয়াল ফান্ড এবং অবসর প্রকল্পগুলিতেও আগের চেয়ে বেশি করছাড় পাওয়া যাবে। ব্যবসায়ীদের জন্যও উপহার রয়েছে আয়কর বিলে। এখন ব্যবসায়ীদের কর দিতে হয় সাধারণ অর্থবর্ষ অনুযায়ী। বিলে বলা হয়েছে, ব্যবসা যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেই দিন থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ট্যাক্স ইয়ার শুরু হবে এবং তা শেষ হবে ওই অর্থবর্ষের শেষ দিনে। আয়কর দাতাদের রকমারি সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি কর ফাঁকির ক্ষেত্রে কড়া শাস্তির বিধান রয়েছে বিলে।

সীতারামন জানিয়েছেন, যাঁরা কর দেন না বা ফাঁকি দেন তাঁদের চড়া হারে জরিমানা দিতে হবে। এ বাবদ সুদও গুনতে হতে পারে। যার পরিমাণ নেহাত কম হবে না। তবে রাজনৈতিক দলের আয় এবং নির্বাচনি ট্রাস্টগুলি করের আওতার বাইরে থাকবে। শর্তসাপেক্ষে করমুক্ত থাকবে কৃষিক্ষেত্র থেকে আয়। ধর্মীয় ট্রাস্ট বা নথিভুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে দেওয়া আর্থিক সাহায্য আগের মতোই কর ছাড়ের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো ভার্চুয়াল ডিজিটাল সম্পদ থেকে কর আদায়ের জন্য বিলে একাধিক নিয়মের উল্লেখ রয়েছে। এই ধরনের বিনিয়োগ অপ্রকাশিত আয় বলে বিবেচিত হবে।

একনজরে

- বিলটি বর্তমান আয়কর আইনকে প্রতিস্থাপিত করবে
- 'অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার' এবং 'প্রিভিয়াস ইয়ার'-এর বদলে 'ট্যাক্স ইয়ার'
- রিটার্ন দাখিলের সময় ২ বছর থেকে বেড়ে ৪ বছর
- ইপিএফ এবং এনপিএসের আওতায় কর ছাড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি। বিমা, মিউচুয়াল ফান্ড এবং অবসর প্রকল্পগুলিতে বেশি কর ছাড়
- ব্যবসা যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেই দিন থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ট্যাক্স ইয়ার এবং তা শেষ হবে ওই অর্থবর্ষের শেষ দিনে
- কর ফাঁকির ক্ষেত্রে কড়া শাস্তির বিধান
- ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগজাত সম্পদ অপ্রকাশিত আয় বলে ধরা হবে

দলিত পড়ুয়ার কাটা হল দু'হাত

চেন্নাই, ১৩ ফেব্রুয়ারি : দলিত পড়ুয়ার দু'টি হাত কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠল তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গাই জেলায় উচ্চবর্ণের তিন তরুণের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি বুধবারের।

পুলিশ জানিয়েছে, আক্রান্ত ছাত্রের নাম আয়াস্বামী একটি সরকারি কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। বুধবার কাকা ভূমিনাথনের বাড়ি থেকে বাইকে করে ফেরার পথে উচ্চবর্ণের তিনজন তাঁর পথ আটকে দাঁড়ায়। অভিযোগ, প্রথমে তাঁকে জাত তুলে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। কেন তাঁকে গালিগালাজ করা হচ্ছে জানতে চেয়ে আয়াস্বামী প্রতিবাদ করলে প্রথমে রাস্তায় ফেলে তাঁকে মারধর করা হয়। অভিযোগ, মারধর চলাকালীন আচমকাই এক তরুণ ধারালো অস্ত্র বের করে আয়াস্বামীর ওপর হামলা চালায়।

স্থানীয় এক ব্যক্তি আয়াস্বামীকে বাঁচাতে ছুটে এলে তাঁকেও আক্রমণ করে দুষ্কৃতীরা। হামলাকারী তিন তরুণ আয়াস্বামীকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। তারপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর দু'হাত কেটে ফেলে। রক্তাক্ত অবস্থায় আয়াস্বামীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিন অভিযুক্ত বিনোদ, এশ্বরন এবং বল্লারাসুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আয়াস্বামীর মা জানিয়েছেন, হামলার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় গ্রামবাসীরা। তাঁরাই আয়াস্বামীকে দ্রুত উদ্ধার করে মাদুরাই রাজাজি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসা চলছে আক্রান্ত তরুণের।

ঘটনার পর সিপকট থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) অনুযায়ী ২৯৪(বি), ১২৬, ১১৮(১), ৩৫১(৩) ধারায় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার, বেআইনি বাধা, গুরুতর আঘাত ও অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন সহ নানা অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া মামলা হয়েছে তপশিলি জাতি ও উপজাতি (নির্যাতন প্রতিরোধ) আইনের ৩(১)(আর) এবং ৩(১)(এস) ধারায়।

কমল হাসান রাজ্যসভায়

চেন্নাই, ১৩ ফেব্রুয়ারি : তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকে রাজ্যসভার সাংসদপদে অভিনেতা কমল হাসানকে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিল। চলতি বছরের জুনে তামিলনাড়ু থেকে ছ'টি সাংসদপদ খালি হবে। ডিএমকে-র কোটা থেকে অভিনেতা কমলকেই বেছে নেওয়ার খবর জানিয়েছেন স্বয়ং স্ট্যালিন-পুত্র। বৃহস্পতিবার অভিনেতার বাড়িতে গিয়েছিলেন তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন। তিনি কমল হাসানকে অভিনন্দন জানান। মুখ্যমন্ত্রী-পুত্র পরে এক্স হ্যান্ডেলে বিষয়টির উল্লেখ করে জানিয়েছেন, 'কমল হাসান স্যারের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে আজ সৌজন্য সাক্ষাৎ হল। তিনি উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। আমাদের কথা হয়েছে শিল্প ও রাজনীতি নিয়ে।' কমল হাসানের পার্টি এমআইএম-এর অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট দুজনের বৈঠকের ছবি শেয়ার করেছে।

রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে বাংলাদেশে হিন্দু নিগ্রহ

এবার কাঠগড়ায় ইউনূস জমানা

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ দমনে মানবতাবিরোধী অপরাধে যুক্ত ছিলেন বলে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনের দপ্তর (ইউএনএইচসিএইচআর)-এর রিপোর্টে জানানো হয়েছে। তা নিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের! প্রচারও চলছে নিরন্তর। কিন্তু এই ঢাক পেটানোর জেরে শান্তিতে নোবেলজয়ীর আমলে কীভাবে বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু সহ সংখ্যালঘু এবং জনজাতিদের ওপর বেলাগাম নির্যাতন, অত্যাচার করা হয়েছে তা ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'জুলাই-অগাস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় এবং হাসিনার দেশত্যাগের পরও হিন্দু সম্প্রদায়, আহমেদিয়া মুসলিম এবং চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার জনজাতিদের ওপর ধর্মোন্মাদদের ভিড় হামলা চালিয়েছে। তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। উপাসনাস্থলেও আক্রমণ করা হয়েছে।'

তবে এদিন শেখ হাসিনাকে স্বৈরতন্ত্রী হিসেবে দেগে দিয়ে তাঁকে ফিরে পেতে মরিয়া অন্তর্বর্তী সরকার। এদিন বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মোহাম্মদ রফিকুল আলম জানিয়েছেন, প্রত্যর্পণ চুক্তিকে সামনে রেখে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীকে দেশে ফেরানোর জন্য ভারতকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। কূটনৈতিক পত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথিপত্রও পাঠানো হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত নয়াদিল্লির তরফে এই কোনও জবাব আসেনি বলে জানিয়েছেন রফিকুল। রফিকুল বলেন, 'ওই প্রতিবেদনটি যে-কোনো মানুষের বিবেকে ধাক্কা দেবে। প্রতিবেশী ভারতও বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে বলে আশা করি।'

ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাস এখনও জেলে বন্দি। হিন্দুদের মন্দিরে হামলা, অগ্নিসংযোগের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। নয়াদিল্লির তরফে বিষয়টি নিয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও তাতে কর্ণপাত করেনি ইউনূস সরকার। উলটে বিষয়টিকে রাজনৈতিক রং লাগানোর সাফাই দেওয়া হয়েছে।

সংসদে কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং বলেছিলেন, গত বছর ২৬ নভেম্বর থেকে এবছর ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত হিন্দুদের ওপর হামলার ৭৬টি ঘটনা ঘটেছে। হিন্দু মন্দিরে হামলা হয়েছে ১৫২টি। ২৩ জন হিন্দুর প্রাণহানি হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বুরাশরডুবি, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাটে তিনটি মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হিন্দুদের বাড়িঘর, দোকানপাট, মন্দিরে নির্বিচারে হামলা চালানো হয়। ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, দিনাজপুর সহ সিলেট, খুলনা এবং রংপুরেও হামলা চলে। এই হামলাগুলির নেপথ্যে জামাত-ই-ইসলামি এবং বিএনপি-র কর্মী, সমর্থক, স্থানীয় নেতারাও জড়িত ছিলেন। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, হামলার জেরে ভিটেমাটি ছেড়ে প্রায় ৪ হাজার হিন্দু বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকতে চাইলেও কাঁটাতারের এপারে তাঁদের বাধা দেয় বিএসএফ। সীমান্ত থেকেই ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাঁদের ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

লখনউয়ের একটি বিয়েবাড়িতে হঠাৎ আগমন লেপার্ডের। তাকে দেখে প্রাণ বাঁচাতে দৌড় কনে সহ অন্যদের।

ধনকরের ইমপিচমেন্ট বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ভিএইচপি-র অনুষ্ঠানে বিতর্কিত মন্তব্যের দায়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শেখর যাদবকে ইমপিচ করার প্রস্তাব নিয়ে বৃহস্পতিবার শোরগোল পড়ল রাজ্যসভায়। ৫৫ জন বিরোধী সাংসদ ওই বিচারপতির অপসারণের দাবি তুলে একটি ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব দিয়েছিলেন গতবছর।

নির্দল সাংসদ কপিল সিবালের আনা ওই প্রস্তাবে কংগ্রেসের পি চিদম্বরম, দিগ্বিজয় সিং, জয়রাম রমেশ, বিবেক তংখা ও রণদীপ সিং সুরযেওয়ালা, আপের সঞ্জয় সিং ও রাঘব চাড্ডা, তৃণমূলের সাকেত গোখলে ও সাগরিকা ঘোষ, আরজেডি-র মনোজ ঝা, সপার জাভেদ আলি খান, সিপিএমের জন ব্রিটাস এবং সিপিআইয়ের সন্দোষ কুমারের সই রয়েছে। ওই প্রস্তাব নিয়ে ধনকর এদিন বলেন, 'গতবছর ১৩ ডিসেম্বর আমি একটি নোটিশ পেয়েছি। ৫৫ জন রাজ্যসভার সাংসদের সই সম্বলিত ওই নোটিশে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শেখর যাদবকে সংবিধানের ১২৪(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অপসারণের দাবি তোলা হয়েছে। এই বিষয়ে সংবিধানগতভাবে এক্তিয়ার রয়েছে শুধুমাত্র রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এবং পরিস্থিতি তেমন হলে সংসদ ও রাষ্ট্রপতির।'

বিষয়টি ইতিমধ্যে রাজ্যসভার সেক্রেটারি জেনারেল সুপ্রিম কোর্টের সেক্রেটারি জেনারেলকে জানিয়েছেন। বিচারপতি শেখর যাদব ভিএইচপির অনুষ্ঠানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির সমর্থনে মুখ খুলেছিলেন। এরপরই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক বাধে। যার জেরে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন কলেজিয়াম এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অরুণ বনশালিকে চিঠি লিখে বিচারপতি যাদবের কাছে জবাবদিহি চায়। বিচারপতি যাদব অবশ্য দাবি করেন, তিনি বিচারবিভাগীয় কোনও নীতি লঙ্ঘন করেননি। রাজ্যসভার বিরোধী সাংসদদের অভিযোগ, বিচারপতি যাদব উসকানিমূলক মন্তব্য করেছেন এবং সংবিধান লঙ্ঘন করে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদে প্ররোচনা দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে একফ্রেমে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। বৃহস্পতিবার রাইসিনা হিলসে।

অপরাজিতা বিল নিয়ে দ্রৌপদীর দ্বারস্থ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : অপরাজিতা বিলকে দ্রুত কার্যকর করার আর্জি নিয়ে এবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দ্বারস্থ হল তৃণমূলের সংসদীয় প্রতিনিধিদল। বৃহস্পতিবার জোড়াফুলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, দোলা সেন, মহুয়া মৈত্র, প্রতিমা মণ্ডল সহ মোট ১১ জন সাংসদ রাষ্ট্রপতি ভবনে যান। রাষ্ট্রপতির হাতে একটি দু-পাতার স্মারকলিপিও তুলে দেন তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর সুদীপবাবু বলেন, 'গত ৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে ধর্ষণ-বিরোধী অপরাজিতা বিল পাশ হয়েছিল। তাতে বিরোধীরাও সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু এখনও রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে বিলটির অনুমোদন মেলেনি।' সুদীপবাবুর সাফ কথা, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং বিলটির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরি। ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানিয়েছি। রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমাদের বক্তব্য শুনেছেন। তাঁর মধ্যে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।'

যদিও অপরাজিতা বিল নিয়ে তৃণমূলের এই তৎপরতাকে কটাক্ষ করে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'নির্ভয়া আইন তো ছিলই। তারপরেও এই বিল শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।' আরজি কর কাণ্ডের পর গত বছর সেপ্টেম্বরে রাজ্য বিধানসভায় ধর্ষণ-বিরোধী 'অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড বিল ২০২৪' পেশ করা হয়। কিন্তু তারপর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন না পাওয়ায় বিলটি কার্যকর করানো যায়নি। এদিন এতজন মহিলা সাংসদকে একসঙ্গে দেখে রাষ্ট্রপতি তাঁদের বলেন, 'এতজন মহিলা একসঙ্গে? যদিও আপনারা সকলেই খুবই পরিচিত মুখ। তবুও আরও একবার নিজেদের কথা বলুন।'

সমস্যা নেই নিয়ন্ত্রণরেখায়, আশ্বাস সেনার

শ্রীনগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি)-তে যুদ্ধবিরতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বুধবারের 'ভারী গোলাগুলি চলার' ঘটনা অস্বীকার করে ভারত। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখায় দুই দেশের সেনার মধ্যে সমঝোতা মেনে যুদ্ধবিরতি চুক্তি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কৃষ্ণা ঘাটি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছে পাকিস্তান। হামলার পর পাকিস্তানকে পালটা জবাব দিয়েছে ভারতও।

সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'কিছু বিচ্ছিন্ন ক্রস-এলওসি গুলিবর্ষণ ও সন্দেহজনক আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে বটে। তবে ভারী অস্ত্রের লড়াই হয়নি। এলওসিতে এ ধরনের ছোটখাটো ঘটনা নতুন কিছু নয়।' সংঘর্ষ নিয়ে ইতিমধ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে উপযুক্ত পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে এবং সতর্কতার সঙ্গে নজরদারি চালানো হচ্ছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী উচ্চপর্যায়ের সতর্কতা বজায় রেখে এলওসি-তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।'

হিমন্তকে পালটা তোপ গৌরবের

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : লোকসভায় কংগ্রেসের সহকারী দলনেতা গৌরব গগৈয়ের স্ত্রী এলিজাবেথ কলবার্নকে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের এজেন্ট বলে অভিযোগ করেছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা। জবাবে গৌরব বুধবার বলেছেন, 'আমার স্ত্রী যদি আইএসআই এজেন্ট হয়, তবে আমি 'র' (ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা)-এর এজেন্ট।'

এলিজাবেথের বিরুদ্ধে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ১২ বছর ধরে যুক্তরাজ্যের নাগরিক এলিজাবেথ। শুধু তা-ই নয়, তিনি এমন এক সংস্থায় (ক্লাইমেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড নলেজ নেটওয়ার্ক, সংক্ষেপে সিডিকেএন) কাজ করেছেন, যার সঙ্গে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর যোগাযোগ ছিল।

বিজেপির মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায়ও দাবি করেন, এলিজাবেথ পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান উপদেষ্টা তৌকির শেখের অধীনে ইসলামাবাদে কাজ করেছেন।

মার্কিন ধনকুবের জর্জ সোরোসের একটি সংস্থার সঙ্গেও তাঁর যোগ রয়েছে। জবাবে লোকসভায় রাহুলের ডেপুটি বলেন, 'হাস্যকর অভিযোগ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে।'

জেড নিরাপত্তা দলাই লামার

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : নোবেল শান্তিজয়ী দলাই লামা জেড ক্যাটিগোরি নিরাপত্তা পেলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বৃহস্পতিবার এই নিরাপত্তা দিল। আধ্যাত্মিক নেতার জীবনসংশয়ের সম্ভাবনার কথা ইনটেলিজেন্স ব্যুরো(আইবি)-র রিপোর্টে আছে। সতর্কতামূলক এই বার্তা পাওয়ার পর কেন্দ্র দলাই লামার জন্য জেড নিরাপত্তা মঞ্জুর করেছে। এর ফলে ৩৩ জন সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মী পাচ্ছেন তিব্বতীয়দের ধর্মগুরু। হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় দলাই লামার বাসভবন ঘিরে থাকবেন নিরাপত্তাকর্মীরা। এই নিরাপত্তা ২৪ঘণ্টার জন্য। স্বভাবতই নিরাপত্তাকর্মীদের শিফট থাকবে। কমান্ডোদের সঙ্গে থাকবেন স্ট্যাটিক গার্ডরাও।

বিরোধী দাবি মানতে রাজি শা

ওয়াকফে হইচই সংসদে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : তুমুল হট্টগোলের মধ্যেই সংসদের উভয়কক্ষে বৃহস্পতিবার পেশ হল ওয়াকফ সংশোধনী বিল সংক্রান্ত জেপিসি রিপোর্ট। তাঁদের অসম্মতি বা ডিসেন্ট নোট ছাড়াই ওই রিপোর্ট পেশ করার অভিযোগ তুলে হইচই বাধিয়ে দেয় বিরোধীরা। শেষমেশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বিরোধী বেঞ্চকে আশ্বাস দেন, সংশোধনীতে বিরোধীদের দাবি মেনে নিয়েই নতুন করে ফের বিল পেশ করা হবে। এদিন জেপিসি চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল ওয়াকফ সংশোধনী বিলের হিন্দি এবং ইংরেজি সংস্করণ লোকসভায় পেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে সুর চড়ান বিরোধীরা। সেইসময় লোকসভায় উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। কংগ্রেস, তৃণমূল, সপা সাংসদরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

তখন তাঁদের শান্ত করতে অমিত শা বলেন, 'কিছু বিরোধী সদস্য আপত্তি জানিয়েছেন যে তাঁদের ডিসেন্ট নোট ওই সংশোধনীতে সংযুক্ত করা হয়নি। আমি আমার দলের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানাচ্ছি, সংসদীয় রীতিনীতি অনুযায়ী তাঁদের আপত্তিগুলি যতটা উপযুক্ত মনে হয়, তা রিপোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে। আমার দলের এতে কোনও আপত্তি নেই।' রাজ্যসভাতেও বিলটি ঘিরে একই ছবি দেখা যায়। বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে জেপিসি রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমাদের দল কখনও এই ধরনের রিপোর্ট মেনে নেবে না। অনেক সংসদ সদস্য জেপিসিতে তাঁদের ডিসেন্ট নোট জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলো কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এটি গণতন্ত্রবিরোধী। এই সংসদ কখনও এই ভুয়ো রিপোর্ট গ্রহণ করবে না। আমি অনুরোধ করছি, যদি ডিসেন্ট নোট বাদ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে রিপোর্টটি আবার জেপিসিতে পাঠানো হোক এবং সংসদ সদস্যদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করার পর পুনরায় উপস্থাপন করা হোক।'

তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সুস্মিতা দেবও বিলটির বিরোধিতা করে বলেন, 'আজ কমিটির যে রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়েছে, তার ওপর থাকা ডিসেন্ট নোটগুলি কালো কালি বা সাদা কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। যদি এই দেশকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক মনে করা হয়, তাহলে সবার মতামত থাকা উচিত। আমাদের মতামত কীভাবে লুকিয়ে রাখা হয়? আমরা এর বিরুদ্ধে আজ রাজ্যসভায় প্রতিবাদ জানিয়েছি।'

আকাশ কাঁপাচ্ছে ভারতীয় বিমানবাহিনীর সুখোই সু-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমান। বেঙ্গালুরুতে এরো ইন্ডিয়া ২০২৫-এ।

পাহাড়-সমতলে শীত বজায় থাকবে

মাঘের পরও হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় বিদায় নয়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বসন্তপঞ্চমী দিয়ে শীতের বিদায় এবং বসন্তের কড়া নাড়া- এটাই বাঙালির চিরন্তন ধারণা। এবছর কিন্তু সেই ধারণা বদলে দিচ্ছে প্রকৃতির মতিগতি। বৃহস্পতিবারই ছিল মাঘের শেষ দিন। তারপর? আপাতত আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, এবছর মাঘের পরেও শীতের বিদায় অনিবার্য নয়। বরং ফাল্গুনে উত্তরবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় শীতের দাপট বজায় থাকার সম্ভাবনা জোরালো।

পরিস্থিতি যে দিকে গড়াচ্ছে, তাতে ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি পাহাড়ের পাশাপাশি বৃষ্টির জলে ভিজতে পারে সমতলের মাটিও। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে এবার শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী, বলছেন আবহবিদরা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'এই অঞ্চলে শীত নির্ভরশীল ঝঞ্ঝার ওপর। সাম্প্রতিককালে একের পর এক ঝঞ্ঝার আগমন ঘটছে, সেসবের প্রভাবে আরও কিছুদিন ঠান্ডার প্রকোপ থাকবে।'

> এই অঞ্চলে শীত নির্ভরশীল ঝঞ্ঝার ওপর। সাম্প্রতিককালে একের পর এক ঝঞ্ঝার আগমন ঘটছে, সেসবের প্রভাবে আরও কিছুদিন ঠান্ডার প্রকোপ থাকবে।
>
> গোপীনাথ রাহা

কুয়াশায় ভরা শীতের সকাল। -ফাইল চিত্র

তুষারপাতের টানে সিকিম পাহাড়ে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা। কিন্তু সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে গিয়ে মাঝেমধ্যে বিপত্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। যেমন, বুধবার রাতে নাথু লা এবং ছাংগুতে এতটাই ভারী তুষারপাত হয় যে, বৃহস্পতিবার এই দুটো পর্যটনস্থলে কোনও গাড়ি পৌঁছাতে পারেনি। বরফের চাদরে সড়ক ঢেকে যাওয়ায় ২০ মাইলের পর পারমিট ইস্যু করেনি সিকিম প্রশাসন। ধারাবাহিকভাবে তুষারকণা আছড়ে পড়তে থাকায় শুক্রবার পারমিট পাওয়া নিয়ে সংশয়ে পর্যটকরা।

সিকিম পাহাড়ের আঁচ পড়েছে দার্জিলিং পাহাড়েও। দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি কালিম্পংয়ের কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাতের খবর মিলছে। পাহাড়ে বৃষ্টির জেরে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকেছে সমতলে। এমন পরিস্থিতি যে আরও কয়েকদিন থাকবে, তা আকাশের মতিগতি দেখে আন্দাজ করা যায়। অর্থাৎ রোদ-কুয়াশায় ভ্যালেন্টাইন্স ডে এবছর জমে ক্ষীর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, দুপুরে কিছুটা রোদের দেখা মিললেও আগামী তিনদিন সকাল এবং রাতে কুয়াশার দাপট থাকবে। এর মধ্যেই আনাগোনা বাড়বে মেঘের।

অর্থাৎ গরম পোশাক তুলে রাখার সময় এখনও আসেনি, অন্তত হিমালয় সংলগ্ন উত্তরে।

এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যানকে কোর্টের ভর্ৎসনা

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : 'আদালতের নির্দেশ পালন না হলে এবার জেলে পাঠাতে হবে', কড়া ভর্ৎসনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের। উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগের নির্দেশ কার্যকর না করায় নিগমের চেয়ারম্যানের ভূমিকায় বৃহস্পতিবার অসন্তোষ প্রকাশ করল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত বৃহস্পতিবার নির্দেশ দেয়, ২২ জনকে অবিলম্বে নিয়োগ দিতে হবে। এই নির্দেশ কার্যকর না হলে চেয়ারম্যানকে সশরীরে আসার নির্দেশ দেবে আদালত। প্রধান বিচারপতি এদিন মন্তব্য করেন, 'আবেদনকারীদের বয়সের ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম হওয়া ও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট জমা না দেওয়ার অজুহাতে নিয়োগ আটকে রাখা যাবে না।'

২০১১ সালে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমে ৩৪ জন অস্থায়ী কর্মীকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাজ হারানোর পর শিল্প ট্রাইবিউনালে মামলা করেছিলেন তাঁরা। ২০১৪ সালে তাঁদের পক্ষে রায় দেয় ট্রাইবিউনাল। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে যায় রাজ্য। একক বেঞ্চ ট্রাইবিউনালের রায় বহাল রাখে। তারপর ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। ডিভিশন বেঞ্চ সেই রায় বহাল রাখে। শেষমেশ সুপ্রিম কোর্টে যায় নিগম। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়। এরপর হাইকোর্টে নিগমের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেন এই কর্মীরা। আদালত তাঁদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই নির্দেশ এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এদিন প্রধান বিচারপতি তাই মন্তব্য করেন, 'আপনাদের আচরণ খুব খারাপ। ট্রাইবিউনাল এমনকি উচ্চ আদালতের নির্দেশও আপনারা পালন করছেন না।' আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে দাবি করেন, তাঁদের বয়স ৬০ হয়েছে। এখন নিয়োগ না করলে আর কী করবেন এঁরা। চেয়ারম্যান আদালতের নির্দেশকে পালন করতে চাইছেন না তা স্পষ্ট।

গ্রেপ্তার তিন

কিশনগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার ভোরে উত্তরবঙ্গের ইসলামপুর থেকে বাংলাদেশে পাচারের সময় একটি ট্রাক থেকে বারোটি উট বাজেয়াপ্ত করল। ঘটনায় পুলিশ চালক সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ গোপনে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে ৩২৭-ই আরারিয়া-খড়িবাড়ি সড়কের বাহাদুরগঞ্জের আজাদ চকে আরারিয়ার দিক থেকে আসা একটি উত্তরপ্রদেশ নম্বরের ট্রাক আটক করে। তার ভিতর থেকে বারোটি উট উদ্ধার হয়। বৈধ নথিপত্র না থাকায় ট্রাকটির চালক ও খালাসি গ্রেপ্তার হয়। ধৃতরা হল মিরাটের বাগপতের বাসিন্দা মহম্মদ শাহজাদ ও মহম্মদ বিকার। অন্যজনের নাম জানানো হয়নি।

ইকো সেনসিটিভ জোন

পরিধি বাড়ানো নিয়ে আপত্তি টিপা'র

নাগরাকাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : মহানন্দা অভয়ারণ্যকে ঘিরে ইকো সেনসিটিভ জোনের পরিধি বাড়ানোর কেন্দ্রীয় সরকারের খসড়া বিজ্ঞপ্তির ওপর বেশ কিছু আপত্তির কথা জানাচ্ছে চা বণিকসভা টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। এতে চা বাগানগুলি মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হবে বলে দাবি। বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে টিপা জানিয়েছে, প্রস্তাবিত ওই সম্প্রসারণ সুচিন্তিতভাবে করা উচিত। চা বণিকসভাগুলির পক্ষ থেকে এব্যাপারে তাঁদের মতামত বন দপ্তরের কাছে জমাও দেওয়া হয়েছে। ওই প্রস্তাবিত ইকো সেনসিটিভ জোন রাজ্যের টি ট্যুরিজম প্রকল্পকেও ব্যাহত করবে বলে দাবি।

টিপা'র চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনশাল বলেন, 'হাতির চলাচলের ক্ষেত্রে বর্তমানে বড়সড়ো পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমার ইস্টার্ন বাইপাস ও শালবাড়ি এলাকাকে ইকো সেনসিটিভ জোনের ক্ষেত্রে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এছাড়াও ইকো সেনসিটিভ জোনের ক্ষেত্রে একটি এলাকার নিজস্ব আর্থসামাজিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় নেই। যা রাজ্যের টি ট্যুরিজম নীতির পরিপন্থী।'

এর আগে ২০২৪-এর ৬ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রকের পক্ষ থেকে মহানন্দা অভয়ারণ্যকেন্দ্রিক ইকো সেনসিটিভ জোনের খসড়া বিজ্ঞপ্তি জারি করে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলের মতামত আহ্বান করা হয়। ওই জোনের পরিধি ৪০৫.২৮ বর্গ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে খসড়ায় ৫৩৯.৮৬ বর্গ কিলোমিটারের প্রস্তাব রাখা হয়। চা বাগানের সমস্যাকে তুলে ধরে চা বণিকসভাগুলির প্রতিনিধিরা বিষয়টি নিয়ে গত ৪ ও ১০ জানুয়ারি শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে দুটি বৈঠক করেন। গত ২৪ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপালের (বন্যপ্রাণ) সঙ্গেও তাঁদের একটি বৈঠক হয়। এরপর চা বণিকসভার প্রতিনিধিদের নিয়ে চা বাগানের সমস্যা তুলে ধরতে একটি কমিটি গঠন করা হয়। গত ৫ ফেব্রুয়ারি ওই কমিটি দার্জিলিংয়ের ডিএফও'র সঙ্গে বৈঠক করে। সেখানে প্রস্তাবিত ইকো সেনসিটিভ জোনের চা শিল্পের সরাসরি প্রভাব সহ বাণিজ্যিক, আর্থসামাজিক ও শিলিগুড়ি চিকেন নেকের ওপর নিরাপত্তা সংক্রান্তও বিনিয়োগের প্রভাবগুলির কথা তুলে ধরা হয়।

> হাতির চলাচলের ক্ষেত্রে বর্তমানে বড়সড়ো পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমার ইস্টার্ন বাইপাস ও শালবাড়ি এলাকাকে ইকো সেনসিটিভ জোনের ক্ষেত্রে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
>
> **মহেন্দ্র বনশাল**
> *চেয়ারম্যান, টিপা*

ভালোবাসা বাঁচাতে ধর্ম বদল

প্রথম পাতার পর

দুজনের কোনও অভিভাবক সেদিন সঙ্গে ছিলেন না। অতএব ৫০০ টাকা দিয়ে অচেনা একজনকে নিজেদের অভিভাবক সাজিয়ে বিয়ের আইনি কাগজে সই।

এপর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। তারপরই কাহানি মে টুইস্ট। দুজনে কোচবিহারে রয়েছে বলে লাজমেরিকার বাড়ির সদস্যরা খবর পান। সেখানে গিয়ে দুজনকে পাকড়াও করে শীতলকুচিতে নিয়ে আসা হয়। বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য সুশান্তকে নানাভাবে চাপ দেওয়া শুরু হয়। হুমকিতে কাজ না হওয়ায় মারধর। ভালোবাসাকে টিকিয়ে রাখতে সুশান্ত সবই দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেন। পরে যখন তাঁকে ধর্ম পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হয়, সুশান্ত আর 'না' করেননি। আর এই সূত্রেই তাঁর শামিম রহমান হয়ে ওঠা। লাজমেরিকার পরিবারই এরপর দুজনকে সামাজিকভাবে বিয়ে দেয়।

তারপর থেকে দুজনে ভালোই আছেন। এক পুত্রসন্তানের সুবাদে পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেড়ে তিন হয়েছে। এভাবে ধর্ম পরিবর্তন করে কোনও আফসোস হয়? শামিম অপকট, 'ধর্মে কীই বা আসে যায়। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। সব সামলে যদি সেই মানুষ ভালো থাকতে পারে তবে তার থেকে ভালো আর কিছুই হতে পারে না।' স্ত্রীকে নিয়ে ভালো থেকে শামিম সেটাই প্রমাণ করে দিয়েছেন।

ভারতরত্ন দেওয়া হোক রায় সাহেবকে

প্রথম পাতার পর

তৎকালীন সামাজিক গোঁড়ামি ছিল পাথরের দুর্গের চেয়েও মজবুত। অকুতোভয় পঞ্চানন সেই গোঁড়ামির দুর্গে নিরন্তর আঘাত হেনে দুর্বল করে তুলেছিলেন। নারী স্বাধীনতা, কৃষি সংস্কার, রাজবংশী তরুণদের সৈনিকবৃত্তির পেশায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, শিক্ষা সংস্কার ইত্যাদি বহুবিধ পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে বিপ্লব এনেছিলেন পঞ্চানন। রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় পরিচয়কে সুপ্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে একটি জাতিকে কুলীন সমাজের উপেক্ষা থেকে স্বতন্ত্র করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সাহসের সঙ্গে তৎকালীন সমাজকে উপেক্ষা করে ধর্ষিতাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন পঞ্চানন। জেলায় জেলায় নারী আশ্রম বা নারীকল্যাণ সমিতি স্থাপন করার কথা বলেছিলেন। অত্যাচারিত নারীদের স্বনির্ভর হওয়ার পথ বাতলে দিয়েছিলেন। তিনি 'নারী রক্ষা সেবক দল' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ক্ষত্রিয় সমিতিতে 'নারী রক্ষা বিভাগ'ও খুলেছিলেন। আর জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য রচনা করেছিলেন ঐতিহাসিক 'ডাংধরি মাও' গান বা কবিতা।

উত্তরবঙ্গের ভিতরে আর একটি স্বতন্ত্র উত্তরবঙ্গ আছে অবিভক্ত বঙ্গের সেই উত্তরবঙ্গকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন রায় সাহেব। সাম্প্রতিক সময়ে শাসক, বিরোধীদের কাছে মনীষী পঞ্চানন হয়ে উঠেছেন ভোট রাজনীতির উপাদান। সভা, সমিতি করে, মূর্তি গড়ে কে কত বড় পঞ্চানন অনুরাগী তা প্রমাণ করার প্রতিযোগিতা চলছে। তবে পঞ্চাননের সংস্কার, তাঁর ভাবনা বাস্তবায়িত করার দায় কেউ কাঁধে তুলে নিচ্ছেন না। কয়েক দশকেও রায় সাহেবকে নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায়তনিক চর্চা আশানুরূপভাবে এগোয়নি। পঞ্চানন ও তাঁর কালকে নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা বলতে যা বোঝায় তা আঙুলে গোনা যাবে।

আজ একটি জাতিকে আলোর দিশা দেখানো এক স্বপ্নদ্রষ্টার জন্মদিন। সমাজ সংস্কার তো বটেই শুধুমাত্র নারী স্বাধীনতা আন্দোলন বা কর্মকাণ্ডের জন্যই মনীষী পঞ্চানন বর্মাকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মান দেওয়া উচিত। অনেক দেরি হয়েছে। আর দেরি না করে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হোক বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারককে।

পঞ্চাননের জন্মভিটে আজও উপেক্ষিত

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : উদাসীনতায় পড়ে রয়েছে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মভিটে। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে আজও রায় সাহেবের বাড়ি অধিগ্রহণ করেনি রাজ্য সরকার। যে কারণে ক্ষোভ ছড়িয়েছে সব মহলেই। শুক্রবার উত্তর-পূর্ব ভারতের এই প্রবাদপুরুষের ১৬০তম জন্মদিবস। ইতিমধ্যে নানা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি চলছে। বাম আমলেই সরকারি উদ্যোগে মাথাভাঙ্গা পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে মনীষীর ব্রোঞ্জের মূর্তি বসানো হয়েছিল। তাঁর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য তাঁর নামাঙ্কিত সরকারি স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে। অথচ শীতলকুচি ব্লকের খলিসামারিতে তাঁর জন্মভিটে আজও উপেক্ষিতই রয়ে গিয়েছে।

খলিসামারির যে বাড়িতে পঞ্চানন বর্মার জন্ম, পড়াশোনা ও বেড়ে ওঠা এবং পরবর্তীকালে তাঁর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যে বাড়ি ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটি এখন রীতিমতো ভগ্নপ্রায়। খসে পড়ছে ঘরের বেড়া এবং টিনের চালা। জন্মভিটে সংলগ্ন জমিতে সরকারি উদ্যোগে সংগ্রহশালা তৈরি হলেও বাড়িটি কার্যত নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। দীর্ঘদিন সংস্কার নেই। ভগ্নপ্রায় সেই বাড়িতে বর্তমানে বাস করেন মনীষীর উত্তরসূরি কয়েকটি পরিবার।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা পঞ্চানন অনুরাগীরা মনীষীর জন্মভিটে পরিদর্শন করতে এসে বাড়ির হতশ্রী চেহারা দেখে হতাশ হয়ে ফেরেন। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও মন্ত্রীরা পঞ্চানন জন্মভিটে পরিদর্শন করে নানা রকম সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু পঞ্চানন বর্মার স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটি যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গিয়েছে।

মনীষীর উত্তরসূরি সমীরকুমার বর্মা ও তিমিরকুমার বর্মা একযোগে বলেন, প্রথমদিকে আমরা আশাবাদী হলেও এখন হতাশ। আমাদের আর রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীদের প্রতি এব্যাপারে কোনও ক্ষোভ নেই। কারণ ওঁরা তো বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই গিয়েছেন কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। সমীর বলেন, 'ঠিক করেছি নিজেদের আর্থিক ক্ষমতা যেদিন হবে আমরাই আমাদের পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটি সংস্কার করব।'

শুধু বাড়িটিই নয়, সেখানে থাকা মনীষী পঞ্চানন বর্মা প্রবর্তিত শক্তি সঞ্চারিণী দেবীর মন্দিরটিরও জরাজীর্ণ অবস্থা।

পঞ্চানন অনুরাগী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'আমি সরকারকে অনুরোধ করব বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখুক। পাশাপাশি পঞ্চানন অনুরাগীদের বলব তাঁরাও বিষয়টি ভেবে দেখুন। কারণ সরকার সব কাজ করে না, অনেক সময় সমাজেরও কিছু দায়িত্ব থাকে।'

পঞ্চানন অনুরাগীদের তরফে দাবি উঠেছে, অবিলম্বে বাড়িটি অধিগ্রহণের পর সেটির চরিত্র পরিবর্তন না করে রক্ষণাবেক্ষণ করা হোক। গিরীন্দ্রনাথের আক্ষেপ, শুধু পঞ্চানন বর্মা নিয়ে অনেকেই রাজনীতি করেন এবং তাঁর নাম ভাঙিয়ে শিরোনামে আসতে চান। কিন্তু জন্ম ভিটের সংস্কার বা এখানকার উন্নয়ন কেউ চান না।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে মমতার বার্তা

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহার ও তুফানগঞ্জ পুরসভায় দলের কাউন্সিলারদের মধ্যে ডামাডোলের ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দলীয় কাউন্সিলাররা তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে তাঁকে পদ থেকে অপসারণ করেছেন। দলের মধ্যে এই ধরনের দ্বন্দ্ব রাখা যাবে না বলে সোমবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীউদয়ন গুহকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন মমতা। তারপরও তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যানকে অপসারণ করায় বিষয়টি ভালো চোখে দেখছে না দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। অবিলম্বে কোচবিহার ও তুফানগঞ্জ পুরসভায় এই ধরনের দ্বন্দ্ব বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও উদয়ন গুহকে ফোন করে নির্দেশ দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।

নবান্নে চা-বৈঠক ১৮ ফেব্রুয়ারি

নাগরাকাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের চা শিল্প কেন্দ্রিক শীর্ষ বৈঠকের ডাক দিল শ্রম দপ্তর। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি নবান্নতে মুখ্যসচিবের উপস্থিতিতে বৈঠকটি হবে। এতে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকও থাকবেন।

ইতিমধ্যেই শ্রম দপ্তরের টি অ্যান্ড জুট সেলের পক্ষ থেকে বড় চা বাগানগুলির বণিকসভা, ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের কাছে বৈঠকে হাজির থাকার চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। একই চিঠি গিয়েছে টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের কাছেও। অনলাইনে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে চা বাগান অধ্যুষিত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসকদেরও। এতে ডাক দেওয়া হয়েছে চা গবেষণাকেন্দ্রের (টিআরএ) সম্পাদককেও।

১৮ তারিখের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'চা শিল্প নিয়ে রাজ্য সরকার যে সিরিয়াস তা গুরুত্বপূর্ণ ওই বৈঠক সহ স্বাস্থ্যবান্ধব চা উৎপাদন নিশ্চিত করতে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমেই পরিষ্কার। আমরা আমাদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরব।' নর্থ বেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ভরত জয়সওয়াল বলেন, 'আমাদের সভাপতি ভজহরি ভৌমিক বৈঠকে যোগ দেবেন।'

মিলল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর দেহ

নকশালবাড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বন্ধ ঘরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর দেহ উদ্ধার করা হল। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচবস্তি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম অর্পিতা মণ্ডল। সে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খালপাড়া এলাকার বাসিন্দা। এলাকারই এক বান্ধবীর বাড়িতে মেলে অর্পিতার দেহ।

অর্পিতার বাবার মৃত্যু হয়েছে বছর পাঁচেক হল। মায়ের সঙ্গে থাকত সে। মা রূপা মণ্ডল নকশালবাড়ির একটি রেস্টুরেন্টের কর্মী। নকশালবাড়ি নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল অর্পিতা। হাতিঘিসায় তার পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর একদিন আগেই মাকে বলে অর্পিতা বান্ধবী সুজিতা শৈব্যের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। তার এভাবে মৃত্যু নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে চর্চা। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার দেহটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'অনেক কষ্ট করে মেয়েকে পড়াশোনা করাচ্ছিলেন মা। এভাবে মারা গেল কেন বুঝতে পারছি না। পুলিশ বিষয়টি ভালো করে খতিয়ে দেখুক।'

অর্পিতার মা রূপা বলেন, 'চিকিৎসক বলেছেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মেয়ে মারা গিয়েছে। আমি আর কোনও অভিযোগ দায়ের করব না।'

ট্রাফিক নিয়মের পাঠ পুলিশের

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : কখনও বাইকচালক এবং তাঁর পেছনে বসা আরোহী- দুজনেই হেলমেটবিহীন, কখনও আবার একজনের মাথায় থাকছে না হেলমেট। এমন নিয়মভঙ্গকারীদের জরিমানা করাই নিয়ম। তবে বৃহস্পতিবার অন্য ছবি দেখা গেল ভেনাস মোড়ে।

সেখানে হেলমেট ছাড়া অবস্থায় চলা বাইক, স্কুটারের চালক ও যাত্রীদের থামিয়ে তাঁদের সচেতন করেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'আমরা কিছুদিন ধরে সাধারণ মানুষকে ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করছি।'

রাষ্ট্রপতি শাসন

প্রথম পাতার পর

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিই এখন মণিপুর সরকারের যাবতীয় দায়িত্বে। তাঁর হয়ে কাজ করবেন মণিপুরের রাজ্যপাল। রাজ্যটিতে সর্বশেষ রাষ্ট্রপতি শাসন হয়েছিল ২০০১-এর ২ জুন। সে যাত্রায় মোট ২৭৭ দিন রাষ্ট্রপতি শাসন ছিল। এবার অবশ্য মণিপুরে এই সম্ভাবনা ছিলই। মেইতেই বনাম কুকি সম্প্রদায়ের হিংসায় ২১ মাস মণিপুর জ্বলছিল। সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থতার জন্য বারবার দাবি উঠলেও পদত্যাগ করেননি বীরেন। শেষপর্যন্ত গত রবিবার বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন। কিন্তু পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বাছতে হিমসিম খায় বিজেপি। দলের উত্তর-পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্বিত পাত্র লাগাতার দু-দিন ধরে চেষ্টা করেও ঐকমত্য তৈরি করতে পারেননি।

রাষ্ট্রপতি ভবনের গেজেট বিজ্ঞপ্তি সামনে আসতে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, 'মণিপুরের সমাজকে পুরোপুরি না হলেও সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব দেওয়া সত্ত্বেও তিনি মণিপুর সামলাতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভূ-পর্যটক প্রধানমন্ত্রী মণিপুরে যেতে পারেননি। শান্তিপ্রক্রিয়া শুরু করতে তিনি নারাজ থাকায় এই ঘটনা ঘটল।'

কালিম্পংয়ের নুডলস আর এক তিব্বতি মহাবিপ্লবী

প্রথম পাতার পর

থুকপা ভারতে প্রবেশ করে এই দম্পতির হাত ধরে।

অবিশ্বাস্য লাগছে এসব শুনতে? থন্ডুপ একবার বলেছিলেন, ভাইকে নিরাপদে ভারতে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর জীবনের সেরা কাজ। অথচ বিশ্বাস করা শক্ত একটা বাস্তবকে। দলাই লামার ছয় ভাইবোনের মধ্যে ইনিই ধর্মীয় জীবনযাপন করেননি। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মেরুন পোশাক পরেননি।

দলাই লামার আসল নাম তেনজিন গ্যাৎসো। তাঁর দাদা কিন্তু নাম পালটাননি। ভাইকে কেন্দ্র করে হিমাচলের ধরমশালার ভূগোলই পালটে গিয়েছে। কতশত লোক যান! কালিম্পংকে ওভাবে জনপ্রিয় করার পথে হাঁটেননি থন্ডুপ। ২০১০ সালের আগে তাঁর উপস্থিতি জানতই না কালিম্পংয়ের লোকেরা। ২০১৫ সালে দলাইয়ের ৮০ বছর পূর্তি। থন্ডুপ যান ধর্মশালায়। রঘু রাইয়ের এক অসাধারণ ছবি ছিল, যেখানে ভাই কী আনন্দে জড়িয়ে রেখেছেন দাদাকে। অতিথিদের কাছে পরিচয় করানোর সময় বলেছিলেন, 'ইনি আমার জীবনে ট্রাবল মেকার'। আসলে কালিম্পংয়ের 'নুডলস ম্যান' না থাকলে দলাই লামা দলাই লামা হতেন না। চিনের কারাগারে জীবন কাটাতে হত।

তিব্বতের হয়ে চিনের সঙ্গে কথা চালাতেন কে? থন্ডুপ।

সবার আড়ালে বেজিংয়ের পাশাপাশি নয়াদিল্লি, তাইওয়ান সিটি, ওয়াশিংটন, হংকংয়ের সঙ্গে কথা চালাতেন কে? থন্ডুপ।

আমেরিকায় তিব্বতিদের যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কে? থন্ডুপ। আমেরিকান নেতাদের সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ শুরু কার হাত ধরে? থন্ডুপ।

চিন-তিব্বতের কথাবার্তা শুরু করলেন কে? থন্ডুপ।

ভারতে নির্বাসিত তিব্বত সরকারের চেয়ারম্যান কে ছিলেন? থন্ডুপ।

সিআইএ-র সঙ্গে কথা বলে, আমেরিকান তিব্বতিদের অস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কে? থন্ডুপ।

সিআইএ'র সঙ্গে ইন্টারনেট, ফোনহীন বিশ্বে যোগাযোগ তৈরি কতটা কঠিন, সবাই বুঝবেন। থন্ডুপ অবশ্য বলতেন, 'আমি সিআইএ'র সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। ওরাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।' পরে আক্ষেপও ছিল সিআইএ কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। আর ভাইয়ের ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য নেহরুর সঙ্গে দেখা করা? ''ভাইরা দক্ষিণ তিব্বতে নির্বিঘ্নে পৌঁছেছে শুনে আমি দিল্লিতে সংসদে নেহরুর সঙ্গে দেখা করি। ওঁকে চিনি ১৯৪৯ সাল থেকে। আমি ভাইয়ের রাজনৈতিক আশ্রয়ের কথা বললে নেহরু হ্যাঁও বলেননি, নাও বলেননি। আমার দিকে তাকিয়ে বেশ জোর গলায় শুধু বলে ওঠেন, 'অবশ্যই'।''

এখন ভাবলে নিজেকে চূড়ান্ত ব্যর্থ মনে হয়। এমন বহু ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ভদ্রলোক! কালিম্পংয়ের রাস্তায় অনেকবার ঘুরে বেড়িয়েছি। জানতেই পারিনি, এত বিশ্বখ্যাত মানুষ সে শহরে থাকেন! কালিম্পংয়ে আট মাইল এলাকায় সেন্ট ফিলোমেনা গার্লস স্কুলের কাছে। তাঁর বাড়ির নাম তাকস্টের হাউস। তাকস্টের হল দলাই লামাদের জন্মভূমি, তিব্বতের ছোট গ্রাম।

বাড়িটা তিন একর জমির ওপর। দলাই লামার পুরোনো দাদার ইন্টারভিউ থেকে শুনলাম, ১৯৬৩ সালে জমি কিনেছিলেন সাত হাজার দুশো টাকা দিয়ে। বাড়ির মধ্যেই নুডলস কারখানা শুরু করেছিলেন ১৯৬৭ সালে। তখন কে জানত, সারা ভারতে সেই নুডলস একসময় রাজত্ব করবে? থন্ডুপের বইয়ে রয়েছে, শৈশবে তাকস্টেরের বাড়িতে মা তাঁকে শিখিয়েছিলেন, কীভাবে ময়দার মণ্ড থেকে লম্বা লম্বা নুডলস স্ট্রিপ বানানো যায়। থন্ডুপের বয়স তখন পাঁচ।

ভাই যত এগিয়ে গিয়েছেন পৃথিবীর রাজনীতিতে, তত যেন নিজেকে আড়ালে নিয়ে গিয়েছেন অন্তর্মুখী থন্ডুপ। ভাইয়ের আলো ছড়িয়েছে, দাদা আরও আঁধারে ঢুকে যেন হারিয়ে গিয়েছেন ইচ্ছে করে। যেমন স্বেচ্ছামৃত্যু নেয় লোকে। কালিম্পংয়ে নতুন প্রজন্ম তাঁকে চিনত নুডলস ম্যান হিসেবে। আত্মজীবনীর নামও তাই-- দ্য নুডলমেকার অফ কালিম্পং : আনটোল্ড স্টোরি অফ মাই স্ট্রাগল ফর টিবেট। সহ লেখক আমেরিকান অ্যান এফ থার্স্টন, যিনি মাও সে তুংয়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বই লিখে সাড়া ফেলেছেন।

২০০৮ সালে এক সাক্ষাৎকারে থন্ডুপ বলেছিলেন, 'তিব্বতিদের আশা ছাড়া উচিত নয়। আমাদের অধিকার নিয়ে চিনের সঙ্গে কথা বলতেই হবে। তিব্বত ইস্যু নিয়ে ভারত বা আমেরিকা চিনের সঙ্গে বসলে লাভ হবে না। তিব্বতকেই কথা বলতে হবে।' তিনি নিজে অবশ্য আশা ছেড়ে দেন দেং জিয়াও পিংয়ের মৃত্যুর পর। বলতেন, ''দেং নিজে তিব্বতিদের যন্ত্রণার কথা বুঝতেন। আন্তরিকভাবে চাইতেন, দলাই লামা তিব্বতে ফিরুন। তিব্বতি শরণার্থীরাও। কালিম্পংয়ের ভদ্রলোকের কথাতেই দেং ভারত-চিন সীমান্ত খুলে দেন। যাতে ভারতে আশ্রয় নেওয়া তিব্বতি শিক্ষকরা ফিরে যেতে পারেন তিব্বতে। তিব্বতি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, তার চর্চা দরকার। বহুচর্চিত দেং শুধু বলেছিলেন, 'তিব্বতে স্বাধীন দেশের প্রস্তাব মানব না। বাকি সব ব্যাপারে সাহায্য করব।''

ঠিক ছয় বছর আগে কাঠ-ইটের তৈরি থন্ডুপের কালিম্পংয়ের নুডলস কারখানা আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছিল। তখন দিনে ৩০০ থেকে ৪০০ কেজি নুডলস তৈরি হত। থন্ডুপ আশা ছাড়েননি পুনরুদ্ধারের। শুধু আক্ষেপ করতেন, 'দার্জিলিং, কালিম্পং, তিব্বত, ভারত সহ অনেক দেশের সব স্মৃতিচিহ্ন নষ্ট হয়ে গেল।' ভাবুন, ভদ্রলোক চিনা ভাষা শিখেছিলেন বেজিংয়ে, ইংরেজি শিখেছিলেন দার্জিলিংয়ে। আত্মজীবনীর নামটা তাঁর পছন্দ হয়নি। 'ওটা প্রকাশকদের দেওয়া। বইটার নাম হতে পারত ব্লাড অ্যান্ড টিয়ার্স।'

এক পাহাড়ি মানুষের ভিডিওয় দেখলাম, ওই তাকস্টের হাউসেই শেষকৃত্য চলছে রক্ত ও চোখের জলের সেই মহানায়কের। প্রায় ১২০০ নির্বাসিত তিব্বতি হাজির। মৃতদেহের আগে শাঁখ বাজাতে বাজাতে চলেছেন কেউ। দলাই লামা তাঁর দাদাকে বলেছিলেন, 'এখনই তুমি মরবে না। আমি আর তুমি দেশে ফিরব একসঙ্গে।' থন্ডুপের মৃত্যুর সময় দলাই লামা ছিলেন কর্ণাটকের বাইলাকুপের বৌদ্ধ মঠে। প্রার্থনাসভায় বলেছিলেন, 'আশা করব ওঁর দ্রুত পুনর্জন্ম হবে। তিব্বতেই জন্ম হবে ওঁর।'

শহর কালিম্পং তার প্রার্থনায় কী চাইবে?

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

কিউপিডের সৌজন্যে লক্ষ্মীলাভ

পারমিতা রায়

MONTE CARLO
FLAT 20% OFF
SUNDAYS OPEN
SWEATERS ★ JACKETS
LADIES COATS ★ SHAWLS
Pooja HINDUSTAN
Seth Srilal Market, Siliguri
Helpline No. 76991-99999

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র সকাল সকাল সেজেগুজে ডেট-এ বেরোবে কপোতকপোতী। বিশেষ দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলতে একে অপরকে তারা দেবে ফুলের তোড়া। সঙ্গে একটি উপহার থাকলে তো কথাই নেই, আনন্দে আত্মহারা হবে প্রিয়জন। সপ্তাহজুড়ে ভালোবাসা উদযাপনের পর অবশেষে অপেক্ষার অবসান। শুক্রবার শহর ও শহরতলিজুড়ে, গলির মোড়ে মোড়ে তাদের নিয়েই গল্প হবে।

তবে শুধু যুগলরা এই বিশেষ দিনটির অপেক্ষায় থাকেন, এমনটা নয়। এই গল্পে অনেক পার্শ্বচরিত্র রয়েছে। যেমন, সুচেতা সাহা। উপহার দেওয়ার জন্য চোখধাঁধানো নকশার ডালা, গিফটপ্যাক বানাতে পারদর্শী তিনি। বাড়িতে বসেই এ কাজ করেন সুচেতা। সাইনি ঘোষ নানা স্বাদের সব চকোলেট বিক্রি করেন আর রাজু কর্মকার বোবো বেলুন বিক্রেতা। সারাবছরে এই ভ্যালেন্টাইন্স উইকজুড়ে বাড়তি উপার্জনের সুযোগ মেলে। ১৪ ফেব্রুয়ারি বিক্রি বাড়ে কয়েকগুণ। এবারও তাই হবে, বৃহস্পতিবার আশাবাদী শোনাল ওঁদের সব্বাইকে।

চকোলেট

বেলুন বিক্রিতে ব্যস্ত ছিলেন রাজু, যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হল হিলকার্ট রোডে। একফাঁকে বললেন, 'এই ক'দিনে অনেকে নিজের প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে আমার কাছে। তার পছন্দমতো বেলুন কিনে দিয়েছেন। ছেলেমেয়েগুলোর খুশি দেখে নিজেরও ভালো লাগে।'

ভ্যালেন্টাইন্স উইক নিয়ে তরুণ প্রজন্মের উৎসাহ বিপুল। কারও

বোবো বেলুন

ভাবনা আবার একটু অন্যরকম। তাঁরা এই দিনে ভালোবাসার মানুষ হিসেবে বাবা-মা, ভাই-বোন কিংবা প্রিয় বন্ধু-বান্ধবীর জন্য বিশেষ কিছু করছেন। এদের প্রত্যেকের কথা মাথায় রাখতে হচ্ছে সুচেতাকে। সারাবছর এতটা কর্মব্যস্ততা থাকে না। ফেব্রুয়ারি পড়তেই একের পর এক অর্ডার আসতে শুরু করে। প্রায় প্রত্যেকদিন স্পেশাল গিফটপ্যাক তৈরি করছেন। কোনওটিতে থাকছে চকোলেট, কানের দুল, মালা ও টিপের পাতা। কোনওটিতে আবার রয়েছে কাস্টমাইজড ফুলের তোড়া, টেডি বিয়ারের সঙ্গে হ্যান্ডমেড কার্ড আর বুকমার্ক। ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম পেজের পাশাপাশি

ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র আগের দিন সেজেছে ফুলের দোকানও। -তপন দাস

হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও অর্ডার নিচ্ছেন তিনি। কারও ভালোবাসার মানুষের জন্য তাঁর মনমতো উপহার তৈরি করার অনুভূতি একেবারে আলাদারকম, জানালেন হায়দরপাড়ার ওই বাসিন্দা।

এসএফ রোডে অজয় ঘোষের ফুলের দোকান। ভ্যালেন্টাইন্স উইকে সদ্য সম্পর্কে জড়ানো থেকে একদশক পেরোনো যুগলের জন্য ফুলের তোড়া বানিয়েছেন তিনি।

কেমন অভিজ্ঞতা? বললেন, 'কয়েকশো তোড়া বানিয়েছি। এই তো বুধবার একজন এসেছিল। কথা শুনে যা বুঝলাম, হয়তো কাউকে প্রেম নিবেদন করবে। তারপর একটি ছেলেকে লাল আর সাদা গোলাপ দিয়ে তোড়া বানিয়ে দিলাম। সে তার আট বছরের সঙ্গীকে দেবে ওটা। শুধুই ব্যবসা হিসেবে দেখি না জানেন। পছন্দের মানুষকে দেওয়ার সময় কতজন কত অনুভূতি মাখিয়ে দেয় আমার বানানো তোড়ায়।'

এমন অনেক গল্পের সাক্ষী আরের ফুল বিক্রেতা সোহম পাল। জানালেন, দু'দিন আগে একজন গোলাপ কিনে নিয়ে গিয়েছিল তাঁর দোকান থেকে। তারপর এসে বলল,

গিফটপ্যাক

প্রেমিকার সূর্যমুখী বেশি পছন্দ। সেটা নাকি বেমালুম ভুলে গিয়েছিল সে। তাই ফুল বদলে নিয়ে গেল। এবছর বিক্রিবাটা বেশ ভালো হচ্ছে।

রোমান পুরাণে কিউপিড হল প্রেমের দেবতা। সেই কিউপিডের সৌজন্যে লক্ষ্মীলাভ হচ্ছে সুচেতা, সাইনি ও রাজুদের।

রেলিং ভেঙে বিপজ্জনক দশা সেতুর

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বিভিন্ন সময় মিলেছে প্রতিশ্রুতি। তারপর পেরিয়ে গিয়েছে একের পর এক মাস। কিন্তু বাস্তবে পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের নর্মদা বাগান এলাকার বেহাল সেতুর সংস্কার করা হয়নি। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেতু আরও বেহাল হয়েছে। সংস্কারের ব্যাপারে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ নজরে না পড়ায়, ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, শুধু ভোটের সময় রাজনৈতিক নেতারা এই সেতুর ব্যাপারে কথা বলেন। আর ভোট পেরিয়ে গেলে এই সেতুর দিকে কেউ ঘুরেও তাকায় না।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, 'সেতুর সংস্কারের ব্যাপারে এসজেডিএ'র সঙ্গে কথা হয়েছে। তবে এখনও কোনও টেন্ডার হয়নি। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।'

চম্পাসারি প্রধান রোডের সঙ্গে সংযোগকারী এই সেতু দিয়ে সমরনগর এলাকার বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। সেতুর সামনে গেলেই বেহাল পরিস্থিতি নজরে পড়বে। দুই পাশের রেলিং ভেঙে পড়ে রয়েছে। একসময় দুর্ঘটনা এড়াতে সেতুর দুই ধারে স্থানীয়রা বাঁশ লাগিয়ে দিয়েছিল। সেগুলোও কবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় অসীম দাস প্রায়ই এই সেতু দিয়ে যাতায়াত করেন। তিনি বলছিলেন, 'প্রায় ৮ বছর ধরে এই সেতু বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। ওই সময় পুরনিগমে বামেরা ক্ষমতায় ছিল। সেতু সংস্কারে তারা কোনও উদ্যোগ নেয়নি। পরবর্তীতে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরেও সেরকম কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ল না।'

এদিকে সেতুর যা পরিস্থিতি, যে কোনও সময় সেটি ভেঙে পড়বে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দাস। তিনি বলছেন, 'সাইকেল চালিয়ে উঠলেও এই সেতু কাঁপছে। এর পরেও কারও সেব্যাপারে নজর নেই। প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে এব্যাপারে নজর দেওয়া।'

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানঘর। বৃহস্পতিবার জলপাই মোড়ে। -সূত্রধর

মধ্যরাতে পুড়ল ছয়টি দোকান

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বিক্রিবাটা শেষে রাতে বাড়ি ফিরেছিলেন ওঁরা। তখনও হয়তো ভাবেননি লেলিহান শিখা গ্রাস করে নেবে এত কিছু। চোখের সামনে পুড়তে দেখতে হবে দোকানের সামগ্রী। বুধবার জলপাই মোড়ে মধ্যরাতের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হল পরপর ছয়টি দোকান। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে এসেছিলেন বৃহস্পতিবার। পরে বলেন, 'রাতে ওই দোকানগুলোর আলো বন্ধ ছিল। কীভাবে আগুন লাগল, সেটা দমকল ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করব।'

অগ্নিকাণ্ডের কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধন্দ। এপ্রসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত এক দোকানের মালিক চঞ্চল দাস বললেন, 'কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, দোকানের সামনে থাকা ট্রান্সফর্মার থেকে নাকি আগুনের ফুলকি বের হচ্ছিল। হয়তো সেখান থেকেই আগুন লেগেছে।' তবে, এদিন ঘটনাস্থলে আসা বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের একাংশের দাবি, 'দোকানে লাগা আগুন থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ট্রান্সফর্মারটি।'

চঞ্চলের কথায়, 'আমাদের এক প্রতিবেশী দোকান মালিক সুজিত দাসের কাছে রাত দুটো নাগাদ খবর আসে, আগুন লেগে গিয়েছে। এরপর যখন আমরা এসে পৌঁছালাম, দেখি দাউদাউ করে জ্বলছে সবকিছু। আমরা ফোন করার পর দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছায়।' তিনটে ইঞ্জিন দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। তবে ততক্ষণে ছয়টি দোকান পুড়ে যায় বলে জানালেন ব্যবসায়ীরা।

এদিন সকালে ফের আতঙ্ক ছড়িয়েছে সেখানে। দোকানগুলোর পেছনে ক্ষতিগ্রস্ত একটি বড় গাছ থেকে ফের ধোঁয়া বের হচ্ছিল। খবর পেয়ে আসেন দমকলকর্মীরা। ব্যবসায়ীদের চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট ছিল। বিভিন্ন জায়গা থেকে উৎসাহী মানুষ ভিড় জমান ওখানে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে অনেকেরই দাবি, 'মাঝেমধ্যে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যাচ্ছিল।'

মেয়র পরিদর্শনে এলে তাঁকেও বিষয়টি জানানো হয়। পরবর্তীতে বন দপ্তর থেকে কর্মীরা আসেন কারণ অনুসন্ধানে। উপস্থিত দমকলকর্মীদের একজনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, যদি ডালপালার ভেতরে আগুন লেগে থাকে, তাহলে তাঁদের কিছু করার নেই। রাত পর্যন্ত ধোঁয়া বেরোতে দেখা গিয়েছে বলে খবর স্থানীয় সূত্রে।

ওয়াইএমএ মাঠ নেশাগ্রস্তদের আখড়া এখন

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়াইএমএ মাঠ এখন নেশাগ্রস্তদের আখড়া। সন্ধ্যা নামলেই এখানে ভিড় জমাচ্ছে মাদকাসক্তরা। আনাগোনা বেড়েছে বহিরাগতদের। এনিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা প্রশাসনের কাছে পদক্ষেপ দাবি করেছেন। এবিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওয়াইএমএ মাঠ একসময় ছিল ক্রীড়াপ্রেমীদের অন্যতম পছন্দের মাঠ। খেলাধুলোর পাশাপাশি অনেকেই সকাল-বিকেল শরীরচর্চা করতেন এখানে। ভিড় জমাত শিশু, কিশোরেরাও। কিন্তু বর্তমানে নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্যে এই ছবি উধাও। সন্ধ্যার পর মাঠে ভিড় বাড়তে থাকে বহিরাগতদের। এদিক সেদিক দেখা যায় জটলা। বসে নেশার ঠেক। নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বহিরাগতরা কারও তোয়াক্কা না করে মাঠে গাড়ি এবং বাইক নিয়ে ঢুকে পড়ছে। আশপাশের লোকেদের অভিযোগ, মাঠে বসে অল্পবয়সিদের অনেকে মাদক সেবন করছে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তারা ঝগড়া, মারামারিতে জড়িয়ে পড়ছে। নষ্ট হচ্ছে এলাকার পরিবেশ।

এ বিষয়ে কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তী বলছেন, 'মাঠটি সেন্ট্রাল এক্সাইজের। মাঠের বিষয়ে পদক্ষেপের জন্য তাদের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট প্রয়োজন। কিন্তু তা আমরা এখনও পাইনি। তবে মেয়রের মাধ্যমে কথা চলছে। এনবিডিডি এবং এসজেডিএর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'বাসিন্দারা আমাদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। মেয়রের সঙ্গে কথা বলে খুব শীঘ্রই আমরা ব্যবস্থা নেব। মাঠের নিরাপত্তা জোরদার করা হবে।'

এর আগে স্থানীয় কয়েকজন তরুণ মাঠে বহিরাগতদের প্রবেশ রুখতে চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে বহিরাগত তরুণ-তরুণীদের হুমকির মুখে পড়েন তাঁরা। সেকারণে বাসিন্দারা চাইছেন, দ্রুত মাঠ ঘিরে দেওয়া হোক। মাঠ ফিরে পাক তার পুরোনো রূপ।

মিষ্টি দিনে দুষ্টু প্রেম

ভালোবেসে দেখুন ভালোবাসা

প্রেমের দিন। বসন্তে ভেসে যাওয়ার দিন। দুটি মনের ভাব-ভালোবাসা আদানপ্রদানের দিন। গোলাপের দিন। উপহার বিনিময়ের দিন। দূরত্ব, ঝগড়া, আড়ি পেরিয়ে পুনরায় মিলে যাওয়ার, মিশে যাওয়ার দিন। এমন দিনেই তো দেখা যায় সর্বকালের রোমান্টিক সিনেমাগুলো। রুপোলি কথা তাই প্রেমের দিনে।

হৃদয়ভরা ৫

ভালোবাসার গল্প। তবে শুধু ভালোবাসা নয়, রয়েছে মানবিক সম্পর্কের গভীরতা, ত্যাগ আর তিতিক্ষা। ৫ রোমান্টিক সিনেমা, যা আজও মানুষের হৃদয়ে তুফান তোলে।

টাইটানিক (১৯৯৭)

টাইটানিক। কাল্পনিক প্রেমের গপ্পো হলেও, বাস্তব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তৈরি। সিনেমার প্রাণভোমরা রোজ অর্থাৎ কেট উইন্সলেট এবং জ্যাক অর্থাৎ লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর প্রেম। সেইসঙ্গে এক বিলাসবহুল জাহাজের দুর্ঘটনা। এই ছবিতে ফুটে উঠেছে প্রেম, ত্যাগ এবং না-পারার অভিব্যক্তি। দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায় এই সিনেমার গান, দৃশ্য, নাটকীয়তা। রোজের কাহিনী আমাদের শেখায়, প্রেমের মৃত্যু নেই। প্রেম চিরন্তন।

কেন হৃদয়ে গেঁথে আছে: টাইটানিক ছবির ভিশ্যুয়াল এবং হৃদয়বিদারক প্রেমের গল্প-- অনুভবী মানুষের হৃদয়ে চিরকালীন হয়ে থাকবে। বিশেষ করে জ্যাকের আত্মত্যাগ। সেইসঙ্গে গল্প বলার ধরনও বেশ আকর্ষণীয়।

দ্য নোটবুক (২০০৪)

দ্য নোটবুক। একটি হৃদয়বিদারক প্রেমের গল্প, যেখানে আলি (রাইনের গস্লিং) ও নোয়ার (রেসি উইথারস্পুন) মধ্যে প্রেমের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। তাদের প্রেমে এসেছে একের পর এক বাধা। দীর্ঘ সময়ের জন্য বিচ্ছেদও হয়েছে। তারপর তারা কাছাকাছি আসে। ফিরে আসে একে অপরের জন্য। সিনেমাটি স্মৃতিকথা ও ভালোবাসার সম্পর্কের গভীরতা প্রকাশ করে, যা দর্শকদের চোখে জল আনতে বাধ্য। এই ছবিতে ফুটে উঠেছে এক অন্য অনুভূতি।

কেন হৃদয়ে গেঁথে আছে: এই গল্পে প্রেমের দুঃখ, ত্যাগ আমাদের আবেগতাড়িত করে। একইসঙ্গে চরিত্রগুলির দৃঢ়তা আমাদের বিস্মিত করে।

পিএস আই লাভ ইউ (২০০৭)

পিএস আই লাভ ইউ। একটি অসাধারণ প্রেমের গল্প, যেখানে হ্যালি (হিলারি সুয়াংক) তার মৃত স্বামী গেরির (জেরার্ড বাটলার) কাছ থেকে প্রেমের চিঠি পায়। গেরি তার মৃত্যুর পরে হ্যালিকে নতুন জীবন শুরু করার জন্য সাহায্য করে। এই সিনেমা জীবন, মৃত্যু এবং প্রেমের শক্তি নিয়ে কথা বলে, যা দর্শকদের হৃদয়ে চিরকালীন চিহ্ন রেখে যায়। এর আবেগপ্রবণ কাহিনী এবং গান অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে।

কেন হৃদয়ে গেঁথে আছে: এই সিনেমার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, প্রেম অমর। তার শেষ নেই। স্মৃতিজুড়ে থাকে সেই প্রেম। ভালোবাসা চিরকাল থেকে যায়।

লা লা ল্যান্ড

লা লা ল্যান্ড। আধুনিক প্রেমের এক অনন্য কাহিনী। যেখানে মিয়া (এমা স্টোন) এবং সেবাস্টিয়ান (রায়ান গস্লিং) তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য লড়াই করে। এই সিনেমাটি অসাধারণ চিত্রগ্রহণ, সংগীত এবং আবেগময় দৃশ্যের কারণে দর্শকদের মনে চিরকালীনী হিসাবে থেকে গিয়েছে, যাবেও। মিয়া ও সেবাস্টিয়ানের প্রেমের জার্নি আমাদের শেখায়, জীবনের পথে অনেক বাধা আসতে পারে, কিন্তু স্বপ্ন ও প্রেমের প্রতি মর্যাদা থাকলে সবকিছু জয় করা সম্ভব।

কেন হৃদয়ে গেঁথে আছে: এই ছবির সুন্দর গান, রোমান্টিক দৃশ্যাবলী এবং হৃদয়গ্রাহী কাহিনী সিনেমাটিকে মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী করে রেখেছে।

এ ওয়াক টু রিমেম্বার

এ ওয়াক টু রিমেম্বার। একটি হৃদয়স্পর্শী প্রেমের কাহিনী, যেখানে ল্যান্ডন (শেন ওয়েস্ট) ও জেমির (ম্যান্ডি মুর) মধ্যে প্রেমের অনন্য সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। জেমির অসুস্থতা তাদের প্রেমের গভীরতা বৃদ্ধি করে এবং আমাদের শেখায় যে, সত্যিকারের প্রেমের অর্থ। সিনেমাটি জীবন এবং প্রেমের গভীরতা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে।

কেন হৃদয়ে গেঁথে আছে: সিনেমার সহজ কিন্তু গভীর বার্তা এবং দুজনের প্রেমের বিস্ময়কর পরিবর্তন দর্শকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

প্রেম দিবসের আগেই প্রেমের গায়ক শেষ

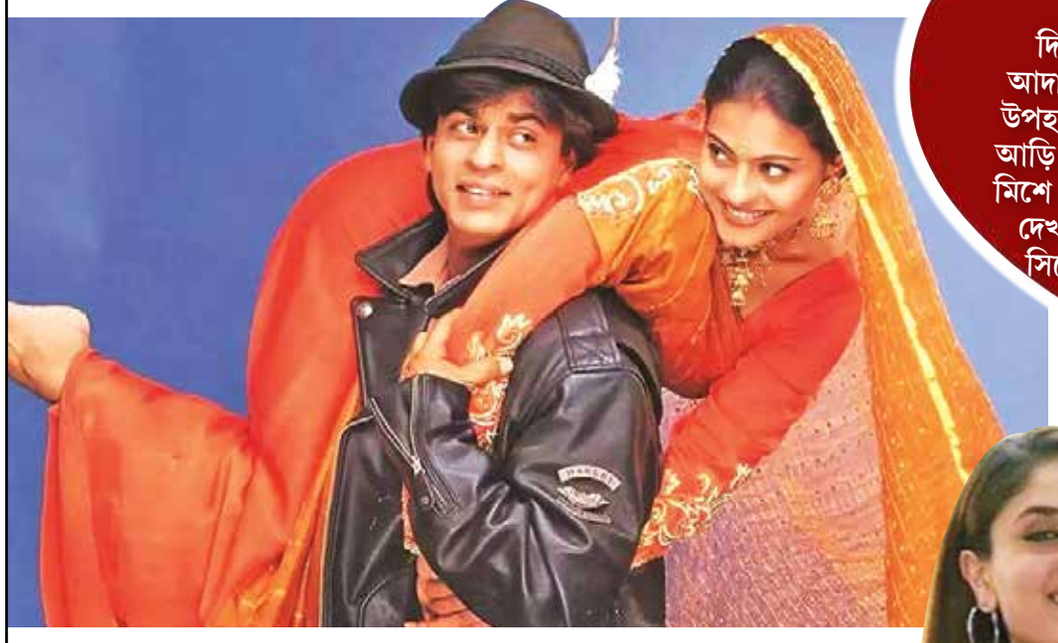

প্রেম নিয়েও বেশ সফল কয়েকটি র‍্যাপ সং ছিল। কিন্তু প্রেমদিবসটা আর তাঁর দেখা হল না। তার আগেই বিষের মৃত্যুতে শেষ হয়ে গেলেন জনপ্রিয় শিল্পী। বেঙ্গালুরুর আবাসন থেকে উদ্ধার হল জনপ্রিয় র‍্যাপ গায়ক অভিনব সিংয়ের মরদেহ। যিনি 'জাগরনাট' নামেও খ্যাত। ওড়িশার এই ব্যাপার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই খ্যাতির শিরোনামে পৌঁছে যান। তবে শুধু গায়কই নয়, গীতিকার হিসেবেও জনপ্রিয়। অভিনবের হঠাৎ মৃত্যু নিয়ে রহস্য ঘনিয়েছে।

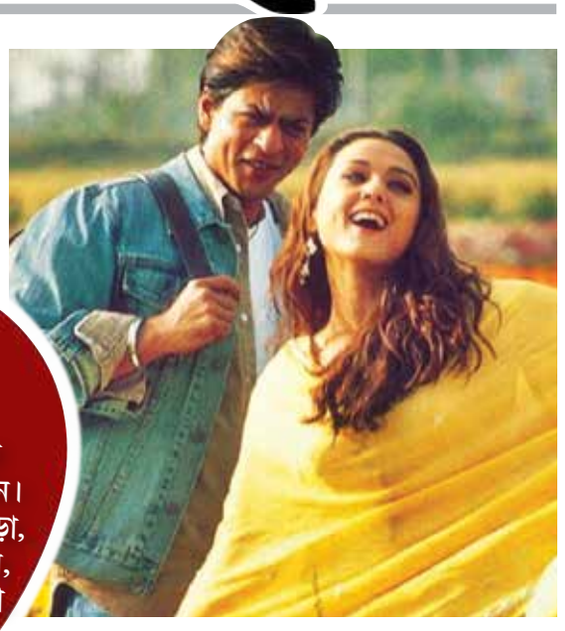

বলিউড

দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে :

১৯৯৫ সালের ছবি। প্রেমের ছবি। অথচ আজও মুখে মুখে এই ফিল্মের কথাই ঘোরে। এখনও প্রেমের গান বললেই দিলওয়ালে ছবির গানই মাথায় আসে। সিমরান আর রাজের প্রেম-কাহিনী প্রায় ৩০ বছর পরও অক্ষত রয়ে গিয়েছে।

কুছ কুছ হোতা হ্যায় :

১৯৯৮ সালের এই ছবি নিয়ে আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সুপার হিট ফিল্ম। রোমান্টিক ফিল্মের কথা যেখানে হচ্ছে, সেখানে এই ফিল্ম কোনওভাবেই বাদ দেওয়া যায় না।

ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি :

একটা ছেলে যে সারা জীবন মুক্ত বিহঙ্গের মতো সারা বিশ্বে উড়ে বেড়াতে চায়, আর একটা অতি সাধারণ জীবন কাটাতে ইচ্ছুক মেয়ে। দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র যখন কাছাকাছি আসে তখন কী হয়? এই ছবি সে কথাই তুলে ধরেছে।

শুদ্ধ দেশি রোমান্স :

২০১৩ সালের ছবি। রোমান্টিক, কমেডি ফিল্ম। প্রযোজক আদিত্য চোপড়ার এই ছবি লিভ-ইন রিলেশন এবং বিয়ে, এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভর করে এগিয়েছে। বলিউডের অন্যতম রেমান্টিক ফিল্ম এটি। আবেগে ভরপুর। সেইসঙ্গে আকর্ষণীয় গল্প বলার ধরন প্রেমের সংজ্ঞা ভিন্নভাবে তুলে ধরেছে।

জব উই মেট :

এই ফিল্মটা দেখেনি, এরকম খুঁজে পাওয়া বোধহয় কষ্টসাধ্যই হবে। বাচাল গীতার সঙ্গে ট্রেনে পরিচয় আদিত্যর। গীতাকে ভালোবেসে ফেলেন তিনি। গীতার ভালবাসা ছিল অন্য কেউ। ঘটনাচক্রে গীতা কিন্তু শেষমেশ আদিত্যর জীবনেই ফিরে আসে। ২০০৭ সালের সেই ফিল্ম পর্দায় এলে, আজও বসে দেখেন মানুষ।

বীর-জারা :

ভারতীয় বীর পাকিস্তানি জারার প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু কাঁটাতার তাদের প্রেমের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারতীয় চর সন্দেহে ২২ বছর পাকিস্তানের জেলে কাটাতে হয়েছিল বীরকে। দু-দশক পর বীর-জারা এক হন। তখনও তাদের মধ্যে এতটুকু প্রেমের ঘাটতি হয়নি।

মাসান :

২০১৫ সালের ছবি। চিত্রনাট্যই হল এই ছবির প্রকৃত নায়ক। সঙ্গে ভিকি কৌশলের অনবদ্য অভিনয় দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। এই দুইয়ের মিশেলে 'মাসান' প্রতিটি ফিল্মপ্রেমীর হৃদয়ে গাঁথা হয়ে রয়েছে ভীষণভাবে। ভালোবাসার দিনে এই ছবি দেখা যায় অনায়াসেই।

রকস্টার :

এক গায়কের গল্প। প্রেম-বিচ্ছেদের দশা কাটিয়ে যখন নিজেকে জনপ্রিয় গায়কের পরিচয় দিয়েছেন, ঠিক সেই সময় পুরোনো প্রেম আবার সামনে এসে যায়। কী হয় তারপর? কোনদিকে মোড় ঘুরবে কাহিনীর? এই নিয়েই এগিয়ে চলে ছবির গল্প।

বিদেশি ছবি

মাই স্যাসি গার্ল (২০০১)

একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে পরিচালক কোয়াক জে ইয়ংয়ের রোমান্টিক কমেডি ঘরানার সিনেমা মাই স্যাসি গার্ল। ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র গিওন উ একদিন সাবওয়ে স্টেশনে এক মাতাল তরুণীর জীবন বাঁচায়। পরে সেই তরুণীর জন্য তাকে পড়তে হয় একের পর এক বিড়ম্বনায়। এতসব বিড়ম্বনা ও পরিস্থিতি তাদের দুজনকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। শান্ত গিওন উ এবং প্রাণোচ্ছল তরুণী জুটির গল্প খুবই আকর্ষণীয়। মজার বিষয়, ১২৩ মিনিটের এই সিনেমার কোথাও নায়িকার নাম বলা হয়নি। কমেডি, ড্রামা, রোমান্সের অপূর্ব মিশেলে তৈরি এই ছবি।

প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস (২০০৫)

জেইন অস্টেনের ক্লাসিক উপন্যাস প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস। এই গল্প অবলম্বনে তৈরি ছবি। অভিজাত শ্রেণির সিঙ্গল ও অহংকারী মিস্টার ডার্সির সঙ্গে দেখা হয় প্রাণবন্ত এলিজাবেথ বেনেটের। এলিজাবেথের সঙ্গে আলাপের প্রথমদিকে উদ্ধত আচরণ করলেও ধীরে ধীরে তাকে পছন্দ করতে শুরু করেন মিস্টার ডার্সি। সর্বকালের অন্যতম সেরা প্রেমের উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস-এর রুপোলি পর্দার সংস্করণে অভিনয় করেছেন কিইরা নাইটলি, ম্যাথু ম্যাকফেইডেন, রোজামুন্ড পাইকসহ অনেকে।

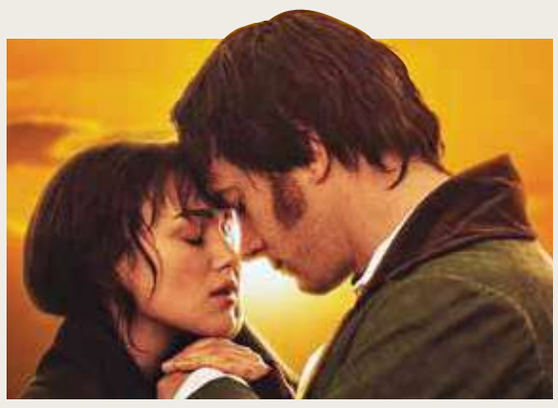

অ্যাবাউট টাইম (২০১৩)

২১তম জন্মদিনে টিম লেক বাবার কাছ থেকে জানতে পারে তার পরিবারের সব পুরুষ সদস্য টাইম ট্রাভেল করতে পারে। একদিন রাস্তায় টিমের দেখা হয় মেরির সঙ্গে। মেরিকে প্রেমিকা হিসেবে পেতে সে তার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর? মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন ম্যাকঅ্যাডামস, ডমন্যাল গ্লিসন। লাভ অ্যাকচুয়েলি, নটিং হিল-এর মতো সিনেমা পছন্দ করলে এই ছবিও আপনার সেরা পছন্দ হয়ে উঠতে পারে।

সিলভার লাইনিংস প্লেবুক (২০১২)

মানসিক হাসপাতাল ফেরত প্যাটের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্ত্রী নিকির মন জয় করে আবার একসঙ্গে হওয়া। এমন সময় তার পরিচয় হয় টিফ্যানির সঙ্গে, যে প্যাটকে আশ্বাস দেয় নিকিকে তার জীবনে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। তবে শর্ত হল, টিফ্যানির সঙ্গে একটি নাচের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে তাকে। ২০১২ সালে মুক্তি পাওয়া ছবির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন ব্র্যাডলি কুপার, জেনিফার লরেন্স ও রবার্ট ডি নিরো। এই রোমান্টিক কমেডি ঘরানার ছবি আপনার ভালোবাসা দিবসের উদযাপনকে করে তুলবে আনন্দময়।

দ্য ক্লাসিক (২০০৩)

পরিচালক কোয়াক জে ইয়ংয়ের আরেক মাস্টারপিস দ্য ক্লাসিক। এই ছবি আপনাকে মনে করিয়ে দেবে নিজের প্রথম প্রেমের দিনগুলোর কথা। একদিন মায়ের এক পুরোনো ডায়েরি খুঁজে পায় জি হে। জানতে পারে তার মায়ের প্রথম প্রেমের গল্প। আর সেই গল্পের সঙ্গে নিজের গল্পের মিল খুঁজে পায়। তারপর?

ভালোবাসার স্বর্ণযুগ

সপ্তপদী

এমন বুঝি কোনও বাঙালি নেই, যার ডক্টর কৃষ্ণেন্দু ও রিনা ব্রাউনের এই ছবিটি ভালো লাগেনি। উত্তম-সুচিত্রা জুটির এই ছবি মনে হয় সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। ভালোবাসা দিবসের জন্য পারফেক্ট ছবি। বিশেষ করে 'এই পথ যদি না শেষ হয়' গানটি তো তরুণ প্রেমিক জুটির জন্য একেবারে জুতসই।

সাত পাকে বাঁধা

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর সুচিত্রা সেন কখনওই উত্তম-সুচিত্রার মতো হিট জুটি ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যে ছবিগুলি দর্শককে উপহার দিয়েছিলেন, তার মধ্যে সাত পাকে বাঁধা ছিল অন্যতম। বাঙালি দাম্পত্য উঠে এসেছিল ছবিতে। রোমান্সকে ধরা হয়েছিল অন্যভাবে। নবদম্পতিরা আজ এই ছবি দেখতে পারেন ভালোবেসে।

হারানো সুর

বাংলা ছবির মধ্যে রোমান্টিকতা খুঁজতে গেলে উত্তম-সুচিত্রা ছাড়া গতি নেই। তাই হারানো সুর ছবিটি আজও যে কোনও প্রেমিক প্রেমিকাকে রোমান্সের বাঁধনে বাঁধতে পারে। প্রেমিকার সঙ্গে মধুর আলাপ চলুক, আর পিছনে বাজুক 'তুমি যে আমার' গানটি।

বরুণ ‘এক্স ফ্যাক্টর’ : গম্ভীর

‘ঋষভ নয়, এক নম্বর উইকেটকিপার লোকেশ’

আহমেদাবাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় দলে বর্তমানে গৌতম গম্ভীর রাজ।

গম্ভীরের যে রাজত্বে ওডিআই ফরম্যাটে ঋষভ পন্থ নয়, দলের এক নম্বর উইকেটকিপার লোকেশ রাহুল! ইংল্যান্ড সিরিজ জয়ের পর বুধবার এই দাবিই করেছেন ভারতীয় দলের হেডকোচ।

সিরিজের তিন ম্যাচেই খেলেন লোকেশ। প্রথম দুই ম্যাচে ব্যর্থ হলেও অগ্রাধিকার পান। রিজার্ভ বেঞ্চে কাটান ঋষভ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও পরিস্থিতি বদলের সম্ভাবনা ক্ষীণ। গম্ভীরের বক্তব্যে তারই ইঙ্গিত।

> আমরা প্রথম ম্যাচে যশস্বীকে দেখে নিতে চেয়েছিলাম। ও ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ। আর একটা ইনিংস দিয়ে কাউকে বিচার করা অনুচিত। আসলে দলে ১৫ জনের বেশি নেওয়ার উপায় নেই। আর শ্রেয়স আইয়ার দলের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, প্রথম থেকেই এই নিয়ে কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। চার নম্বরে নেমে গত বিশ্বকাপে ওর পারফরমেন্স ভুলে যাওয়া কঠিন।
>
> **গৌতম গম্ভীর**

গম্ভীর বলেছেন, ‘কাউকে নিয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলা কঠিন। তবে দলে যখন রয়েছে, সময় যখন আসবে ঠিক সুযোগ পাবে ঋষভ। এই মুহূর্তে অবশ্য দলের একনম্বর উইকেটকিপার লোকেশ। সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেও দেখাচ্ছে।’

লোকেশ এবং ঋষভ, দুইজনকে একসঙ্গে খেলানোর সম্ভাবনা উড়িয়েও দিচ্ছেন। দাবি, ‘একসঙ্গে দুইজন উইকেটকিপারকে খেলানোর যৌক্তিকতা নেই। আশা করি, যখন সুযোগ পাবে কাজে লাগাবে ঋষভ। এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এখন এইটুকুই বলতে পারি। নিশ্চিতভাবেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শুরুটা করছে লোকেশই।’

সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে অক্ষর প্যাটেল পাঁচ নম্বরে। অথচ, পাঁচে লোকেশের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। যদিও পরিসংখ্যান নয়, গম্ভীরের মুখে পরিস্থিতি, ডানবাম কম্বিনেশন অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা। অক্ষরকে পাঁচে নামানোর সিদ্ধান্ত সেই ভাবনার ফসল। তাছাড়া প্রতিটি অস্ত্র, বিকল্পকে দেখে নেওয়াও দরকার।

জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি, পেস ব্রিগেড বেশ অনভিজ্ঞ। অর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানার ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা যথাক্রমে ৯টি ও ৩টি। ফলে মহম্মদ সামির ওপর তাকিয়ে থাকবে দল। গম্ভীরও গুরুত্ব দিচ্ছেন দীর্ঘদিন পর মাঠে ফেরা সামিকে। মাঝেমধ্যে বিশ্রাম দিয়ে যথাসম্ভব তাজা রাখার ওপর জোর দিচ্ছেন। শেষ ওডিআই ম্যাচে সামিকে দলে না খেলানোর কারণ সেটাই।

জসপ্রীত বুমরাহকে না পাওয়া ধাক্কা। তবে যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়েই ভাবতে চান গম্ভীর। যুক্তি, বুমরাহর চোটে তাঁর বা অধিনায়কের কিছু করার নেই। বুমরাহ নিঃসন্দেহে দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সেক্ষেত্রে হর্ষিত, অর্শদীপ সিং, মহম্মদ সামিদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে। বুমরাহর অনুপস্থিতিতে বাকিদের জন্য দেশের হয়ে বিশেষ কিছু করে দেখানোর মঞ্চ হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

বরুণ চক্রবর্তীর অন্তর্ভুক্তি নিয়ে গম্ভীরের যুক্তি, ‘আমরা এমন আরও একজনকে চাইছিলাম যে মাঝের ওভারে উইকেট নেবে। বরুণের অন্তর্ভুক্তির মূল কারণ সেটাই। বেশিরভাগ দল ওকে খেলায়নি। প্রতিপক্ষের জন্য আতঙ্ক হয়ে উঠতে পারে। ফলে আসন্ন টুর্নামেন্টে এক্স ফ্যাক্টর হবে।’

কিন্তু বরুণের অন্তর্ভুক্তিকে যশস্বী জয়সওয়ালের ছাঁটাইয়ে অনেকেই ক্রিকেটীয় যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। গম্ভীরের সাফাই, ‘আমরা প্রথম ম্যাচে যশস্বীকে দেখে নিতে চেয়েছিলাম। ও ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ। আর একটা ইনিংস দিয়ে কাউকে বিচার করা অনুচিত। আসলে দলে ১৫ জনের বেশি নেওয়ার উপায় নেই। আর শ্রেয়স আইয়ার দলের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, প্রথম থেকেই এই নিয়ে কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। চার নম্বরে নেমে গত বিশ্বকাপে ওর পারফরমেন্স ভুলে যাওয়া কঠিন।’

সংক্ষেপে গম্ভীর

- দলের এক নম্বর উইকেটকিপার এই মুহূর্তে লোকেশ রাহুল। শুরু থেকেই ও খেলবে। সুযোগের অপেক্ষায় প্রস্তুত থাকতে হবে ঋষভ পন্থকে।
- যশস্বী জয়সওয়াল ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। কিন্তু দলে ১৫ জনের বেশি নেওয়া সম্ভব নয়।
- শ্রেয়স আইয়ার দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গত বিশ্বকাপে ওর পারফরমেন্স ভুলে যাওয়া মুশকিল।
- মাঝের ওভারে উইকেট নেওয়ার দক্ষতার কারণে দলে বরুণ চক্রবর্তী। টুর্নামেন্টের এক্স ফ্যাক্টর ও।

> *ইংল্যান্ডকে ওডিআই সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করার পর ট্রফি নিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিতে চলেছেন রোহিত শর্মা।*

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নতুন অধিনায়ক রজত পাতিদারের হাতে দলের টুপি তুলে দেওয়া হল।

আইপিএলে বিরাটের অধিনায়ক পাতিদার

অভিনন্দনবার্তা কোহলির

বেঙ্গালুরু, ১৩ ফেব্রুয়ারি : আইপিএলের বাইশ গজে অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তন ঘটছে না বিরাট কোহলির। মনে করা হয়েছিল ফাফ ডুপ্লেসির শূন্যস্থান পূরণে হয়তো ফের বিরাটের শরণাপন্ন হবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সমর্থকদের একাংশও সেই দাবি তুলছিল।

যদিও বিরাটকে ঘিরে সেই ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে না। রজত পাতিদারের নেতৃত্বে ২০২৫ আইপিএলে মাঠে নামছে আরসিবি। সব জল্পনায় জল ঢেলে এদিন পাতিদারের নাম অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করে দিল দক্ষিণের অন্যতম আইপিএল-ফ্র্যাঞ্চাইজি।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০, বিজয় হাজারে ট্রফিতে মধ্যপ্রদেশকে নেতৃত্ব দিয়ে সাফল্য পেয়েছেন পাতিদার। জানিয়েছিলেন, আরসিবি-র মতো দলের নেতৃত্ব যদি পান তাঁর কাছে বিশাল সম্মানের হবে। সেই ইচ্ছেয় দলের তরফে আজ সিলমোহর। ফলস্বরূপ, অনিল কুম্বলে, কোহলি, ফাফ ডুপ্লেসি সমৃদ্ধ আরসিবি অধিনায়কের এলিট তালিকায় ঢুকে পড়লেন বছর একত্রিশের পাতিদার।

২০২১ সালে প্রথমবার আরসিবি-তে খেলার সুযোগ পান। চার ম্যাচে মাত্র ৭১ করেন। এরপর ছাঁটাই। ২০২২-এর নিলামে কোনও দল নেয়নি তাঁকে। পরে টুর্নামেন্টের মাঝে ‘পরিবর্ত’ হিসেবে ফের আরসিবিতে প্রত্যাবর্তন। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। প্লে-অফে ৪৯ বলে ১১২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস পায়ের নীচের জমি শক্ত করে দেয় রজত পাতিদারের।

> রজত পাতিদার আরসিবি-র নতুন অধিনায়ক হচ্ছে। ওকে অভিনন্দন। গত কয়েক বছরে তুমি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের মাধ্যমে সমর্থকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছ। দলের সবাই তোমার পাশে থাকবে।
>
> **বিরাট কোহলি**

আরসিবি-র ডিরেক্টর মো বোবাট জানান, অধিনায়কের ভাবনায় বিরাটও ছিলেন। আরসিবির সমর্থকদের কাছে বিরাট বরাবরই প্রিয় তারকা। প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছে। রজতও গত কয়েক বছরে ভালোবাসা পাচ্ছে। আর লিডারশিপ বিরাটের সহজাত। ‘অধিনায়কত্ব’ তকমা প্রয়োজন নেই ওর। গত কয়েক বছরে যখন ডুপ্লেসি অধিনায়ক ছিল তখনও দায়িত্ব নিয়েছে বিরাট। রজতের সময়েও ব্যতিক্রম হবে না।

আরসিবি-র ঘোষণার পর রজতকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিরাটও। ভিডিও বার্তায় নিজের নতুন আইপিএল অধিনায়ককে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, ‘রজত পাতিদার আরসিবি-র নতুন অধিনায়ক হচ্ছে। ওকে অভিনন্দন। গত কয়েক বছরে তুমি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের মাধ্যমে সমর্থকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছ। দলের সবাই তোমার পাশে থাকবে।’

বিরাটের মতে, আরসিবি-র নেতৃত্ব বড় দায়িত্ব। দীর্ঘদিন যে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা তারও ছিল। ফাফ ডুপ্লেসি গত কয়েক বছর অধিনায়ক ছিলেন। বিশাল সম্মান। যোগ্য হিসেবে এই জায়গায় পৌঁছেছে। পাতিদার দায়িত্ব পাওয়ায় তিনি খুশি। আপাতত দেখার রজতের হাত ধরে আইপিএল ট্রফির খরা কাটে কিনা আরসিবি-র।

‘বুমরাহ না থাকায় শক্তি কমবে ভারতের’

ঋদ্ধিকে সংবর্ধনা কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : এখনও ঘড়ির অ্যালার্ম বাজলেই সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়েন তিনি। দ্রুত তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়েন। ক্রিকেট মাঠেই হাজির হন। কিন্তু অন্য ভূমিকায়।

কারণ, ঋদ্ধিমান সাহা যে এখন প্রাক্তন ক্রিকেটার। প্রাক্তনদের দলে নাম লিখিয়ে ফেলার পর বেশ কয়েকটি দিন কেটে গিয়েছে। মাঝের সময়ে শিলিগুড়িতেও হাজির হয়েছিলেন পাপালি। অবসর জীবনে চুটিয়ে ক্রিকেট কোচিংয়ের কাজ করছেন। তার মাঝেই আজ সন্ধ্যায় পাপালি হাজির হয়েছিলেন কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হল। স্ত্রী রোমি ও কন্যা আনভিকে সঙ্গে নিয়ে অবসর পরবর্তী সময়ে ঋদ্ধিমানের প্রথম সংবর্ধনা। আর সেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পাপালি তাঁর আগামীর ভাবনা থেকে শুরু করে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ, সব কিছু নিয়েই মুখ খুললেন। জানিয়ে দিলেন, চোটের কারণে জসপ্রীত বুমরাহকে না পাওয়াটা ভারতীয় দলের জন্য ধাক্কা। এর ফলে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং শক্তি কমবে।

অবসর জীবনের অনুভূতি

সবই একরকম রয়েছে। শুধু ক্রিকেটার হিসেবে আমি প্রাক্তন হয়ে গিয়েছি। তবে এখনও সকালে ঘড়ির অ্যালার্ম বাজলেই উঠে পড়ি। দ্রুত পৌঁছে যাই মাঠে। তবে ভূমিকাটা এখন কোচের। আর পরিবারকে সময় দিতে পারছি।

কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্ত্রী রোমি ও কন্যা আনভির সঙ্গে স্মারক হাতে ঋদ্ধিমান সাহা। বৃহস্পতিবার।

আগামীদিনে বাংলার কোচিং

সিএবি থেকে এখনও কোনও প্রস্তাব পাইনি। দেখা যাক কী হয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এখনই বাংলার কোচিংয়ে না এসে আরও এক-দুই বছর পর আসতে চাই। আসলে কোচিং একটা বিশেষ দায়িত্ব। তাই একটু অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন। তবে প্রস্তাব এলে অবশ্যই ভেবে দেখব।

ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র পরিকল্পনা

(হাসি) আমার তেমন কোনও পরিকল্পনা নেই। (স্ত্রী রোমির দিকে দেখিয়ে) পরিকল্পনা তো রোমিই করবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের সম্ভাবনা

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ সিরিজটা দল হিসেবে দারুণ খেলেছে রোহিত শর্মারা। ব্যাটারদের প্রায় সবাই রানও করেছে। আমার মনে হয়, দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে ভালোই করবে টিম ইন্ডিয়া।

বুমরাহর অনুপস্থিতি

বুমরাহ ভারতীয় বোলিংয়ের সেরা অস্ত্র। দুর্দান্ত পেসার। চোটের কারণে ওর দলে না থাকাটা দুর্ভাগ্যজনক। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, বুমরাহর না থাকার কারণে ভারতীয় বোলিংয়ের শক্তি কমবে। বাকিরা ওর অভাব কতটা পূরণ করতে পারে, সেটাই দেখার।

বুমরাহর পরিবর্ত হর্ষিত রানা

কেন বুমরাহর বদলি রানা, এই প্রশ্নের জবাব ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও জাতীয় নির্বাচকরা ভালো দিতে পারবেন। তবে আমার মনে হয়, সম্প্রতি হর্ষিত যখনই সুযোগ পেয়েছে, উইকেট নিয়েছে। হয়তো তাই ওকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে।

বায়োপিকের পরিকল্পনা

আমার মতো বোরিং চরিত্রকে নিয়ে বায়োপিক হবে নাকি? (হোহো হাসি) আমার তো মনে হয় না।

আত্মজীবনী লেখার ভাবনা

আপাতত কোনও ভাবনা নেই। আগামীদিনে হবে কিনা, সেটাও জানি না।

ফোটোসেশনে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের পাঁচ অধিনায়ক অ্যাশলে গার্ডনার, দীপ্তি শর্মা, মেগ ল্যানিং, স্মৃতি মান্ধানা ও হরমনপ্রীত কাউর। শুক্রবার প্রথম ম্যাচে রিচা ঘোষ-স্মৃতিদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে নামবে গুজরাট জায়েন্টস। ভদোদরায় ম্যাচ শুরু সন্ধে ৭.৩০ মিনিটে। সম্প্রচার স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়।

আইপিএল শুরু হয়তো ২২ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ফ্র্যাঞ্চাইজিদের অনুরোধ। সঙ্গে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের সম্প্রচার সংক্রান্ত কিছু জটিলতা। এসবের জেরেই আসন্ন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শুরুর দিন পিছিয়ে যেতে চলেছে।

সব ঠিক থাকলে ২১ মার্চের বদলে ২২ মার্চ শনিবার শুরু হতে চলেছে আইপিএলের আসর। কলকাতা নাইট রাইডার্স শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দল। তাই এবার আইপিএলের প্রথম ম্যাচও কলকাতায়। দিন কয়েক আগে জানা গিয়েছিল, ২১ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলেছে আইপিএলের আসর। আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ২১-এর পরিবর্তে ২২ মার্চ শুরু হবে আইপিএল। প্রতিযোগিতা শুরুর দিন পিছিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আজ জানা গিয়েছে, ইডেনে প্রথম ম্যাচে হয়তো সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলবে কেকেআর। শেষ কয়েক বছরের মতো এবারও দেশের নানা প্রান্তে থাকছে আইপিএল ফ্যান পার্ক। উত্তরবঙ্গেও বেশ কিছু ফ্যান পার্ক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাবের ফাঁকে জসপ্রীত বুমরাহ।

পেশাদারি বক্সিংয়ে নামছেন অমিত

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : অ্যামেচার বক্সিং থেকে পেশাদারি বক্সিংয়ের জগতে পা রাখছেন ভারতীয় বক্সার অমিত পাঙ্গাল। ২৯ বছরের এই বক্সার ইতিমধ্যে মার্কিন কোম্পানি ক্রিটিক্যাল স্পোর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এক মাস আগেই আরেক ভারতীয় বক্সার নিশান্ত দেব পেশাদারি বক্সিংয়ে নাম লিখিয়েছিলেন। এবার সেই পথে পা বাড়ালেন অমিত।

অমিত নিজের বক্সিং কেরিয়ারে অলিম্পিক ছাড়া বাকি সব বড় প্রতিযোগিতা থেকে পদক জিতেছেন। এশিয়ান গেমস ও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন তিনি। হরিয়ানার এই বক্সার ২০১৯ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জেতেন।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে সেভাবে পুরোনো ছন্দে দেখা যায়নি অমিতকে। টোকিও অলিম্পিকে ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতীয় দলে জায়গা হারিয়ে ফেলেন তিনি। পরে অবশ্য ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমসে তিনি সোনা জিতেছিলেন। গতবছর প্যারিস অলিম্পিকের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিলেন অমিত।

২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ী বক্সার বিজেন্দর কুমার পেশাদারি বক্সিংয়ে পা রাখেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিকাশ কৃষ্ণান, মনদীপ জাংরা, নীরাজ গোয়েতরা পেশাদারি বক্সিংয়ে নাম লেখান। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে অমিতের নাম।

রোহিতদের ‘হুমকি’ শান্তর

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ম্যাচ দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযান শুরু করবে ভারত। ১৫ তারিখ দুবাইগামী বিমানে ওঠার কথা। বাকি দলগুলির ওয়ার্মআপ ম্যাচ খেললেও রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা সেই পথে হাঁটছেন না। মাঝে দিন চারেক নেট সেশন সেরেই বাংলাদেশ-টক্করে নেমে পড়বেন।

বাংলাদেশ সেখানে ১৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গা-ঘামানো ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। পাক ব্রিগেডের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্ত্রে শান দিয়ে ভারত-টক্কর। গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈরথের প্রাক্কালে এদিন কার্যত রোহিত ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে হুমকির সুর বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর গলায়।

ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ অধিনায়কের আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা, খেতাব জেতার লক্ষ্যেই তাঁরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাচ্ছেন। সম্প্রতি আইসিসি টুর্নামেন্টে সাফল্য না পেলেও, শেষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে (২০১৭) শেষ চারে পৌঁছেছিল টাইগার ব্রিগেড। এবার ট্রফি নিয়ে ফিরতে চান। ভারতের মতো শক্তিশালী দলকে তাই বাড়তি সমীহ করতে রাজি নন।

নাজমুল বলেছেন, ‘এই মেগা আসরে প্রতিটি দলই খেতাব জেতার ক্ষমতা রাখে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদেরও সেই দক্ষতা রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই খেলতে যাচ্ছি। প্রতিটি দলের জন্যই এই টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জিং। পাকিস্তানের পিচে বড় স্কোর হয়। তিনশো প্লাস করতে পারলে জেতার মতো বোলিং আমাদের আছে। দুবাইয়ে (ভারতের ম্যাচ) গড় স্কোর সেখানে ২৬০-২৮০। তবে ম্যাচের দিনের পিচ, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই রূপরেখা তৈরি করতে হবে।’

অনুশীলনের মাঝে আলোচনায় নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুস্তাফিজুর রহমান।

জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি বাংলাদেশের জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তির খবর। নতুন বলে বুমবুম এক্সপ্রেসের মুখোমুখি হওয়ার আতঙ্ক থাকছে না। যদিও বাংলাদেশ অধিনায়ক এই যুক্তিকে গুরুত্ব নিতে নারাজ। সাফ কথা, বিপক্ষের প্রতিটি প্লেয়ারের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা, ভাবনা থাকবে। কোনও একজনের থাকা, না-থাকা নিয়ে ভাবছেন না।

পাত্তা দিচ্ছেন না সাদা বলের ফর্ম্যাটে নিজের চলতি ব্যর্থতাকেও। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে সম্প্রতি ফরচুন বরিশালের হয়ে পাঁচ ম্যাচে করেছেন ০, ৯, ৪, ৪১ ও ২ রান। ব্যর্থতার কারণে বাদও পড়তে হয়েছে। নাজমুলের যুক্তি, বেশি ম্যাচ না খেলার সুযোগ পেলেও নিয়মিত নেট সেশন করেছেন। আফগানিস্তান সিরিজে শেষ ওডিআই রান পাওয়াও অক্সিজেন জোগাবে।

সাকিব আল হাসানের না থাকাকেও বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে না। অধিনায়ক নাজমুলের দাবি, এইসব নিয়ে অযথা ভেবে লাভ নেই। সাকিবভাইকে মিস করবেন। তবে বিষয়টিকে মাথায় রাখতে রাজি নন। যাঁরা আছেন, তাঁরা সাকিবের শূন্যতা পূরণের দায়িত্ব সামলালেন। এক্ষেত্রে মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদদের অভিজ্ঞ তারকা যে দলের ভরসা, পরিষ্কার করে দিলেন নাজমুল।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **আরশিকা (মাহি) :** আজকের দিনে ভগবান তোমাকে উপহার হিসাবে আমাদের দিয়েছে। আজ তোমার প্রথম জন্মদিনে তোমার **মামা (মানিক), দাদু (মলয়), দিদোন (খুকু)** তোমাকে অনেক ভালোবাসা জানায়। তুমি অনেক বড় হও এই প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে। আমাদের সোনা **'মাহি'**। দক্ষিণ জিতপুর, আলিপুরদুয়ার।

বায়ার্নের জয়ের রাতে হার মিলানের

গোলের উচ্ছ্বাস বায়ার্ন মিউনিখের হ্যারি কেনের।

গ্লাসগো, ১৩ ফেব্রুয়ারি : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে প্রত্যাশিত ফল হয়নি। তবে প্লে-অফে প্রথম লেগের ম্যাচেই সেল্টিককে হারিয়ে শেষ ষোলোর দিকে একধাপ এগিয়ে রইল বায়ার্ন মিউনিখ। স্কটিশ ক্লাবটিকে ২-১ গোলে হারাল জার্মান জায়েন্টরা।

শুরুর মিনিট দুই বাদ দিলে ম্যাচের প্রথম ৪৫ মিনিটে দাপট ছিল বায়ার্নেরই। আসলে এদিন ম্যাচের প্রথম মিনিটেই জার্মান ক্লাবটির জালে বল জড়িয়েছিল সেল্টিক। যদিও অফসাইডের কারণে সেই গোল বাতিল করা হয়। প্রথমার্ধের বাকি সময়ে একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভেঙে বারবার বক্সে হানা দিলেন হ্যারি কেন, জামাল মুসিয়ালা, লেরয় সানেরা। তবুও গোলমুখ খোলার জন্য অপেক্ষা করতে হল প্রথমার্ধের শেষ মিনিট পর্যন্ত। ৪৫ মিনিটের মাথায় বায়ার্নের হয়ে কাঙ্ক্ষিত গোলটি করেন মাইকেল ওলিসে।

ব্যবধান বাড়াতে বিরতির পর অবশ্য বেশি সময় নেয়নি মিউনিখের ক্লাবটি। ৪৯ মিনিটে কর্নার থেকে ভেসে আসা বল ভলিতে জালে জড়ান কেন। উলটোদিকে ৭৯ মিনিটে সেল্টিকের হয়ে একটি গোল শোধ করে কার্যত মরা ম্যাচে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করেন ডাইজেন মায়েদা। যদিও শেষপর্যন্ত সমতাসূচক গোলের দেখা আর পায়নি স্কটিশ ক্লাবটি।

এদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর ছাড়পত্র আদায় করার লড়াইয়ে প্রথম ধাপে ব্যর্থ এসি মিলান। ফেনুর্দের কাছে ১-০ গোলে হার সাতবারের ইউরোপ সেরাদের। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই গোল হজম করে সিরি আ-র ক্লাবটি। ম্যাচের বাকি সময় বেশ কয়েকবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগও পায় মিলান। যদিও তা কাজে লাগাতে পারেননি ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ, জোয়াও ফেলিক্সরা। আগামী মঙ্গলবার ঘরের মাঠে ফিরতি লেগের প্লে-অফ খেলবে মিলান। কাজেই প্রত্যাবর্তনের ভালোমতো সুযোগ থাকছে তাদের সামনে।

হারের হতাশায় মুখ ঢেকেছেন এসি মিলানের কাইল ওয়াকার।

একনজরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফলাফল

সেল্টিক ১-২ বায়ার্ন মিউনিখ
ফেনুর্দ ১-০ এসি মিলান
মোনাকো ০-১ বেনফিকা
ক্লাব ব্রাগ ২-১ আটালান্টা

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

ম্যাচ পরিত্যক্ত, এখনই খেতাব নয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : হুঁশিয়ারি ছিলই। তা সত্যি করেই কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দল নামাল না ডায়মন্ড হারবার এফসি। নিয়মমাফিক লাল-হলুদেরই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা। আইনের গ্যাঁড়াকলে আটকে সরকারি ঘোষণা।

বৃহস্পতিবারের দুপুর। কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারিতে হাতে গুনে শ-খানেক সমর্থক। বোঝার উপায় নেই কলকাতা লিগের খেতাবি লড়াইয়ে নামছে ইস্টবেঙ্গল। হবেই বা কী করে, ম্যাচটা যে হবে না তা একপ্রকার জানাই ছিল। লাল-হলুদের ফুটবলাররা নিয়ম মেনে নির্ধারিত সময় মাঠে নামলেন। তবে ডায়মন্ড মাঠে এল না। আধঘণ্টা অপেক্ষার পর ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন ম্যাচ কমিশনার সুব্রত দাস। তিনি বলেছেন, 'বাকি সিদ্ধান্ত নেবে নিয়ামক সংস্থা আইএফএ।'

আইএফএ-র নিয়ম অনুযায়ী কোনও দল মাঠে না নামলে বিপক্ষ তিন গোল ও তিন পয়েন্ট পায়। যা সাম্প্রতিক অতীতেও হয়েছে। এক্ষেত্রেও হয়তো তাই হবে। যদিও এদিনই ম্যাচ কমিশনারের ঘোষণার পর উচ্ছ্বাসে মাতলেন লাল-হলুদের ফুটবলাররা। সেলিব্রেশন চলল সাজঘরেও। তবে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, পিভি বিষ্ণুরা মাঠ ছাড়লেন নির্লিপ্তভাবেই। এদিন সন্ধ্যায় তাঁরা সিনিয়ার দলের সঙ্গে অনুশীলনও করেছেন। সবমিলিয়ে সাত বছর পর ইস্টবেঙ্গলের কলকাতা লিগ জয়ের সেলিব্রেশন বোধহয় কিছুটা ফিকে হয়ে গেল। দলের কোচ বিনো জর্জ বলেছেন, 'লিগে আমরা অপরাজিত। এজন্য ফুটবলারদের প্রশংসা প্রাপ্য। ইস্টবেঙ্গল সবসময় আইএফএ-র সিদ্ধান্তকে সম্মান করে। আজও আমরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নেমেছিলাম।'

এদিকে, ডায়মন্ডের ফুটবলাররা এদিন সকালেও আই লিগ টু-এর প্রস্তুতি সেরেছে বলে খবর। পাশাপাশি এই ঘটনার পর আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে তাদের ক্লাব ম্যানেজমেন্ট, জানালেন ক্লাবের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্ত যদিও তা নিয়ে ভাবছেন না। তিনি বলেছেন, 'আইনি পদক্ষেপ কেউ চাইলে নিতেই পারে। রেফারির থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর লিগ কমিটি বৈঠকে বসবে। তারপর শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত।' ফলত ট্রফি হাতে তোলার জন্য এখনও বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে।

আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি ডায়মন্ডের

শাহিনের সঙ্গে শাস্তি সাউদকেও

ইসলামাবাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : শাস্তি পেলেন তিন পাক ক্রিকেটার শাহিন শা আফ্রিদি, সাউদ শাকিল ও কামরান গুলাম। বুধবার করাচিতে ত্রিদেশীয় সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে মাঠের মধ্যে ঝামেলায় জড়ান এই তিন পাক ক্রিকেটার। ফলে তিন ক্রিকেটারের ম্যাচ ফি কাটা গিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে ২৮তম ওভারে প্রোটিয়া ব্যাটার ম্যাথু ব্রিৎজকে পাক তারকা শাহিনের ইয়র্কার সামলানোর পরে ব্যাট তুলে মারার ভঙ্গি করেন। বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেননি শাহিন। দুই ক্রিকেটারের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। এরপর ওভারের শেষ বলে ব্রিৎজকে রান নেওয়ার সময় তাঁর সামনে এসে বাধা দেন আফ্রিদি। এরপর দুই ক্রিকেটারের মধ্যে ফের বচসা বাধলে আম্পায়ার এসে দুইজনকে আলাদা করে দেন। ব্রিৎজকেকে রান নেওয়ার সময় বাধা দেওয়ার অপরাধে ২৫ শতাংশ ম্যাচ ফি কেটে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে আইসিসি।

পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা রান আউট হওয়ার পর তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করায় শাস্তি পেয়েছেন শাকিল ও কামরান। তাঁদের ১০ শতাংশ ম্যাচ ফি কেটে নেওয়া হয়েছে।

মিথ্যা রটনা, দাবি বাটলারের

ইংল্যান্ডের প্রস্তুতি নিয়ে খোঁচা শাস্ত্রী-কেপির

আহমেদাবাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : প্র্যাকটিস না করে গলফ কোর্সে কাটিয়েছে জস বাটলাররা। গোটা ভারত সফরে নাকি একটি মাত্র প্র্যাকটিস সেশন করেছে! ভারতের হাতে আহমেদাবাদে হোয়াইটওয়াশ সম্পূর্ণ হওয়ার পর যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি রবি শাস্ত্রী।

ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচ বলেছেন, 'যতটুকু শুনেছি, পুরো ভারত সফরে ইংল্যান্ড মাত্র একটা নেট সেশন করেছে! প্রশ্ন, পরিশ্রম না করলে কীভাবে উন্নতি সম্ভব?' খোঁচা দিয়েছেন আহমেদাবাদ ম্যাচের মাঝে জোফ্রা আর্চারের ঘুমিয়ে পড়া নিয়েও। ধারাভাষ্যে বলেন, ঘুমোনোর ভালো সময়। গোটা সফর ইংল্যান্ডের ঠিক এভাবেই কেটেছে।

থ্রি লায়ন্সের ক্রিকেট প্রস্তুতি, মানসিকতার দিকে আঙুল তুলেছেন কেভিন পিটারসেনও। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকার দাবি, টি২০ সিরিজে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে দল। ব্যাটে-বলে টেক্কা দিয়েছে ভারত। পালটা জবাবে ঘুরে দাঁড়াতে যে তাগিদ দরকার ছিল, তা দেখা যায়নি ইংল্যান্ড দলের মধ্যে।

জেকব বেথেলের পরিবর্তে শেষ ম্যাচে দলে ঢোকা টম ব্যান্টনের উদাহরণ টেনে পিটারসেনের মারাত্মক অভিযোগ, 'দুবাই থেকে ২ ঘণ্টার বিমান যাত্রা করে এখানে এসেছে ব্যান্টন। প্রস্তুতির বদলে ম্যাচের আগের দিন কাটিয়েছে গলফ কোর্সে। ব্যাটিং অনুশীলনের পথে হাঁটেনি!'

> যতটুকু শুনেছি, পুরো ভারত সফরে ইংল্যান্ড মাত্র একটা নেট সেশন করেছে! প্রশ্ন, পরিশ্রম না করলে কীভাবে উন্নতি সম্ভব?
>
> **রবি শাস্ত্রী**

কেপির মতে, স্পিন-দুর্বলতার কারণেই শুরুটা ভালো করেও শেষরক্ষা হয়নি। প্রতি ম্যাচে ওপেনিং জুটিতে ভরসা জুগিয়েছেন ফিল সল্ট-বেন ডাকেটেরা। আগ্রাসী শুরু করেছে। কিন্তু ভারতীয় স্পিনাররা আক্রমণে আসতেই বদলে গিয়েছে ছবিটা। গোটা সিরিজেই একই ভুল, ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি। স্পিন খেলায় কীভাবে উন্নতি করা সম্ভব, তার ওপর শীঘ্রই জোর দেওয়া উচিত।

শাস্ত্রী-পিটারসেনদের অভিযোগ অবশ্য খারিজ করে দিয়েছেন জস বাটলার। ইংল্যান্ড অধিনায়কের দাবি, এহেন দাবির মধ্যে সত্যতা কম। লম্বা সফরে ম্যাচের মাঝে এক শহর থেকে আরেক শহর যাতায়াত করতে হয়েছে। সবমিলিয়ে গোটা দুয়েক প্র্যাকটিস সেশন মিস হলেও যথেষ্ট ভালো প্রস্তুতি হয়েছে। তাঁরা সফরে একটা মাত্র নেট সেশন করেছেন বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তা সঠিক নয়।

বাটলারের কথায়, দলের প্রত্যেকেই মরিয়া ছিল নিজেদের সেরাটা দিতে। সেই চেষ্টা করেছে বাইশ গজে। দুর্ভাগ্য যার প্রতিফলন ঘটেনি। বেশ কিছুক্ষেত্রে সুযোগ তৈরি করে তা হাতছাড়া হওয়া বিপক্ষে গিয়েছে। সাফল্য না মিললেও ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পা রাখবে টিম ইংল্যান্ড।

গুকেশের অনুমান ক্ষমতায় প্রশ্ন নাকামুরার

উইসেনহস, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ডোম্মারাজু গুকেশ জামানিতে ফ্রিস্টাইল গ্র্যান্ড স্ল্যামের খেতাবি দৌড় থেকে আগেই বাদ পড়েছিলেন। এদিন পঞ্চম স্থানের প্লে-অফ ম্যাচে গুকেশ হারলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিকারু নাকামুরার কাছে। ক্ল্যাসিকাল ফরম্যাটে প্রথম দুই গেম ড্র হয়। র‍্যাপিড টাইব্রেকে পরের গেমও শেষ হয় ড্র-তে। চতুর্থ গেমে বিশ্বের ৩ নম্বর নাকামুরা হারান গুকেশকে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশকে হারিয়ে তাঁর দুর্বলতা বাতলে দিলেন নাকামুরা। তাঁর মতে গুকেশের অনুমান ক্ষমতা খুব একটা ভালো নয়। নাকামুরার কথায়, 'গুকেশের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল, যখন ও সময়ের চাপে পড়ে তখন খেই হারিয়ে ফেলে। ঠিকঠাক হিসেব করতে পারে না। এবং অনুমান ক্ষমতাও খুব একটা ভালো নয়।'

ড্র সালাহদের

লিভারপুল, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মার্সিসাইড ডার্বিতে হোঁচট খেল লিভারপুল। তাদেরকে ২-২ গোলে আটকে রাখল এভার্টন। ঘরের মাঠ গুডিসন পার্কে ১১ মিনিটে এভার্টন এগিয়ে যায় বেটোর গোলে। ৫ মিনিটের মধ্যেই সমতা ফেরান লিভারপুলের অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। মহম্মদ সালাহ ৭৩ মিনিটে ২-১ করেন। অতিরিক্ত সময়ের ১৪ মিনিটে গোল করে ম্যাচ ড্র রাখেন এভার্টনের জেমস তারকোওয়স্কি। ড্র করেও ২৪ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রইল লিভারপুল।

ফোকাস ধরে রাখাই মন্ত্র সবুজ-মেরুনের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ঘরের মাঠে, নিজেদের সমর্থকদের সামনে চ্যাম্পিয়ন হওয়াই এখন এক এবং একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু সেই সব নিয়ে ভেবে যাতে ফোকাস নড়ে না যায়, তার জন্য এখন হেডস্যরের কড়া নজরে ফুটবলাররা।

রাত পোহালেই বিশ্বজুড়ে প্রেম দিবস। সবুজ-মেরুন বাহিনীর এখন অবশ্য এক এবং একমাত্র প্রেমিকা আইএসএল লিগ-শিল্ড। যাকে পেতে আকুল কোচ-ফুটবলার-কর্তা-সমর্থক, কে নয়! শিল্ডের কাছে পৌঁছাতে আর দুই মাত্র ধাপ। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে উত্তেজনার বশে বহু সময়ে বহু দলের ফোকাস নড়ে গেছে। যার জেরে হাতছাড়া হয়েছে কাঙ্ক্ষিত ট্রফি। সেটা যেন না হয় তার জন্যই সম্ভবত এই পরিস্থিতিতে আরও বেশি কড়া লাগছে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে। ফুটবলারদের মনঃসংযোগ ধরে রাখা কতটা কঠিন এবং তার জন্য কী করছেন তাঁরা, জানতে চাইলে রীতিমতো উত্তেজিত দেখায় সবুজ-মেরুনের হেডস্যরকে। চেয়ারে এলিয়ে বসে থাকা অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বেশ ধমকের সুরে বলে ওঠেন, 'এখনই তো মনঃসংযোগ ধরে রাখতে হবে। সবথেকে সহজ কাজ এটাই। আমরা আর মাত্র দুই ধাপ দূরে। এই সময়েই তো চেষ্টা করতে হবে দ্রুত ওই দুই ধাপ উঠে সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছাতে। এখন আবার কে মনঃসংযোগ নষ্ট করে ফেলে? আর সত্যিই যদি কেউ সেটা করে সে হল সবথেকে বোকা। সেরকম ফুটবলার কোনও কোচেরই প্রয়োজন নেই।' কোচের এই মানসিকতা জানেন বলেই এদিন আশিক কুরুনিয়ানের কথাতেও একই সুর, 'আমাদের আর দুইটি ম্যাচ জিততে হবে। তার জন্য প্রত্যেকে উজ্জীবিত। সবাই জানে যে আর একটা ম্যাচ জিতলে আমাদের শিল্ড জয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই উত্তেজিত ও ফোকাসড। আমাদের আত্মবিশ্বাস আছে যে এটা আমরা পারব। নিজেদের সেরাটা দিতেই যাচ্ছে সবাই।'

এগুলো যে কোনওটাই কথার কথা নয়, সেটা টের পাওয়া যায় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলনে গেলেই। কে আছে, কে নেই সেসব নিয়ে ভাবনা নেই। বরং প্রত্যেকেই ফুরফুরে মেজাজে। যেই মাঠে নামুক সেই দলকে জিতিয়ে ফিরবে। এই মানসিকতাটা মোলিনাই তৈরি করে দিয়েছেন। আর তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আশিকও, 'সব ফুটবলার ১০০ শতাংশ দিচ্ছে। আর কোচের পরিকল্পনা তো বাড়তি সাহায্য করছেই। যারা ডাগআউটে বা মাঠের বাইরেও বসে থাকছে সেও দলকে জেতাতে তাতাচ্ছে। আর

সাংবাদিক সম্মেলনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। ছবি : ডি মণ্ডল

এসবই আমাদের জিততে সাহায্য করছে।' এটাই ঘটনা। দলের মধ্যেকার একাত্মতাই এখন সবথেকে বড় শক্তি মোহনবাগানের। তাই প্রতিপক্ষ দলে নোয়া সাদিউর থাকা না থাকা কী নিজেদের একাধিক ফুটবলারের না থাকাকে পাত্তাই দিচ্ছে না মোহনবাগান শিবির। শুক্রবার কোনও অনুশীলন রাখেননি মোলিনা। সরাসরি দল নিয়ে কোচির উদ্দেশ্যে দুপুর নাগাদ উড়ে যাবেন কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচ খেলতে। যা জিতে শিল্ড ধরাছোঁয়ার মধ্যে নিয়ে আসাই এখন পাখির চোখ মোহনবাগানের।

মিক্সড ডাবলসে সোনাজয়ী অনির্বাণ ঘোষ ও ঐহিকা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাংলার দুই কোচ তপন চন্দ ও সুব্রত রায়। বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডে।

অনুশীলনে নেই রিচার্ড-সাউল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবারও অনুশীলন করলেন না রিচার্ড সেলিস ও সাউল ক্রেসপো।

এবারের আইএসএলে চোট-আঘাত সমস্যা সম্ভবত সব দলেই কম-বেশি আছে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের মতো পরিস্থিতি আর কোনও দলের হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রথমত অন্যান্যবারের থেকে এই মরশুমে অনেকবেশি নামীদামি তারকা এবার দলে নেওয়া হয়। তবে তাতেও ডুরান্ড কাপ এবং আইএসএলের শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গল। যার জেরে চাকরি খোয়ান তৎকালীন কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত। এরপর নতুন কোচ অস্কার ব্রুজোঁর কোচিংয়ে যখনই মনে হয়েছে, দল এবার মাথা তুলে দাঁড়াবে তখনই একের পর এক চোটে জোরালো ধাক্কা লাল-হলুদে। তবে এরপরেও সমস্যা কমার বদলে বেড়েই চলেছে। সাউল ক্রেসপো চোট সারিয়ে ফিরেছেন বলে মনে করা গেলেও আদতে তিনি খেলার জায়গাতেই নেই। যার প্রমাণ পাওয়া গেছে চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষেই। কোচ ও ম্যানেজমেন্টের পছন্দে নতুন আসা রিচার্ড সেলিস আবার বুধবার অনুশীলনে চোট পেয়েছেন। যদিও অনেকেই মনে করছেন, তাঁর সমস্যা মানসিক। এদিন তিনি ও সাউল, কেউই অনুশীলনে নামেননি। নন্দকুমার শেখরকে নিয়েও নানা প্রশ্ন। সবমিলিয়ে একেবারেই স্বস্তিতে নেই লাল-হলুদ শিবির।

তবু এতকিছুর পরেও অঙ্কের বিচারে জিইয়ে থাকছে ইস্টবেঙ্গলের প্লে-অফে যাওয়ার আশা। যদিও ক্ষীণ সম্ভাবনা তবু সেইটুকুকে আঁকড়েই এদিনও হল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচের প্রস্তুতি। শেষ পাঁচটা ম্যাচেই জিততে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। যার মধ্যে পাঞ্জাব এফসি এবং নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচও আছে। সঙ্গে পেদ্রো বেনালির দলকে আরও পাঁচ পয়েন্ট ও পাঞ্জাবকে তিন পয়েন্ট নষ্ট করতে হবে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে হারা ছাড়াও। একইসঙ্গে কেরালা ব্লাস্টার্সকে সাত, ওডিশা এফসি-কে ছয় ও চেন্নাইয়ান এফসি-কে তাদের শেষ ম্যাচের মধ্যে একটিতে পয়েন্ট নষ্ট করতেই হবে। এই অঙ্ক যে মিলবে না, সেটা জানেন বলেই আইএসএল নিয়ে আর ভাবছে না লাল-হলুদ শিবির।

সুব্রতর ছক বদলে বাজিমাত

মিক্সড ডাবলসে সোনা ঐহিকা-অনির্বাণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত জাতীয় গেমসে টেবিল টেনিসে মিক্সড ডাবলসে সোনা জিতলেন বাংলার অনির্বাণ ঘোষ-ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। ফাইনালের শুরুতেই অবশ্য মহারাষ্ট্রের চিন্ময় সুম্মাইয়া-রীত রিশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁরা ০-২ গেমে পিছিয়ে পড়েছিলেন। সেখান থেকেই কোচ সুব্রত রায়ের স্ট্র্যাটেজিক কিছু পরিবর্তন ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেয় বলে বাংলা শিবিরের দাবি। সুব্রত কথায়, 'চিন্ময় বাঁ হাতের খেলোয়াড় হওয়ায় ওদের ক্রস মুভমেন্ট করতে হচ্ছিল না। যা ডাবলসে বড় অ্যাডভান্টেজ। শুরুতে রীত ব্যাকহ্যান্ড-ফোরহ্যান্ড দুটোই কাজে লাগানোয় আমরা ওদের আটকাতে সমস্যায় পড়ে যাই। এরপরই আমি রীতের শরীর লক্ষ্য করে নীচু বল রাখার কথা বলি। সেটা ফিরিয়ে রীত বাঁদিকে চলে যাবে ধরে নিয়ে সেকেন্ড বলের ক্ষেত্রেও একই স্ট্র্যাটেজি রেখে দিই। এতে একটা দিক খালি হয়ে যাওয়ায় আমরা সেইদিক দিয়ে পয়েন্ট তুলে নিয়েছি।'

একইসঙ্গে শিলিগুড়ির সুব্রত প্রশংসা করেছেন অনির্বাণের। বলেছেন, 'শেষ গেম অনির্বাণ দুরন্ত খেলায় আমরা ১১-৩ পয়েন্টে একপেশে জয় তুলে নিই। যার সুবাদে ফাইনাল টাইয়ে ৩-২ গেমে জয় এসেছে। মিক্সড ডাবলসের প্রথম ম্যাচ থেকে ওদের কোচিং করিয়ে একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি, কোনও অবস্থাতেই ওরা লড়াই ছাড়ে না।'

এদিনেরটি ধরে জাতীয় গেমসে টেবিল টেনিস থেকে বাংলার ঘরে তিনটি সোনা এসেছে। বাকি দুটো সোনা পুরুষ ও মহিলাদের টিম ইভেন্ট থেকে। সুব্রত বলেছেন, 'আমার হৃদয় আজ পরিপূর্ণ। শুক্রবারই আমি শিলিগুড়ি ফিরছি।'

বৃহস্পতিবার জিমনাস্টিক্স থেকে জোড়া সোনা সহ ৩ পদক এল রাজ্যে। মহিলাদের আর্টিস্টিক বিমে সোনা পেলেন ঋতু দাস। অপর সোনাটি প্রণতি দাস পেয়েছেন আর্টিস্টিক ফ্লোরে। এই বিভাগেই রুপো পেলেন প্রতিষ্ঠা সামন্ত। প্রণতি সোনার হ্যাটট্রিক করলেন।

মনোজের দাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে সুপার ফোরে শুক্রবার তরুণ তীর্থ ৫ উইকেটে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে হেরে নেতাজি ৪৩.৩ ওভারে ১৯০ রানে অল আউট হয়। বারহাম মল্লিক ৫৪ ও লোহিত চৌধুরী ৩৮ রান করেন। মনোজ মল্লিক ২৬ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে তরুণ ৩৯.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা মনোজ ৬২ ও যুবরাজ সিং ৫৪ রান করেন। রোমিত রাজ শ্রীবাস্তব ২৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ম্যাচের সেরা মনোজ মল্লিক।

উত্তরের খেলা

সেরা ফালাকাটা, ময়নাগুড়ি

বারবিশা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : কামাখ্যাগুড়িতে আন্তঃকলেজ হ্যান্ডবলে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল ফালাকাটা কলেজ। রানার্স শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ। প্রতিযোগিতার সেরা শুভদীপ বর্মন। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ময়নাগুড়ি কলেজ। রানার্স ক্ষুদিরাম। প্রতিযোগিতার সেরা মৌমিতা রায়।

আজ রওনা হবে জলপাইগুড়ি দল

জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটের জন্য জলপাইগুড়ি দল শুক্রবার চন্দননগর রওনা হবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল ও ক্রিকেট সাব-কমিটির চেয়ারম্যান অলোক সরকার ঘোষিত দলে রয়েছে রাজদীপ সরকার, রাজবীর রাউত, অভিজিৎ রায়, দেবজিৎ চৌধুরী, ঈশান সিনহা, প্রিয়াংশু মণ্ডল, আবির ঘোষ, দেবব্রত ধর, মহম্মদ আরমান আলি, প্রয়াগময় চক্রবর্তী, সায়ন চক্রবর্তী, সুজয় অধিকারী, উজান চৌধুরী, সঞ্জীব সরকার ও শুভ্রদীপ পাল। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে উদয় রায় এবং ধীরাজকুমার পান্ডে। জলপাইগুড়ির প্রতিপক্ষ চন্দননগর ও দক্ষিণ দিনাজপুর।

এদিকে, জেওয়াইএমএ মাঠে অনূর্ধ্ব-১৫ প্রতিযোগিতার অন্য একটি গ্রুপের খেলা হবে। খেলবে নদিয়া, বর্ধমান ও উত্তর দিনাজপুর। এছাড়াও কিছুদিনের মধ্যে সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের ফাইনাল ও সুপার ডিভিশনের সুপার সিক্সের ম্যাচ শুরু হবে।

পন্থকে বাঁচানো রজত এখন জীবনসংকটে

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার পর ঋষভ পন্থকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে প্রচারে এসেছিলেন রজত কুমার ও নীশু কুমার। তাঁদেরই অন্যতম রজত এখন জীবনসংকটে। উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের বছর পঁচিশের যুবক রজতের সঙ্গে মনু কাশ্যপের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দুইজনে ভিন্নসম্প্রদায়ের হওয়ায় তাঁদের বিয়েতে বেঁকে বসেছিল পরিবার। স্থানীয় সূত্রে খবর, মনুর সম্বন্ধ দেখা শুরু হতেই তাঁরা বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। মনুর মৃত্যু হয়। হাসপাতালে লড়াই চালাচ্ছেন রজত। এরই মধ্যে খবর, মনুর মায়ের অভিযোগ, রজতই তাঁর মেয়েকে বিষ খাইয়ে খুন করেছে।

রজত কুমার

জয়ী ট্রাক্টর

চালসা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বিধাননগর প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার বিধাননগর ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন ১৮ রানে হারিয়েছে বিধাননগর কন্ট্রাক্টর সোসাইটিকে। প্রথমে ট্রাক্টর ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ১১০ রান তোলে। জবাবে কন্ট্রাক্টর ১১.৪ ওভারে ৯২ রানে গুটিয়ে যায়। অমিত তির্কি ম্যাচের সেরা হয়েছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১কোটির বিজয়ী হলেন
হুগলী-এর এক বাসিন্দা

07.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99A 29329 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবন হল খুবই অপ্রত্যাশিত। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির মাধ্যমে আমার জীবনে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে যার জন্য আমি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবো। একজন কোটিপতি হওয়া কারও জীবনে একটি অবিশ্বাস্য এবং অসাধারণ ঘটনা।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা চন্দন চক্রবর্তী - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।